অধিবেশন।

(কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ

ও

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।)

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

প্রথম সংস্করণ।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

কলিকাতা।

১৮৩৮ শক—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

[মূল্য ৷৷০ আনা।

ভূমিকা।

ভগবানের কৃপায় অধিবেশন প্রকাশিত হইল। ইহা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আর একটী কীর্ত্তি। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে (আদি সমাজ) অবস্থান কালীন ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা এবং প্রতিনিধি সভার যে কয়েকটী অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তার পর কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত বিচ্ছেদ হইলে, ব্রহ্মানন্দ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ হইতে, ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত সাময়িক ও সাম্বৎসরিক সমস্ত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ ইহাতে রহিল। ইহাতে কেশবচন্দ্রের প্রতিভা বিশেষরূপে প্রকটিত। মণ্ডলীগঠন, প্রচারকদল প্রস্তুত, তাহাদের উচ্চ আদর্শ প্রকটন ইত্যাদি বিষয় তাঁহারই হৃদয় প্রসূত, তাঁহারই জীবনের মহা সাধনার ফল। ইহা পূর্ব্বে ছিল না। ইহার অবতারণা করা দূরে থাকুক, যখন এই সমুদয় বিষয় সকলের বোধাতীত ছিল, এবং ইহার গভীর তত্ত্ব কাহারও মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই, বরং অনেকেই সেই সমস্ত বিষয় বুঝিতে অক্ষম হইয়া, বিরোধ উপস্থিত করিতেন—বুঝিতে সমর্থ ছিলেন না, অথচ বাগ্‌বিতণ্ডা যথেষ্ট করিতেন—সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ স্বর্গের প্রেরণায় এই সকল মূল বিষয়ের সূচনা করিয়াছিলেন; যাহার উপর ভাবী সমাজরূপ প্রাসাদ দণ্ডায়মান হইবে, তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

সাধনের প্রভাবে সেই সমস্ত বিষয় ক্রমেই স্ফুরিত হইয়াছে। পরিণামে মহাভাবের সমাবেশ—নববিধানের মহাসমন্বয়। কিন্তু এত যে হইবে, তাহা কি তখন কেহ ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল? বোঝা দূরে থাকুক, অনেকে পদে পদে ব্রহ্মানন্দের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। এক দল লোক ছিলেন, যাঁহারা প্রথম হইতেই কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পরিকরবদ্ধ। তাঁহারাই পরে ছাড়িয়া গেলেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই উষাকালে ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্ম-জীবনের এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা সকলে বুঝিতে সমর্থ হইতেন না। সাধন-নিরত জীবনে স্বর্গের কত আলোক, কত প্রেরণা, কত ভাব আসে, তাহা যাহারা সাধন করে নাই, তাহারা কিরূপে বুঝিবে? সেইজন্য তাঁহার ভাবগ্রাহী অতি অল্প লোকই ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার মহান্ ভাবের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অক্ষম হইতেন, তাঁহাদের ত ধাঁধাঁ লাগিবেই। সুতরাং প্রতিরোধ না করিয়া আর কি করিবেন? আবার ব্রহ্মানন্দের প্রভাব, প্রতিপত্তি, যশ, মান, অনেকের সহ্য হইত না। প্রতিরোধের ইহাও একটী কারণ ছিল। বিধানপতি যাঁহার মস্তকে স্বয়ং গৌরবের মুকুট স্থাপন করিয়াছেন, কতকগুলি অল্পবিশ্বাসী মানবের প্রতিরোধে তাঁহার কি হইতে পারে? সিংহের ন্যায় নির্ভীক, পর্ব্বতের ন্যায় অটল অচল হরিভক্ত পৃথিবীর বিরোধকে তৃণসম জ্ঞান করিতেন। তাই সমস্ত বিঘ্ন বাধা, বিরোধকে অতিক্রম করিয়া, নববিধানের মহিমা ঘোষণা করিয়া গেলেন। বিঘ্ন বিপদ তাঁহার পদ চুম্বন করিল। যাহারা প্রতিবাদ করিয়াছিল, উপহাস করিয়াছিল, তাহারাই আবার পরিণামে অবনত মস্তকে তাঁহার প্রচারিত সাধুভক্তি, আদেশ, বিধান, যুগধর্ম্ম,

প্রভৃতি মহান্ সত্য সকল গ্রহণ করিয়াছে। এবং কি না গ্রহণ করিয়াছে? এই স্থলে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন, বিরোধীগণ প্রত্যেক বিষয়ের কিরূপ প্রতিবাদ করিতেন।

একটী অধিবেশনে (১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ) এই প্রস্তাব হইল যে, বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা হউক (৪৯ পৃষ্ঠা)। (শ্লোক সংগ্রহ প্রকাশের ইহাই সূচনা)।

এই প্রস্তাব হইবা মাত্র জনৈক ব্রাহ্ম ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহার প্রতিবাদের উদ্দেশ্য এই যে, "যখন আমাদের নিজের ঘরের ভিতর প্রয়োজনীয় সমস্ত সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন কেন আমরা কোরাণ, বাইবেল, জেন্দাভেস্তা প্রভৃতি হইতে সত্য ধার করিতে যাইব?

মহাপ্রাণ কেশবচন্দ্র কি বলিলেন? "আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সত্যের জন্য ক্ষুধিত নন, তাঁহারা হস্ত উত্তোলন করুন।" তাঁহার মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা বিনিঃসৃত হইল। একটী হাতও উঠিল না। সকলে নীরব। প্রতিবাদকারীও নীরব। পরে তিনি তাঁহার প্রস্তাব সংশোধন করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কথা থাকিল না।

ব্রাহ্মবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যখন দেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও পণ্ডিতগণের মত লওয়া হইতেছিল, সেই সঙ্গে তদানীন্তন Advocate Generalএর মতও লওয়া হইয়াছিল। একদিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে সভাপতি (কেশবচন্দ্র) Advo-

cate Generalএর মত সকলের নিকট উপস্থিত করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "Advocate Generalএর মত জানিয়া তাঁহার নিকটে যে বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সমাজ কর্তৃক, না কোন একজন ব্যক্তি কর্তৃক?"

অর্থাৎ সেই বিবৃতি সমাজ প্রেরণ করিয়াছেন, না কেশবচন্দ্র? Advocate Generalএর মত সমাজ চাহিয়াছেন, না কেশবচন্দ্র? যদি কেশবচন্দ্র চাহিয়া থাকেন, তবে প্রতিবাদ অনিবার্য্য!

কেশবচন্দ্র উত্তর দিলেন, "কে মত দিয়াছিলেন, ইহাই জিজ্ঞাসার বিষয়; কে মত চাহিয়াছিলেন তাহা নহে। কেন না কোন এক সভাই মত চান, আর কোন এক ব্যক্তিই চান, Advocate Generalএর মত যাহা তাহা Advocate Generalএর মত।" একেবারে সকলে নীরব। কেহ আর দন্তস্ফুট করিলেন না। প্রতিবাদকারী একা নহেন। তাঁহার পশ্চাতে আরও লোক থাকিত। তিনি কেবল মুখপাত্র। এইরূপে পদে পদে ব্রহ্মানন্দের কথার প্রতিবাদ হইত। কিন্তু পরিণামে জয়ী কে হইল? কাহার কথা, কাহার মত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল? কাহার পদচিহ্ন ধরিয়া আজ ব্রাহ্মগণ চলিতেছেন? ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কাহার অনুসরণ করিতেছেন?

বিরোধীগণের মধ্যে অনেকের ধারণা যে কেশবচন্দ্র সব কাজ নিজেই করিতেন, কাহারও মতের অপেক্ষা করিতেন না। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। তিনি সমাজ চালনা সম্বন্ধে নিয়ম প্রণালী সকলের মত না লইয়া করিতেন না। এমন কি প্রচারক মহাশয়গণের নামের পূর্ব্বে বাবু শব্দের পরিবর্ত্তে "শ্রদ্ধেয় ভাই" কথাও কমিটির অনুমোদন

ভিন্ন প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তিনি কেবল ইহা প্রস্তাব করিলেন এবং কমিটি অনুমোদন করিলেন।

ভগবৎ প্রেরণা-পূর্ণ অগাধ গভীর ভক্ত-জীবনের সমস্তই, অদ্ভুত! তাঁহার অন্তর বাহির সমস্তই স্বর্গালোকে আলোকিত। অনুরাগী ব্যতীত ভক্ত-জীবনের মাধুরী কে বুঝিতে পারে? সংশয়ীর নিকট ভগবান যেমন সমস্যা-পূর্ণ, ভক্ত-চরিত্রও তেমনই সমস্যা-পূর্ণ। ভক্তকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, জীবের দুর্গতির একশেষ। সকল যুগেই ইহা লক্ষিত হয়। এ যুগেও তাহার অভাব নাই। ভক্তকে অবজ্ঞা করিলে বিধিমতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজে ইহার দৃষ্টান্ত খুব উজ্জ্বল। বিরোধীগণের অগ্রণী হইয়া যে দুইজন প্রচারক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া গেলেন, তাঁহারা পরে আর ব্রাহ্মসমাজে থাকিলেন না, ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহাদের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিল। প্রচারকদ্বয় পরে ক্রমে ক্রমে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহা কেবল ভক্তের প্রতি অবিশ্বাস এবং বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম! বিরোধীগণের মধ্যে অনেকেই সাধু-ভক্তি বিমুখ ছিলেন। এখন তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অতি কষ্টে সাধুভক্তির কথা উত্থাপন করেন, কিন্তু, সাধুভক্তি আর হইল না। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা অকাতরে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যাহারা ভক্তির অর্ঘ্য দিতে কুণ্ঠিত, তাঁহাদিগের চরণে যাহাদিগের

উদ্ধত মস্তক অবনত হয় না, তাহারা বিধানের লীলা বুঝিবে কিরূপে? কারণ বিধানের লীলা ভগবান এবং ভক্তকে লইয়া। বিধানের ব্যাপার—ভগবানের সঙ্গে ভক্তের কারবার। এই কারবারের মধ্যে ভগবান, ভক্তদল এবং জীবমণ্ডলী—যে জীবমণ্ডলী এই লীলাস্রোতে ভাসিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা যে সকলের সাধুভক্তি হউক। হরিভক্তির সঙ্গে সাধুভক্তি যে চিরগ্রথিত। সাধুভক্তি নাই, অথচ হরিভক্তি হইয়াছে, ইহা অসম্ভব কথা।

৪৫ ও ৪৭ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ছাপা হইয়াছে, উহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

কমলকুটীর,
৮ই জানুয়ারি, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ। } গণেশ প্রসাদ।

সূচী পত্র।

সূচী পত্র।

অধিবেশন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা।

রবিবার, ৮ই পৌষ, ১৭৮৩ শক; ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ।

সন্ধ্যার পরে ব্রাহ্মসমাজের আগামী বর্ষের বিত্ত-সংস্থান জন্য ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলে, ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন গত বর্ষের আয় ব্যয় বিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায়, শ্রীযুক্ত কানাই লাল পাইনের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিতে আয় ব্যয়ের বিবরণ গ্রাহ্য হইল।

অনন্তর গত বর্ষের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সর্ব্বসম্মতিতে আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ কালীকৃষ্ণ দত্ত।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন।
„ নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।
„ কানাই লাল পাইন।
„ ঠাকুরদাস সেন।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত।

পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবের ধার্য্য হইল ঃ—

অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বিবরণ সর্ব্ব-সাধারণের গোচরার্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত করিবেন।

বিত্ত সংস্থানের সাধারণ সভা পৌষ মাসে না হইয়া, আগামী বর্ষ হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবারে হইবে।

অনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন উঠিয়া বলিলেন ;—গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গত বর্ষে নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে, বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধন করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করাও ইহার লক্ষ্য। কিসে দেশের কুরীতি নির্ম্মূল হয়, কিসে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হয়, কিসে আমাদের দেশ জ্ঞান-ধর্ম্মে ভূষিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে

আরোহণ করিতে পারে, এই সকল প্রশস্ত ভাব দ্বারা এখন ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া কাহার মনে না এই মহতী আশা বদ্ধমূল হইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে, কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমুদয় পৃথিবীতে ইহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে। সময়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে! পূর্ব্বে যাহা সম্বৎসরে বহু আয়াসে সম্পন্ন হইত না, এখন ঈশ্বর প্রসাদে তাহা এক বৎসরের মধ্যে অনায়াসে সমাধা হইতেছে। অতএব এখন আপনারা যদি সকলে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। এমন সময় উপেক্ষা করিবেন না। অর্থ, শারীরিক পরিশ্রম, উপদেশ, দৃষ্টান্ত, যে কোন প্রকারে হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান্ করুন, তাহা হইলে আগামী বৎসরের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রমের প্রচুর ফল দেখিতে পাইবেন।

আয় ব্যয়।—আয় ব্যয় বিবরণ দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, গত বর্ষে ১১০০৪৬/০ আয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৭৮৪২।৵৫ মাত্র সমাজের আয়। ইহা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা প্রায় ২০০০৲ টাকা ন্যূন। এই আয়ের হ্রাস নানা কারণে ঘটিয়াছে। যাহা হউক আগামী বর্ষে যে সকল গুরুতর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ। বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আগামী বৎসরে বিশিষ্ট-রূপে যত্ন করিতে হইবে। অতএব আপনাদিগকে সমাজের আয় বৃদ্ধির জন্য এ বর্ষে সবিশেষ মনোযোগ ও যত্ন করিতে হইবে। ইহা বলা বাহুল্য যে, এখনকার সময় এ প্রকার উন্নতিসূচক যে, অল্প অর্থে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা এখন তাদৃশ আদরণীয় নহে। ইহা এ কারণে নহে যে, পত্রিকার গৌরবের হানি হইয়াছে বা ইহার প্রবন্ধ সকল সমাজের হিতকর নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, পত্রিকা যে সকল আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূরিত থাকে, তাহা সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারে না, এবং অনেকের পক্ষে কঠিন। যাহা হউক যে সকল কৃতবিদ্য মহাশয়েরা এতদিন পত্রিকা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দেওয়া যাইতেছে। পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত বিজ্ঞান ও দেশের হিতসাধন বিষয়ক প্রস্তাব ও ইংরাজীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধাদি প্রকটিত করা—এবম্প্রকার উপায় দ্বারা পত্রিকার উৎকর্ষ সাধন করিতে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

পুস্তকালয়।—কেবল ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুস্তক সকল বদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহার বিক্রয়ের ও প্রচারের সুবিধা না থাকায়, কয়েকটী শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদিগের নিকট কতকগুলি পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পুস্তকালয়ের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক বিলাত হইতে ক্রয় করা হইয়াছে; বোধ হয় আর দুই শত টাকার পুস্তক ক্রয় করিলে পুস্তকালয় দ্বারা অনেকের উপকার হইতে পারে।

দেশের হিত সাধন।—প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপ্রতীকারার্থ সাহায্য দিবার জন্য, ধন সংগ্রহ হয়, তাহাতে অনেকেই উৎসাহ ও উদারতা সহকারে অর্থ

দান করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ অর্থাভাব প্রযুক্ত বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। সমুদয়ে ৩০৪৩৷৶১৫ সংগ্রহ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অস্মদ্দেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি সাধনের বিহিত উপায় ধার্য্য করিবার জন্য, ১৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মদিগের এক সাধারণ সভা হয় এবং ইংলণ্ডস্থ ইংরাজ মহোদয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। তৃতীয়তঃ ত্রিবেণী হালিসহর প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি যে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিবারণার্থে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার যত্নে অর্থ সংগ্রহ হইয়া ঔষধ ও চিকিৎসক ঐ সকল স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

গত বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অনেক দূর উন্নতি হইয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষাতে আট জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভবানীপুর ও চুঁচড়াতে ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া প্রায় দেড় শত ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা হইয়াছে। ভবানীপুর বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে এগার জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনেকে ইহার মত অবগত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, উৎসাহকর ব্যাখ্যান দ্বারা সমাজের উপাসনাকার্য্যে জীবন প্রদান করিয়াছেন, এবং এ সকল ব্যাখ্যান পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া, অনেকের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছে। চতুর্থতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে চরিত্রশুদ্ধি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন

বিষয়ক নীতি সকল সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পঞ্চমতঃ কলুটোলার পল্লীতে একটী শিশুবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয়।

যাহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, যাহাতে তাঁহারা এক মত ও এক হৃদয় হইয়া, পরম পিতার কার্য্য সাধন করেন, এ প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। স্থানে স্থানে যে সকল শাখা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও ঐক্য সম্পাদন করা আশু কর্ত্তব্য। যাহাতে আমাদিগের মধ্যে সকলে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, পরস্পরের পবিত্রতা ও আনন্দ বর্দ্ধন করেন, এ প্রকার কোন উপায় অবধারিত করিতে হইবে। সঙ্গতসভা দ্বারা এই উদ্দেশ্য কতকদূর সিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গতের সভ্যসংখ্যা অতি অল্প, এজন্য ইহার দ্বারা ঐ মহান্ উদ্দেশ্যটী সম্যক্‌রূপে সংসাধন হইবার সম্ভাবনা নাই; যেমন সঙ্গত-সভা দ্বারা ইহার সভ্যদিগের মধ্যে প্রীতি বিস্তার হইতেছে, সেইরূপ সকল ব্রাহ্মসমাজের একটী সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে অনায়াসে ঐক্য সম্পাদন হইবে। এজন্য কলিকাতাতে একটী প্রতিনিধি সভা স্থাপন করা আবশ্যক, অর্থাৎ এমন একটী সভা হয়, যাহাতে প্রত্যেক শাখাসমাজের এক একজন প্রতিনিধি থাকেন এবং সেই সকল প্রতিনিধিদিগের মত সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া গ্রাহ্য হয়। এই সভাতে ব্রাহ্মদিগের যে প্রকারে নামকরণ, ধর্ম্মদীক্ষা, বিবাহাদি কার্য্য সমাধা হইবে তাহার ব্যবস্থা প্রস্তুত হইবে, এবং ব্রাহ্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রস্তাবাদি স্থিরীকৃত হইবে। এই প্রকারে সকল ব্রাহ্মসমাজ প্রীতিরসে মিলিত হইয়া, সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধনে

যত্নবান্ হইলে আর বিদ্বেষের কারণ থাকিবে না, সদ্ভাব ও আনন্দ চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ হইতে থাকিবে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে অপরাবিদ্যার সহিত সুপ্রণালীতে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যে অনেক সুবিধা হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সপ্তাহে একবার মাত্র উপদেশ দেওয়া হয়, এবং তাহাতে অতি অল্প লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্য বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোমল হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান মুদ্রিত করিলে, এ দেশে শীঘ্রই কাল্পনিক ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে, এবং সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে। প্রায় দুই মাস হইল, আমরা ইংলণ্ডে নিউম্যান্ সাহেবের নিকট বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ক যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই কি আমাদিগের কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইল? ব্রাহ্মদিগের উচিত যে, তাঁহারা শুভকর ব্যাপারে যেমন অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, সেইরূপ আপনারাও সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব যাহাতে এরূপ একটী বিদ্যালয় হয়, সে বিষয়ে সকলের সাহায্য দেওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এখন কোন প্রণালী নাই, এবং এই অভাবের জন্য অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উপাচার্য্য, শিক্ষক

ও প্রচারক হইবার কোন নিয়ম নাই, এবং তাঁহাদিগের উপর কোন শাসনেরও নিয়ম নাই। কতকগুলি লোক একত্র হইয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন উপাচার্য্য হইয়া থাকেন, তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় কেহ যথোচিতরূপে পরীক্ষা করেন না। কোন কোন স্থানে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, কোন এক ব্যক্তি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার তদ্বিষয়ে ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক। সুশিক্ষিত উপাচার্য্য, শিক্ষক এবং প্রচারক এ সময়ে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, এ প্রকার লোকের অভাব হেতু কোন কোন স্থানে কুসংস্কারও প্রচারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব একটী শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিয়া, এ প্রকার নিয়ম করা আবশ্যক যে, যাঁহারা এই প্রকার শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই শিক্ষক বা উপাচার্য্য বা প্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। এই সকল প্রস্তাব অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আগামী বর্ষে বিবেচনা করিয়া, যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন এই আমার প্রার্থনা।

ভ্রাতৃগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মধর্ম্মের কতদূর উন্নতি হইয়াছে। অপ্রশস্ত নীচ ভাব সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে, এবং উচ্চ লক্ষ্য ও আশা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ক্রমে সম্মিলিত হইতেছে। যাহাতে সমুদয় জীবন ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা যায় এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল প্রকার ত্যাগস্বীকার করা যায়, ইহাই ব্রাহ্মের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হইতেছে ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশে বুদ্ধিবৃত্তি সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভে

চরিতার্থ হইতেছে; আর এক দিকে সঙ্গতসভা দ্বারা বিশ্বাস কার্য্যেতে পরিণত হইতেছে ও প্রীতি বিস্তার হইতেছে। এইরূপ সমুদয় জীবনের উন্নতি হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। এ প্রকার উন্নতির কারণ কেবল জগদীশ্বরের অপার করুণা। তিনি যদি স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা না করিতেন ও উহার প্রবর্ত্তক না হইতেন, তাহা হইলে কি কেবল আমাদিগের ক্ষুদ্র বলে এই বিঘ্নময় বঙ্গভূমিতে ইহার এত উন্নতি হইত? কখনই না। অতএব সকলে মিলিয়া আমরা তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি, এবং আপনাদিগের নিকটে এখন আমি এই প্রার্থনা করি যে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, অপরাজিত উৎসাহ ও বলসহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া, জীবন সার্থক করুন।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ প্রতিনিধি সভা।

প্রথম অধিবেশন।

রবিবার, ১৫ই কার্ত্তিক, ১৭৮৬ শক; ৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ।

স্বাধীনতা মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক অধিকার। যাহা প্রকৃতি-মূলক তাহা যে ঈশ্বর-প্রদত্ত তাহাতে আর সংশয় কি? এইজন্য আত্মার স্বাধীনতার প্রতি সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিক দৃষ্টি। যাহাতে ঈশ্বর-প্রদত্ত এই স্বাধীনতাকে পত্তনভূমি করত ভারতবর্ষস্থ সমুদয় ব্রাহ্মসমাজ একাত্ম হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অধিকতর যত্নশীল হইতে পারেন, এই উদ্দেশে একটী "প্রতিনিধি সভা" সংস্থাপন করিবার জন্য অদ্য সন্ধ্যার পর

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের একটী সাধারণ সভা হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রধান আচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের বিজ্ঞাপন পাঠ করত সভার কার্য্য আরম্ভ করিলে, সম্পাদক কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় ভাবী সভার উদ্দেশ্য বর্ণন করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। স্বাধীনতা ও বিশুদ্ধ প্রীতি যে এই ভাবী সভার স্তম্ভস্বরূপ হইবে, তাহা তাঁহার বক্তৃতাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে, তিনি বলিলেন;—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথমে এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে, সকল জাতীয় লোক প্রতি সপ্তাহে তথায় একত্রিত হইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। অদ্যাপি সেই সামাজিক উপাসনা-পদ্ধতি ঐ সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। যেমন ঐ উপাসনা-পদ্ধতি বদ্ধমূল হইতে লাগিল তদনুসারে দৈনন্দিন উপাসক সংখ্যারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অতঃপর ঐ উপাসকদিগকে দলবদ্ধ করিবার জন্য চারিটী মূলসত্য সাধারণ বিশ্বাসস্বরূপ নির্দ্ধারিত হইল। উহাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মবীজ। যাঁহারা ঐ বীজে বিশ্বাস সংস্থাপনপূর্ব্বক উপাসনা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সকলে ব্রাহ্ম নামে আখ্যাত হইলেন। এদিকে তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়াতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সত্য সকল দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। সেই মহাত্মা-রোপিত একটী বৃক্ষ এখন শাখা প্রশাখা ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চাশটী সমাজ এবং দুই সহস্র ব্রাহ্ম দৃষ্টিগোচর হয়।

এইরূপে ব্রাহ্মদিগের মতের ঐক্য এবং সময়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সমসূত্রতার বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, সম্পাদক মহাশয়

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন ;—এই উন্নতির সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে যতই প্রবেশ করিতেছেন, ততই সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে আমাদের মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস আমাদের সকলেরই এক, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের এমনই উন্নত স্বাধীন ভাব যে, সকল প্রকার সামাজিক ব্যবহার ও অনুষ্ঠান বিষয়ে ঐক্য রক্ষা হওয়া অসম্ভব। এক দিকে আমাদের মূল বিশ্বাসে একতা থাকিবে, অপর দিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ যুক্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। এই যোগ এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য-ভাব কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মহত্ত্ব। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদার ভাব যাহাতে রক্ষা পায়, যাহাতে সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, যাহাতে সকল ব্রাহ্মসমাজ একাত্ম হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করত সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধনে কৃতকার্য্য হন, ইহার প্রতি আমাদিগের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে ধর্ম্ম অনন্ত উন্নতি অঙ্গীকার করিতেছে, এই অপরিব্যক্ত মুকুলাবস্থাতে তাহাকে আবদ্ধ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এই উন্নতির সময়ে যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সামাজিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন না। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করা, সাধারণ মধ্যে বিদ্যালোক বিকীর্ণ করা, জাতিভেদ ও তাহার অনুচর কুসংস্কার সকল বিনাশ করা, উদ্বাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ করা প্রভৃতি কত প্রকার গুরুতর কার্য্য ব্রাহ্মদিগের হস্তে রহিয়াছে। ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নতিই নিয়ম। পরিবর্ত্তন দিন দিন লক্ষিত হইবে, নব নব সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এক্ষণে যে সকল সামাজিক নিয়ম

ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত আছে, বর্ষৈক পরে তাহাই যে থাকিবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারেন? ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাসে কখনই অনৈক্য হইবে না, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে দুই ব্যক্তির মত হয় ত এক না হইতে পারে। আত্মার উন্নতিকেই বা কে প্রতিষেধ করিতে পারেন? সহস্র বিঘ্ন থাকিলেও ঈশ্বরপ্রসাদে মনুষ্য প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবে দেবতুল্য হইতে পারেন। হিমগিরির শৃঙ্গ সকল যেমন নিজবলে স্বাধীনরূপে আকাশে উত্থিত হইতে থাকে অথচ তাহারা মূলে এক; ব্রাহ্মদিগকেও তেমনই স্বাধীন হইয়া উন্নত হইতে হইবে, অথচ বিশ্বাস ও প্রীতিসূত্রে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকিতে হইবে। ধনী দরিদ্র, যুবা বৃদ্ধ, দুর্ব্বল সবল, এই সভাতে সকলেরই প্রতিনিধি থাকিবে। কিন্তু এখানে তর্কের বিষয় কখনও যেন উত্থিত না হয়। আমরা একাত্ম হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপায় অন্বেষণ করিব; এই উদ্দেশ্যে একটী প্রতিনিধি সভা সংস্থাপন করা আবশ্যক। আপনারা এ বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত বিধান করুন।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় কহিলেন;—ব্রাহ্মসমাজ অনৈক্য নিবারণের স্থান। রাজা রামমোহন রায় এই উদ্দেশেই ইহা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যখন আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক, তখন আর অনৈক্যের সম্ভাবনা কি? পরমেশ্বর এক, আমরা সকলে তাঁহার সন্তান ও উপাসক। আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্যই থাকিবে; আমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিব। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনৈক্য হইতে পারে, কিন্তু উপাসনাতে অনৈক্য নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদয় জাতির ধর্ম্ম। কেবল ভারতবর্ষ নহে, ইংলণ্ড

আমেরিকাতেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে। কোন মনুষ্যের দ্বারা উহা প্রচারিত হইতেছে না; ঈশ্বরের কৃপা সকল স্থানে পতিত হইতেছে। মনু যেমন আপনার স্মৃতি চিরস্থায়ী হইবে মনে করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভ্রম প্রকাশিত হইল; ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়েও সেইরূপ করিতে গেলে উদ্যোগ নিষ্ফল হইবে। প্রতিনিধি সভার নিয়ম যেন সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হয়।

তৎপরে যে যে স্থানের ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন সম্পাদক মহাশয় তাহার উল্লেখ করিলেন, যথা:—যোড়াসাঁকো, (প্রাত্যহিক সমাজ) পটলডাঙ্গা, ভবানীপুর, মেদিনীপুর, নিবাধই, দত্তপুকুর, বাগআঁচড়া, নড়াইল, অমৃতবাজার, যশোহর, গৌরনগর, বরিশাল, ফরিদপুর রামকৃষ্ণপুর, সাঁত্রাগাছি, কোন্নগর, বৈদ্যবাটী, চন্দননগর, চুঁচড়া, হালিসহর, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বোয়ালিয়া, বর্দ্ধমান, ভাগলপুর, এলাহাবাদ, লাহোর।

অতঃপর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল:—

১। ব্রাহ্মদিগের একটী প্রতিনিধি সভা সংস্থাপিত হয়।

২। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত সভার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা উক্ত সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র নন্দী ও শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিয়া আগামী সভায় বিচারের জন্য অর্পণ করেন।

৫। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে, রাত্রি একাদশ ঘটিকার পর সভা ভঙ্গ হইল।

প্রতিনিধি সভা।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

রবিবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৭৮৬ শক ; ২৭শে নবেম্বর, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য অপরাহ্ণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে প্রতিনিধি সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্ন লিখিত নিয়ম সকল ধার্য্য হইয়াছে ঃ—

১। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য।

২। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরা এই সভার সভ্য হইবেন।

৩। যে ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্ম সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং যে সমাজ সম্বন্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপাসনা হয়, সেই সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অধিকাংশের মতে [illegible]কে বা যাহাদিগকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি বা তাঁহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পাঁচজন ও অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের এক একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার অধিকার থাকিবে।

৬। ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাস না থাকিলেও অন্যূন বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে, কেহ প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না।

৭। কার্ত্তিক, মাঘ, বৈশাখ ও শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে, দিবা তিন ঘণ্টার সময়ে সভার অধিবেশন হইবে। কার্ত্তিক মাসের সভাতে সম্পাদক গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ সভ্যদিগকে অবগত করিবেন এবং সভ্যেরা আগামী বর্ষের জন্য সভাপতি সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন।

৮। প্রতিনিধি না হইলে কেহ সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইবেন না।

৯। সভার সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে সকল বিষয় ধার্য্য হইবে; সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি মত দিবেন সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবে।

১০। দশটী ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি একত্র না হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে না।

১১। ন্যূনকল্পে দশজন সভ্যের মত হইলে সম্পাদক বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন।

১২। সভ্য ব্যতীত ব্রাহ্ম মাত্রেই সভাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, কিন্তু প্রস্তাবিত কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

১৩। এক সভায় যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, তাহা পর সভায় বিচারিত ও ধার্য্য হইবে।

১৪। ধর্ম্মবিষয়ক মতামত লইয়া এ সভাতে তর্ক হইবে না।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার কার্য্য বিবরণ।

রবিবার, ৫ই পৌষ, ১৭৮৬ শক; ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে ধার্য্য হইল যে, যতদিন পর্য্যন্ত সাধারণ সভাতে তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কেহ সম্পাদক পদে নিযুক্ত না হন, ততদিন শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।
শ্রীউমানাথ গুপ্ত।
অধ্যক্ষ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।
ধনাধ্যক্ষ।

রবিবার, ১২ই পৌষ, ১৭৮৬ শক; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-সংক্রান্ত ট্রষ্ট সম্পত্তির ভার ট্রষ্টীরা স্বয়ং গ্রহণ করাতে তাহার সহিত অধ্যক্ষদিগের সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে। বর্ত্তমান মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দৃষ্ট হইল যে, উক্ত সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদকীয় পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী তাহার সহকারী হইয়াছেন। অতএব ধার্য্য হইল যে, অদ্য হইতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের তত্ত্বাবধারণ ও অবশিষ্ট অন্যান্য কার্য্যের ভার থাকিবে। ভবিষ্যতে তিনি অধ্যক্ষদিগের অভিমতানুসারে

এই সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তৎসংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবেন এবং আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
শ্রীউমানাথ গুপ্ত। সম্পাদক।
অধ্যক্ষ।

প্রতিনিধি সভা।

তৃতীয় অধিবেশন।

রবিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৭৮৬ শক; ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

এই অধিবেশনে সংগ্রামের সূত্রপাত। এই অধিবেশন জন্য কলিকাতা সমাজের নিম্নতল গৃহ ট্রষ্টীগণের নিকটে প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু তাঁহারা গৃহ দিতে অসম্মত হন। অগত্যা চিৎপুর রোডে ভূতপূর্ব্ব হিন্দুমেট্রোপলিটন কলেজ-গৃহে উহা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অধ্যক্ষ এবং সমাজের কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্ম সাধারণের অনুমতি ব্যতিরেকে ট্রষ্টীগণের হস্তে কেন কার্য্যভার অর্পণ করিলেন, তাহার হেতু প্রদর্শন এবং ভবিষ্যতে সমাজের সহব্যবস্থান কি হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য সভা আহ্বান করিতে কলিকাতাস্থ ত্রিশ জন ব্রাহ্ম স্বাক্ষর করিয়া, সম্পাদককে পত্র লেখেন, সভাপতি তাহা পাঠ করিলেন। অনন্তর প্রভাকর, ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া, এবং ইণ্ডিয়ান্

ডেলিনিউসে বর্ত্তমান সভা আহ্বান বিষয়ে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা পঠিত হইয়া উপস্থিত সভাগণকে কার্য্যারম্ভ করিতে বলা হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাকে অবগত করিলেন যে, সভাপতি সভা আহ্বানার্থ যে বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেন, উহার মূল পত্র ট্রষ্টীগণের নিকটে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। উহাতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নিয়তল গৃহ, সভার অধিবেশন জন্য ব্যবহার করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তিনি সম্পাদকের নিকট হইতে তাঁহার পত্রের এই উত্তর পাইয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজগৃহ ঈদৃশ সভার উপযোগী নয়, এবং সমাজের সহবাবস্থান নির্ণয় করিবার জন্য ব্রাহ্মগণের কোন অধিকার নাই।

বাবু ঠাকুরদাস সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধারণে যাঁহাদিগকে অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়াছেন, এবং সম্পত্তিসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যথাবিধি ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণকে না জানাইয়া কেন আপনারা তাড়াতাড়ি সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন? সভাপতি স্বয়ং একজন অধ্যক্ষ।

তিনি ইহার এই উত্তর দিলেন যে, অধ্যক্ষগণ সমাজের ট্রষ্ট সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণের নিকটে তাঁহাদিগের দায়িত্ব-বোধ বিলক্ষণ আছে, এবং তাঁহারা প্রচার-বিভাগের কার্য্য এখনও করিতেছেন। যে সম্পত্তি ও ধনে ট্রষ্টীগণের অধিকার তাহা ছাড়িয়া দেওয়াতে তাঁহাদিগের কোন দোষ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন গাত্রোত্থান করিয়া, কলিকাতা সমাজের সংস্থাপন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত উহার কি প্রকার সহব্যবস্থান ছিল

বিস্তৃতরূপে তৎসম্পর্কীয় বিবরণ সভাকে এইজন্য অবগত করিলেন যে, তাঁহারা উহা অবগত হইয়া প্রতীকারার্থ কি উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে পারেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার সার এই,—কোন প্রভেদ না করিয়া সকল প্রকারের লোক এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা করিবেন, এজন্য ১৭৫১ শকে রাজা রামমোহন রায় সমাজগৃহ স্থাপন করেন, এবং বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রমাপ্রসাদ এবং রমানাথ ঠাকুরকে ট্রষ্টী নিয়োগ করেন। যদিও শেষে উহার নাম কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, ট্রষ্ট ডীড অনুসারে ব্রাহ্মসাধারণ সহ এই সমাজকে একীভূত করিবার কোন হেতু নাই, কেন না সমাজগঠন অনেক পরে হইয়াছে। অধিকন্তু প্রথমতঃ যে সকল ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের একজনও ব্রাহ্ম নহেন। বস্তুতঃ রামমোহন রায় যে সমাজ স্থাপন করিয়া যান, তাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকেরই পূজা করিবার অধিকার ছিল। ইহা এত উদার যে কোন এক দলের নিজস্ব হইতে পারে না। সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইল, এবং এই সভাই ব্রাহ্মদল সংগঠন করেন। ইহাঁদিগের মত প্রচার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত এবং মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ইহাঁদিগেরই তত্ত্বাবধান সময়ে রামমোহন রায়ের সমাজের নাম ব্রাহ্মসমাজ হয় এবং ইহাতে ব্রাহ্মসমষ্টি বুঝায়। যখন তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যায়, তখন ইহার সমুদয় সম্পত্তি সমাজগৃহের ট্রষ্টীগণের হস্তে সমর্পিত হয়। (১৭৮১ শকের বিশেষ সভায় যে নির্দ্ধারণ দ্বারা এই সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়, সেই নির্দ্ধারণ কেশব চন্দ্র পাঠ করিলেন) সেই সময় হইতে কোন একটী সভা দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। ইহাঁদিগের বার্ষিক সভায় যে অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ

নিযুক্ত হন, তাঁহারাই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, উপাসনাস্থান, অধ্যক্ষ, আচার্য্য, ধন সম্পত্তি লইয়া যে ব্রাহ্মসমাজ, সে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্ম-সাধারণ বুঝাইত। এইরূপে সমাজের কার্য্য অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক কুশলে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল, এবং দিন দিন উহার উন্নতি হইতেছিল, ইতিমধ্যে ট্রষ্টীগণ হঠাৎ সমাজের সমুদয় সম্পত্তি হাতে লইলেন, এবং সাধারণের অধিকার অস্বীকার করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আপনারা কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন। বর্ত্তমানের জন্য তত নয়, ইহার ভবিষ্যৎ ফলের জন্য তিনি (কেশব চন্দ্র) চিন্তিত। রামমোহন রায় কৃত ট্রষ্ট ডীডে ট্রষ্টী ব্রাহ্ম হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন। এমত স্থলে ব্রাহ্ম-সাধারণকে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে না দিয়া, ট্রষ্টীগণের সমগ্র ভার গ্রহণ কেবল যে ফলে মন্দ তাহা নয় উহা অন্যায়। অপিচ ইহা ভাবিতেও তাঁহার বিবেকে ও হৃদয়ে আঘাত লাগে। সমাজের সভ্যগণের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল যে, তাঁহাদিগের বিবেকানুযায়ী তাঁহারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিবেন। অন্য দিকে ট্রষ্টীগণের হস্তে যে সম্পত্তি ন্যস্ত আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা যে প্রকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করা ভাল মনে করেন করিবেন। যদি ট্রষ্টীগণ সমাজের সম্পত্তি-বিষয়ক-শাসন সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-সাধারণকে কোন অংশে অধিকার না দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এই মত যে, ব্রাহ্মসাধারণ ধর্ম্ম সম্পর্কীয় সমুদয় কার্য্যের ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া, ট্রষ্টসম্পত্তি ট্রষ্টীগণের হাতে ছাড়িয়া দেন। যে মর্ম্মচ্ছেদকর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা তাঁহার বিবেচনায় ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই। এতদ্দ্বারা

ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, উহার এক বিভাগে ট্রষ্ট সম্পত্তি, অন্য বিভাগে ব্রাহ্মসাধারণ এবং ধর্ম্মপ্রচারার্থ অর্থ ও দান। এই অভিপ্রায়ে তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন ঃ—

১। যেহেতু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্ট সম্পত্তির ট্রষ্টীগণ তাঁহাদিগের নিজ হস্তে উক্ত সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসাধারণকে তাহার শাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব এই সভার মতে ইহা একান্ত অভিলষণীয় যে, সমাজের দাতা ও সভ্যগণ সমবেত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ যে দান প্রদত্ত হয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে ব্যয় হইবার জন্য নিয়ম এবং সভার সহব্যবস্থান স্থির করেন।

এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে এই বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, সমাজ-গৃহ এবং সমাজ বা ব্রাহ্মমণ্ডলীকে এক বলিয়া গ্রহণ করা, এবং ব্রাহ্মসাধারণের অধিকার ও মতামত উপেক্ষা করিয়া সমাজের সমুদয় কার্য্যের শাসন সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করা, ট্রষ্টীগণের উচিত হইয়াছে কি না?

শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন তখন উপস্থিত সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মসমাজ বলিতে কোন একটী গৃহ না বুঝিয়া, তাঁহারা কি এমন একটী মণ্ডলী বুঝেন, তাঁহারা যাহার সভ্য? সুতরাং তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সম্পূর্ণ ভার তাঁহাদিগেরই উপর?

সকলে তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রশ্নের উত্তর দান করিলে তিনি বলিলেন, তবে আর বৃথা বাগ্বিতণ্ডা না করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে সমাজের কল্যাণ হয় সকলে তাহারই উপায় চিন্তা করুন। ট্রষ্টীগণ ট্রষ্টসম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করুন; তাঁহারা ভ্রাতৃভাবে মিলিত

হইয়া স্বাধীনভাবে ভবিষ্যতে যাহাতে কার্য্য করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করুন।

শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেনের উত্থাপিত প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইলে, সত্তর জন এই নির্দ্ধারণ অনুসারে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আপনা-দিগের নাম অর্পণ করেন, অবশেষে নিম্ন লিখিত নির্দ্ধারণগুলি যথা নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়।

২। যে সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি গৃহীত হইবে তাহাদিগের প্রত্যেককে বার্ষিক অন্যূন ছয় টাকা করিয়া এই সভায় দান করিতে হইবে।

৩। যাঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে অভিলাষ করেন তাঁহারা সম্পাদকের নিকটে তদ্বিষয়ে আবেদন প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা বৎসরে অন্যূন এক টাকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দান করিবেন তাঁহারা সভ্য হইতে পারিবেন।

৪। প্রতিনিধি সভার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ জন অধ্যক্ষ এবং একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

৫। প্রত্যেক বৎসরের বৈশাখ মাসে একটী সাধারণ সভা হইবে, যাহাতে আগামী বর্ষের জন্য অধিকাংশের মতে কর্ম্মচারী নিয়োগ হইবে।

৬। যখন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে অধ্যক্ষগণের মতানু-সারে সম্পাদক প্রকাশ্য পত্রিকায় বিশেষ সভা আহ্বানের জন্য বিজ্ঞাপন দিবেন।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের জন্য অধ্যক্ষগণ উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন।

৮। আগামী বর্ষের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন।

শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাথ দত্ত, বি এ, বি এল্।
শ্রীযুক্ত বাবু (পাথুরিয়া ঘাটার) দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী।
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাথ দত্ত বলিলেন, সভার কার্য্যের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং সভ্যাগণের স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার জন্য সভা স্থাপনও তিনি সমুচিত মনে করেন; কিন্তু তিনি এ কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছেন না যে, সমাজ ট্রষ্টীগণের নিকটে কত ঋণী এবং শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পরিশ্রম অধ্যবসায় উৎসাহ ব্যতিরেকে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা কখনই লাভ করিতে পারিত না।

এ কথার উত্তর এই প্রদত্ত হয় যে, ট্রষ্টীগণ কেবল সম্পত্তিরক্ষক, তাঁহাদিগের নিকটে সমাজ কোন বিষয়ে ঋণী নহেন। প্রধানাচার্য্যকে সকল ব্রাহ্মই ধন্যবাদ অর্পণ করিবেন, এবং সমাজের কল্যাণার্থ তাঁহার নিঃস্বার্থ যত্ন ও অধ্যবসায়ের জন্য সকলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাথ দত্ত ট্রষ্টী এবং প্রধানাচার্য্য এ উভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। ট্রষ্টী রাজবিধি

অনুসারে নিযুক্ত লোক, আচার্য্য ধর্ম্মোপদেষ্টা। এ সভা ট্রষ্টীগণের আধিপত্য অস্বীকার করিলেও আচার্য্যের প্রতি কোন প্রকারে বাধ্যতা অস্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই বলিয়া কার্য্যে দোষারোপ করিলেন যে, তিনি মনে করেন, এই সভায় অনেক জ্ঞানী ব্রাহ্ম উপযুক্তরূপ বিজ্ঞাপন না পাইয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই, অতএব তিনি এই প্রস্তাব করেন যে,—

যেহেতু ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিগণের অনেকে উপস্থিত না হওয়াতে বর্ত্তমান সভা অপূর্ণ; অতএব শ্রীযুক্ত প্রধানাচার্য্যকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি উপযুক্ত মতে বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহ্বান করেন।

এই প্রস্তাব পোষকতানন্তর অধিকাংশের প্রতিরোধ জন্য নির্দ্ধারণে পরিণত হইল না। বর্ত্তমান সভার উপযুক্ত মত প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া যখন সমুদয় সভ্যকে আহ্বান করা হইয়াছে, তখন কয়েকজন জ্ঞানী প্রাচীন ব্রাহ্ম উপস্থিত হন নাই বলিয়া সভার কার্য্য অস্বীকার করা যাইতে পারে না, অনেকে সভাস্থলে এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে এইরূপ বলেন,—"বিরোধের সময় হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উল্লিখিত হইয়াছে, সভায় বিতর্ককালে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত। তবে তিনি এ সকলের জন্য প্রস্তুত আছেন। তিনি সভাকে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহার যে কোন ন্যূনতা থাকুক, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের সেবা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তিনি যে অবস্থায় অবস্থাপিত, তাহাতে তাঁহার ভূতকালের পরিশ্রম সম্পর্কে বিবেকের অনুমোদনই যথেষ্ট পুরস্কার।" অনন্তর তিনি সভাকে

অবগত করিলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়া সমাজের আচার্য্য ও সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন তিনি সামান্য প্রচারকের ব্রতে আপনার জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। এতদ্দ্বারা তিনি আপনার যাহা যথার্থ কার্য্য মনে করেন, তাহা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের বিনীত ভৃত্য হইয়া স্বাধীন ভাবে পরিশ্রম করিবেন। যেরূপ অনুপযুক্ত কেন তিনি হউন না, দেশের কল্যাণের জন্য তিনি যে পরিশ্রমে নিযুক্ত হইবেন, কৃপাময় ঈশ্বর সে পরিশ্রম আশীর্যুক্ত করিবেন, এবং সত্যের পক্ষ সমর্থনার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে তাঁহার সহায় হইবেন।

প্রতিনিধি সভা।

চতুর্থ অধিবেশন।

রবিবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৭৮৭ শক ; ৭ই মে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য অপরাহ্নে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ প্রতিনিধি সভার চতুর্থ অধিবেশন হয়। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সভাকে স্থান দানে অসম্মত হওয়াতে কলিকাতা কলেজের তৃতীয়তল গৃহে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উহার কার্য্য বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির পদে বৃত হইলেন।

সভার ত্রয়োদশ নিয়মানুসারে [অর্থাৎ এক সভায় যে প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, তাহা পর সভায় বিচারিত ও ধার্য্য হইবে] পূর্ব্ব-সভার প্রস্তাব সকল বিচারিত ও ধার্য্য হইবার পূর্ব্বে, সম্পাদক যে যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিনিধি-সভায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও বার্ষিক দানের সংখ্যা সভ্যদিগকে অবগত করিলেন যথা :—

১।	ভাগলপুর	ব্রাহ্মসমাজ	বার্ষিক	২৪৲
২।	কোন্নগর	”	”	৩৬৲
৩।	ফরিদপুর	”	”	৪০৲
৪।	মেদিনীপুর	”	”	৮৲
৫।	কৃষ্ণনগর	”	”	১২৲
৬।	শান্তিপুর	”	”	১২৲
৭।	নড়াইল	”	”	১২৲
৮।	কটক	”	”	২৪৲
৯।	লাহোর	”	”	২৪৲
১০।	ভাণ্ডারা	”	”	২৪৲
১১।	সেরপুর	”	”	৬৲
১২।	ময়মনসিংহ	”	”	৪৮৲
১৩।	বৈদ্যবাটী	”	”	৬৲
১৪।	ত্রিপুরা	”	”	৪৮৲
১৫।	ঢাকা	”	”	২২৬৲
			সর্ব্বশুদ্ধ	৫৫০৲

এতদ্ব্যতীত আর চারিটী ব্রাহ্মসমাজ দান করিতে স্বীকৃত আছেন, কিন্তু অর্থ সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন নাই।

তদনন্তর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ধার্য্য হইল।

১। পূর্ব্বসভার প্রস্তাব,—যে সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি গৃহীত হইবে, তাহাদিগের প্রত্যেককে বার্ষিক অন্যূন ছয় টাকা করিয়া, এই সভায় দান করিতে হইবে।

বিচারের পরে প্রস্তাব রহিত হইল।

২। ঐ সভার প্রস্তাব,—প্রতিনিধি সভার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পাঁচজন অধ্যক্ষ এবং একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়।

বিচারের পর অধ্যক্ষ সভা বিশেষ আবশ্যক বোধ হইল না, এবং ধার্য্য হইল যে, সভ্যগণের মতানুসারে সম্পাদক ও তাঁহার সহকারী সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৩। ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি সভার সম্বন্ধ এই, সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক প্রতিনিধি সভার প্রচারক বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রচারের কার্য্য-বিবরণ প্রতি বর্ষে এই সভায় প্রেরণ করিবেন।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ যে কোন ব্রাহ্মসমাজ যাহা কিছু দান করিবেন, তাহা প্রতিনিধি সভায় জমা হইবে এবং ঐ টাকা প্রচারক-দিগের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে।

তদনন্তর বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

বৈশাখ মাসের সাধারণ সাম্বৎসরিক সভা।

রবিবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৭৮৭ শক ; ৭ই মে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকার সময় "কলিকাতা কলেজ" গৃহে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের বৈশাখ মাসীয় সাধারণ সাম্বৎসরিক সভা হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গত চারি মাসের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয় বিবরণ পাঠ করিলেন। কার্য্য বিবরণের কোন কোন অংশে আপত্তি উত্থাপিত হইলে তাহা পরিবর্ত্তিত হইল। অতঃপর প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার প্রচারের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচার বিবরণও ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে পঠিত হইল। তদনন্তর আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে অধ্যক্ষ করিবার প্রস্তাব হইল, কিন্তু তিনি কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ উক্ত কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়াতে প্রস্তাব রহিত হইল। পরে পূর্ব্ব বৎসরের কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদিগের গত বর্ষের কার্য্য জন্য সকলে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাদিগের উপরেই আগামী বর্ষের কার্য্যভার প্রদান করা হইল।

সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আগামী বর্ষে আরও অধিক যত্নের সহিত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন "এ বৎসর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, যাহাতে আগামী বর্ষে সংখ্যা বৃদ্ধি

হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই মনোযোগী হইবেন। পরে তিনি প্রচারকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগের হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্নের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের চরিত্রগত দোষ থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে। তাঁহারা চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিতে সর্ব্বদাই সযত্ন থাকিবেন। যেন তাঁহাদের চরিত্রে কেহ কণামাত্রও দোষ দেখিতে না পায়। আমি এখনও বলিতে পারি না তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহারা আরও ত্যাগস্বীকার করুন।" পরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে কহিলেন, তাঁহারা যেন কখন বিস্মৃত না হন যে, তাঁহারা প্রচারকদিগের নিকট কর্ত্তব্য-ঋণে আবদ্ধ। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য শরীর মন প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারেরা যদি অন্নাভাবে ক্লেশ পান তাহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর নাই। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মেরা প্রাণপণে তাঁহাদিগের অভাব সকল মোচন করিতে চেষ্টা করুন।

অতঃপর ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি নিমিত্ত সভাপতি মহাশয়ের নিঃস্বার্থ যত্ন ও প্রাণপণ পরিশ্রমের জন্য সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন, এবং রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

প্রতিনিধি সভা।

পঞ্চম অধিবেশন।

রবিবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৭৮৭ শক; ৩০শে জুলাই, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, গত সভার কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল। তদনন্তর পূর্ব্বসভার

প্রস্তাবানুসারে (অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ প্রতিবর্ষে এই সভায় প্রেরণ করিবেন) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচারকার্য্য বিবরণ যাহা আগত হইয়াছিল, তাহা পঠিত হইল। এই কার্য্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া অনেকেই প্রীত হইলেন এবং প্রচারক মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা সূচক পত্র প্রেরণ করিবার প্রস্তাব হইলে তাহা ধার্য্য হইল। পরে, বাগআঁচড়ার ব্রাহ্মদিগের উন্নতি বিধান বিষয়ে কথা উত্থাপন হইলে স্থির হইল যে, উক্ত গ্রামে প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের যত্নে যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, তাহার রক্ষার জন্য প্রতিনিধি সভা তথায় প্রতি মাসে দশ টাকা প্রেরণ করেন। পরিশেষে নীচের লিখিত প্রস্তাবটী নিরূপিত হইল।

প্রস্তাব।—প্রতিনিধি-সভা সকল ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন এবং তজ্জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে কতিপয় প্রশ্ন প্রেরিত হয়।

পরে প্রায় সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার পর সভা ভঙ্গ হইল।

প্রতিনিধি সভা হইতে ব্রাহ্মসমাজ সকলে যে পত্র ও প্রশ্ন সমস্ত প্রেরিত হয় তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক মহাশয়গণ সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

কলিকাতা ও বিদেশস্থ সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ করিয়া প্রচার করা কর্ত্তব্য বিবেচনায়, সাধারণ প্রতিনিধি সভাতে ধার্য্য হইয়াছে যে, সম্পাদক উল্লিখিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহপূর্ব্বক

পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া, আগামী কার্ত্তিক মাসে উক্ত সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন দিবসে সভ্যদিগের হস্তে অর্পণ করিবেন। অতএব প্রার্থনা এই যে, আপনারা নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া ১০ই আশ্বিনের পূর্ব্বে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

সাধারণ প্রতিনিধি সভা,
১০ই ভাদ্র ১৭৮৭ শক। } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

১। সংস্থাপকের নাম।

২। সংস্থাপনের দিবস।

৩। উপাসনার স্বতন্ত্র গৃহ আছে কি না ?

৪। উপাসনার সময় ও দিবস।

৫। সভ্যসংখ্যা এবং উপাসনাকালে কতগুলি লোক উপস্থিত হন।

৬। সম্পাদকের নাম।

৭। প্রতিনিধির নাম।

৮। প্রচারের জন্য প্রতিনিধি সভাকে দান।

৯। সমাজ কর্ত্তৃক কোন প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন কি না ? তাঁহার নাম, নিয়োগের দিবস ও সংক্ষেপ প্রচার বৃত্তান্ত।

১০। সমাজ সংক্রান্ত যদি কোন ব্রহ্মবিদ্যালয় থাকে তাহার নিয়মাদি, ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষাপ্রণালী ও উপদেষ্টাদিগের নাম।

১১। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক যে যে পুস্তক বা পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে তাহার তালিকা ও তৎপ্রণেতাদিগের নাম।

১২। প্রচার উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা হইয়াছে কি না ? বক্তাদিগের নাম ও বক্তৃতার বিষয়।

১৩। সমাজ সম্বন্ধে বালক অথবা বালিকাদিগের জ্ঞানোন্নতি জন্য কোন বিদ্যালয় আছে কি না? তাহার নিয়মাদি ও ছাত্র অথবা ছাত্রী সংখ্যা।

১৪। চরিত্র শুদ্ধি বা ধর্ম্মজ্ঞান লাভের জন্য সমাজ সংক্রান্ত কোন সভা আছে কি না? তাহার নাম ও নিয়মাদি।

১৫। দেশীয় কুপ্রথা-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছে কি না?

প্রতিনিধি সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

শুক্রবার, ৫ই কার্ত্তিক, ১৭৮৭ শক; ২০শে অক্টোবর, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য ইহার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর সম্পাদক পূর্ব্বসভার ও গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ উপস্থিত সভাদিগকে অবগত করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সমূহে যে সকল প্রশ্ন প্রেরিত হইয়াছিল যথা সময়ে তাহার উত্তর আগত না হওয়ায়, সম্পাদক পূর্ব্বসভার নির্দ্ধারণানুসারে কলিকাতা ও বিদেশস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকলের সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ করিয়া, সভ্যদিগের হস্তে এ সভায় অর্পণ বিষয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। পরে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতে উত্তর আসিয়াছিল তাহার একটী সারসংগ্রহ পঠিত হইল। তদনন্তর পূর্ব্ব-বর্ষে কতদূর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে তাহাও আলোচিত হইল, কিন্তু প্রচারকোষে অর্থাভাব বশতঃ এবং প্রচারকদিগের পীড়ার জন্য প্রচার কার্য্যের একটী শৃঙ্খলা ও নিয়মাদি স্থিরীকৃত না হওয়াতে, ততদূর ফল লাভ হয় নাই।

আগামী বর্ষে প্রচারকার্য্যের শৃঙ্খলার জন্য প্রস্তাব হইলে, প্রচারকদিগের প্রচারবিভাগ স্থিরীকৃত হইল। কলিকাতা মেদিনীপুর, পূর্ব্ববাঙ্গালা ও যশোহর এই চারি ভাগে প্রচার কার্য্য বিভক্ত হইল।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাব করিলেন যে, সাংসারিক প্রণালীতে ধর্ম্ম প্রচারের ভাব আমাদের অনেকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। ধর্ম্ম প্রচারের প্রথমাবস্থায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুরাগ ও ত্যাগ স্বীকারের ভাব না থাকিয়া, যদি সাংসারিক ভাব সঞ্চার হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের মূলেই দোষ রহিল। অর্থাদি দ্বারা জগতে প্রথমাবস্থায় কোন ধর্ম্মই প্রচার হয় নাই। আমাদের এইক্ষণ হইতেই সাবধান হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা সমূহ বিপদের আশঙ্কা দৃষ্ট হইতেছে। অতএব যাহাতে আমাদের প্রচারকদিগের মনে বৈষয়িক ভাব বা অধীনতার ভাব সঞ্চার না হয়, তাহার বিহিত উপায় অবলম্বন করা আশুই বিধেয় হইতেছে। প্রচারকগণ অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের সহিত সাংসারিক অবস্থার প্রতিকূলে প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন আমরা যেন তাঁহাদের সাংসারিক ভাব উৎপাদন এবং তাঁহাদিগকে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ না করি। তাঁহারা প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করুন, এবং আমরা যেন গুরুতর কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাঁহাদের পরিবারের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করি; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বেতন দিয়া তাঁহাদিগকে সংসারসূত্রে আবদ্ধ করা অনুচিত। বেতন শব্দ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারসীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রচারকেরা অবিভাজিত চিত্তে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাকুন, এবং প্রতিনিধি সভা তাঁহাদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন।

এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, সাংসারিক ভাবে ইহার মীমাংসা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ শব্দের উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইল। প্রায় সকলেই সংজ্ঞা লইয়া নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন কহিলেন, সংজ্ঞা লইয়া আমাদের কোন আপত্তি নাই, অর্থ গ্রহণ করাতেই যে পাপ তাহাও নহে, কিন্তু এক্ষণে ভাব লইয়া আন্দোলন হইতেছে। প্রচারকেরা যদি মনে করেন যে, অর্থ সাহায্য পাইতেছেন বলিয়া, তাঁহারা প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঐ সাহায্য না পাইলেই তাঁহারা ও কার্য্য বন্ধ করিবেন—পক্ষান্তরে ভ্রাতৃগণ যদি জ্ঞান করেন যে, প্রচারকেরা তাঁহাদের অর্থ গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাদের অধীন, তাহা হইলেই বন্ধুভাব ও কার্য্য নিষ্ফল হইবে। প্রচারকেরা নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া কার্য্য করিবেন, ফল সেই ফলদাতার হস্তে। এক্ষণে আমার প্রার্থনা প্রতিনিধি সভা তাঁহাদের পরিবারের পালন ভার গ্রহণ করুন। বস্তুতঃ সাধারণ লোকে ধর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে অক্ষম প্রযুক্ত এবং প্রচারকদিগের আত্মার উন্নত বিশুদ্ধ মহান্ লক্ষ্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হেতু, প্রচার কার্য্য সামান্য বিষয়-কার্য্যের ন্যায় জগতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই গুরুতর দোষ বশতঃ প্রচাররাজ্যে অপ্রশস্ত বৈষয়িক ভাব প্রবিষ্ট হওয়াতে, তাহার মূল অংশকে একেবারে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। এইজন্য অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্য নিতান্ত সাংসারিক কার্য্যের ন্যায় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। প্রচারকেরাও সাংসারিক সুখ ও

অর্থলিপ্সায় দিন দিন নিমগ্ন হইয়া, আপনার উচ্চ লক্ষ্য ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে থাকেন, অবশেষে তাঁহারা প্রচার-কার্য্য সামান্য বিষয়-কার্য্য মনে করিয়া তাহা সম্পন্ন করেন। তখন তাঁহারা মনুষ্যের অনুরোধে বিশুদ্ধ জ্ঞানধর্ম্ম, বুদ্ধি ও বিবেককে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন না। আপনার মহত্ব ও স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ক্ষুদ্রতা ও অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। বিষয়ঘটিত-সুখ, বিষয়ঘটিত-মানমর্য্যাদা মনুষ্যকে অনেক সময়ে দুর্ব্বলতায় নিক্ষেপ করে। প্রচারদিগের ঐ সুখ ও মান মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলেই তাঁহারা যে ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া সাংসারিক ভাবে পরিণত হইতে পারেন, তাহারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার মহৎ, স্বাধীন ও আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ, তখন প্রচারকদিগের মনে অপ্রশস্ত নীচ অধীন ও বৈষয়িক ভাব প্রবিষ্ট হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভয়ানক দুরবস্থা হইবেই হইবে। প্রচারকেরা ঈশ্বরের দাস, তাঁহারা মনুষ্য বা সমাজের দাস নহেন। তাঁহারা ঈশ্বরের হস্তে স্বীয় জীবন সমর্পণ করিয়া, প্রচারক্ষেত্র তাঁহাদের জীবনের মধ্যবিন্দু জানিয়া, হৃদয় মন আত্মা কেবল সেই কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। অতএব শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করা যেরূপ—ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়া প্রচার করাও সেইরূপ—যেন কেহ এরূপ মনে না করেন। প্রচারের গুরু ভাব কাহারও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া, যেন ক্ষুদ্র সাংসারিক ভাব প্রবেশ না করে এবং প্রচারকদিগকে যেন বৈষয়িক ভাবে গণনা করা না হয়।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।

রবিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৮৮ শক; ২২শে এপ্রেল, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা হইতে সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেন। পরে পূর্ব্ববৎসরের কার্য্য বিবরণ উপলক্ষে সম্পাদক এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় কার্য্য কতদূর পূর্ব্ববৎসরে সম্পন্ন হইয়াছে এবং আগামী বর্ষে তাহা কিরূপে সম্পন্ন হইবে এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য অদ্যকার সভা। গত বর্ষের কার্য্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, প্রথমতঃ আয় ব্যয়, দ্বিতীয়তঃ স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ, তৃতীয়তঃ পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও প্রকটন, চতুর্থতঃ ব্রাহ্মিকা সমাজ ও স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন, পঞ্চমতঃ প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালকদিগকে উপদেশ প্রদান।

১। আয় ব্যয়। সভ্য সংখ্যা সম্বর্দ্ধন বিষয়ে বিগত সাধারণ সভায় যে অভিলাষ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা এ বর্ষে তাহার সম্যক্ ফল লাভ করিয়াছি। গত বৎসর বৈশাখ মাসে সভ্য সংখ্যা ৫০ জন ছিল, বর্ত্তমান বৈশাখে তাহা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়া ৯৮ জনে পরিণত হইয়াছে। গত বর্ষে যাঁহারা সভ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থান নিবাসী। এ বৎসরে যাঁহারা সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন তাঁহারা বিবিধ স্থানে বাস করেন। পূর্ব্ব দিকে ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অবধি পশ্চিম

দিকে পঞ্জাব পর্য্যন্ত, উত্তর দিকে বরেলী অবধি দক্ষিণ দিকে মৈসুর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের চতুঃসীমা হইতে আমাদিগের সভ্যশ্রেণী সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। এতন্নিবন্ধন ঈশ্বর প্রসাদে আমাদিগের আয়েরও অনেক উন্নতি দৃষ্ট হইবে। গত বৎসরে পৌষ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত চারি মাসে আয় ৪৭৯।৷০ মাত্র ছিল। এ বৎসর বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত, ২০১১৷৷৫ অর্থাৎ পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এ বৎসরের আয় প্রায় দেড়গুণ অধিক হইয়াছে। আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশেরই সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল নহে। পরিবারের ভরণ পোষণ ও রোগের সময় ঔষধ ক্রয় করিবারও সকলের সামর্থ্য নাই। এবম্প্রকার সাংসারিক অনাটন সত্ত্বেও যে তাঁহারা প্রচার কার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত এত প্রচুর সাহায্য করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমাদিগের উৎসাহ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিঃস্ব লোকদিগের অর্থ আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, আমরা আপনাদিগের সুখাসুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, প্রাণপণে ক্রমাগত তাঁহার ইচ্ছার অনুগমন করি, তাঁহার সত্য প্রচার করি।

২। স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ। এই দেশের নানা স্থানে প্রচারক প্রেরণ প্রচার কার্য্যের একটী সর্ব্বপ্রধান উপায় স্বীকার করিতে হইবে। আহ্লাদের বিষয় এই যে, গত বর্ষে আমরা এই কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন কি অকৃতকার্য্য হই নাই। আমাদিগের প্রচারক সংখ্যা সাত জন ঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিবিধ উপায়ে কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া, বিগত কার্ত্তিক মাসে ঢাকা অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন, ফরিদপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ ইত্যাদি স্থানে তাঁহার দ্বারা বহু উপকার সংসাধিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচার বৃত্তান্ত গত বারের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার পুনরালোচনা আবশ্যক বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত মহাশয় এক্ষণে প্রচার করিবার মানসে বাহিরে গমন করিয়াছেন। গত বর্ষের অধিকাংশ কাল তিনি প্রচার কার্য্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া সকল বিষয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত পীড়িত; এই পীড়িত শরীরে তিনি কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে, সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বসু যশোহর ও নড়াল অঞ্চলে প্রচার মানসে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা তাবৎ স্থানে প্রভূত উপকার সাধন হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া একটী উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া অন্যূন চারি মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। রোগের কিঞ্চিৎ সমতা হইলেই, তিনি প্রচার কার্য্যালয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ ও কলিকাতা কলেজস্থ বালকদিগকে

শিক্ষা দিবার জন্য, সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি অদ্যাপিও রোগ মুক্ত হন নাই, তাঁহার সেই অপ্রতিবিধেয় রোগের হস্ত হইতে বোধ হয় কখনই তিনি নিস্তার পাইবেন না। তিনি আর গৃহে ও কলিকাতায় অবরুদ্ধ না হইয়া কঠোর রোগ লইয়া বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার মানসে গমন করিয়াছেন; ভাগলপুর, পাটনা, বারাণসী প্রভৃতি স্থান আপাততঃ তাঁহার প্রচারক্ষেত্র হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের সচ্চরিত্র, স্বর্গীয় উৎসাহ, পবিত্র বৈরাগ্য ও প্রবল নিঃস্বার্থ ভাব দেখিলে আশাতে আত্মা পূর্ণ হয়; তাঁহা দ্বারা যে এই হতভাগ্য দেশের মঙ্গল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা সম্পাদন কার্য্য যথা সাধ্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারও শরীর ভয়ানক রুগ্ন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা যেরূপ, শারীরিক অবস্থাও সেইরূপ; কত সময় তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জীবনাশা পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বহু কষ্ট অত্যাচার সহ্য করিয়া যে, সামান্য বিষয় কার্য্য দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেছিলেন সম্প্রতি তৎসমুদয় পরিত্যাগ করত প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রচার কার্য্যালয়ের ও কলিকাতা কলেজে শিক্ষা প্রদানের ভার এক্ষণে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গুপ্ত মহাশয় গত বর্ষে নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বৎসর ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উক্ত স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন। ঢাকা হইতে তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থানে প্রচার

করিয়াছেন এবং বাগ্‌আঁচড়া, যশোহর ভ্রমণ করিয়া রামপুর বোয়ালিয়া হইয়া বগুড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। সপ্তজন প্রচারকের গত বর্ষের এই সংক্ষেপ কার্য্য বিবরণ প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতিরেকে শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু, বসন্ত কুমার দত্ত ও অপর কেহ কেহ কলিকাতা ও অপর কোন কোন স্থানে প্রচার কার্য্যে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিও আমাদিগের ধন্যবাদ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত রুগ্ন শরীর ও সাংসারিক দুর্দ্দশাপন্ন। কিন্তু যতই তাঁহাদিগের দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতেছে ততই ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে।

৩। পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও প্রকটন।—গত বৎসরে প্রচার কার্য্যালয় হইতে চারিখানি পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে দুইখানি পুস্তক ইংরাজী ভাষায় এবং দুইখানি বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত। পুস্তকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

ইংরাজী	বাঙ্গালা
An Appeal to Young India.	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।
True Faith.	বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এতদ্ব্যতিরেকে ইণ্ডিয়ান মিরর সংবাদ পত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রচার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এস্থলে ইণ্ডিয়ান মিরর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র আমাদিগের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অনেক বিষয়ে সাধারণে আমাদিগের অভিপ্রায় জানিতে উৎসুক, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলে আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

ইণ্ডিয়ান মিরর সংবাদ পত্র দ্বারা কতদূর সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সাধারণে বিবেচনা করিবেন। যদি প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য একখানি সংবাদ পত্র প্রয়োজন হয়, এবং ইণ্ডিয়ান মিরর পত্র দ্বারা যদি সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে ইণ্ডিয়ান মিররকে প্রচার-কার্য্যলয়ের অন্তর্গত করা উচিত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে উক্ত পত্রিকা কোন একজন প্রচারকের ব্যয়ে চলিতেছে। আমার মতে সাধারণের কার্য্যের জন্য একজনকে দায়ী করা উচিত নহে। অতএব আমার প্রস্তাব যে ইণ্ডিয়ান মিরর সংবাদ পত্রের আয় ব্যয়ের ভার অদ্যাবধি প্রচার-কার্য্যালয় গ্রহণ করেন।

৪। ব্রাহ্মিকাসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন।—গত বর্ষের কার্য্য মধ্যে এই একটী কার্য্য সর্ব্ব প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এতদিন পর্য্যন্ত দেশোন্নতির যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি প্রায় লক্ষিত হয় না। উপাসনামন্দির স্থাপন, কি ব্রহ্মবিদ্যালয়, কি সঙ্গত, স্ত্রীলোকদিগের জন্য এতন্মধ্যে কিছুই সংস্থাপিত হয় নাই। যে দেশে স্ত্রীলোকদিগের অনুন্নতি সে দেশের কখন মঙ্গল নাই, যেখানে স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা, দাসীত্ব, অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার, সেখানে অমঙ্গল, অধঃপতন শীঘ্র ঘটিয়া থাকে। এ দেশের কল্যাণ সাধন করা যদি ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহারা এক্ষণে যেরূপ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন, এরূপ আর থাকিতে পারিবেন না। স্ত্রীলোকদিগের এই দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য গত বর্ষে ব্রাহ্মিকাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে কতকগুলি ব্রাহ্মিকা একত্র হইয়া উপাসনা করেন এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট

হইতে উপদেশ শ্রবণ করেন। কোন একটী ভদ্র-বংশীয়া ইউরোপীয় মহিলা এখানে শিক্ষা কার্য্যে ভূগোল, অঙ্কবিদ্যা ও শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মিকাসমাজ এক্ষণে যে প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে, তাহা যদি আপনাদিগের সকলের উত্তম বোধ না হয়, তবে ভিন্ন প্রণালীতে আর একটী ব্রাহ্মিকাসমাজ সংস্থাপন করুন; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গল বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা কেবল আমাদিগের শারীরিক সুখের নিমিত্ত নির্ম্মিত হন নাই, দাসীত্ব করিবার জন্যও জন্মগ্রহণ করেন নাই, যে জন্য পরম পিতা তাঁহাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়। তৎপ্রতি যেন কোন ব্যাঘাত প্রদত্ত না হয়, কারণ সেরূপ ব্যাঘাত দেওয়া ঘোর পাপ।

৫। সাধারণ বিদ্যালয়ে উপদেশ দ্বারা জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বালকদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবেশ না করিলে, অনেক অপকারের সম্ভাবনা। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই জ্ঞানশিক্ষা প্রণালীর দিকে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। এইজন্য লক্ষিত হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে যে যে ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, সকলেরই নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয় আছে, যেখানে বালকদিগকে সাধু উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অসত্য হইতে সত্যের দিকে আনিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। যাহারা এক্ষণে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে, কতকদিন পরে তাহারাই পরিবার ও দেশোন্নতির ভার গ্রহণ করিবে। তাহাদিগের হৃদয় এখনও কোমল আছে, তাহাদিগকে উপদেশ দান বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। এইজন্যই প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে কলিকাতা কলেজে শিক্ষা দানে সযত্ন হইয়াছেন। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিররের ন্যায় এই কলিকাতা কলেজেরও ভার একজন প্রচারকের হস্তে আছে।

প্রচার-কার্য্যের জন্য যদি একটী বিদ্যালয় আপনাদিগের আবশ্যক বোধ হয়, বালকদিগকে শিক্ষা ও উপদেশ দান, এবং সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর্ত্তব্য হয়, এবং কলিকাতা কলেজের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কতক সিদ্ধ হইয়াছে, ও হইতে পারে এরূপ বিশ্বাস হয়, তবে উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য একজন প্রচারকের শোণিত শোষণ না করিয়া উহার আয় ব্যয় আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করুন।

উপসংহার কালে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া স্বীকার করা উচিত যে, বিগত বর্ষে আমাদিগের যতদূর সাধ্য ততদূর প্রচার কার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার প্রসাদে দৃঢ়তর চেষ্টা হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের অন্তরে অধিকতর উৎসাহ, নির্ভর, দৃঢ়তা ও পবিত্রতা প্রেরণ করুন।

তদনন্তর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ধার্য্য হইল ;—

১। অধ্যক্ষসভা রহিত করিয়া একজন তত্ত্বাবধায়ক, একজন সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদকের উপর সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন ;—

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন	তত্ত্বাবধায়ক।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	সহকারী সম্প্রাদক।

৩। সম্পাদক স্বীয় কার্য্য বিবরণে যে যে প্রচারকের নাম উল্লেখ করিলেন তাঁহারাই এই সভার প্রচারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪। প্রচারকদিগের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে এ সভার কোন কর্ত্তৃত্ব রহিল না, তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেন,

কেবল চরিত্রে কোন দোষ দৃষ্ট হইলে, তাঁহাদিগকে এ সভার প্রচারক বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

৫। প্রচারকগণ স্ব স্ব কার্য্য বিবরণ প্রতি বর্ষে এই সভায় প্রেরণ করিবেন।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মিকাসমাজের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক হইলেন।

৮। ইণ্ডিয়ান মিরর নামক ইংরাজী সম্বাদ পত্রের আয় ব্যয় এই সভা হইতে নির্ব্বাহ হইবে।

৯। কৃতবিদ্য যুবকদের ধর্ম্মালোচনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা সম্পাদনে আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম এবং নিপুণতার জন্য ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ করিয়া, রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন।

রবিবার, ২৬শে কার্ত্তিক, ১৭৮৮ শক; ১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য একশত বিংশতি জন ব্রাহ্ম আবেদন করেন। এই আবেদন অনুসারে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ, ১লা নবেম্বরের মিররে এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীকে নূতন

সংগঠন করিবার জন্য ১৫ই নবেম্বর, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ৩০০ সংখ্যক চিৎপুর রোড প্রচারভবনে সভা হইবে। রবিবার ভিন্ন সকল ব্রাহ্মের উপস্থিত হইবার সুবিধা হয় না বলিয়া, অদ্য অপরাহ্ণে সভা আহূত হইয়া চিৎপুর রোডের গৃহপ্রাঙ্গনে একটী বৃহৎ পটমণ্ডপের নিম্নে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। দুই শত ব্রাহ্ম উপস্থিত হন। এই সভায় তিন জন ইউরোপীয় দর্শক ছিলেন। সভা আরম্ভের পূর্ব্বে বাবু নবগোপাল মিত্র সভা হইবার পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "এ সভা কে আহ্বান করিল? মেডিকেল কলেজের থিয়েটারে ভারতবর্ষীয় বা পৃথিবীর ব্রাহ্মসমাজ নামে আর কোন একটা সভা কি হইতে পারে না?" সেইজন্য তাঁহার প্রস্তাব যে এ সভায় কোন সভাপতি নিয়োগ না করিয়া, এখনই এমনই ভাবে ভাঙ্গিয়া যাউক যেন কোন সভা আহূত হয় নাই। তাঁহার প্রস্তাব সভায় অর্পিত হইবা মাত্র অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাবু উমানাথ গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনাপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেন। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসিক এবং চীন দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোক সকল পঠিত হইলে, উপস্থিত সভার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া একটী সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করত তিনি সভার কার্য্যারম্ভ করেন।

কেশবচন্দ্র প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন ;—বন্ধুগণ, অতি গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য অদ্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এই কর্ত্তব্যের জন্য আমরা নিজের নিকট, সমাজের নিকট এবং সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী। ব্রাহ্মমণ্ডলীকে একত্র করাই অদ্যকার প্রধান উদ্দেশ্য। এমন প্রেমবন্ধনে ব্রাহ্মদিগকে বাঁধিতে হইবে

যে, তদ্দ্বারা সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই উন্নতি দ্বারাই প্রত্যেক ব্রাহ্মের মঙ্গল এবং সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। এইজন্যই ভগবান অদ্য আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমাদিগকে এই কার্য্যসাধনে সমর্থ করুন। এই প্রকার ভ্রাতৃভাব যে একান্ত বাঞ্ছনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই কার্য্যসাধনের জন্য সাহায্য দান করিতে হস্ত প্রসারণ করিবেন। আমার প্রস্তাবের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা শ্রবণে আপনারা আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইবেন, বা ইহার মীমাংসা করিবার জন্য বাগ্বিতণ্ডা উত্থাপন করিতে হইবে। সমস্ত ব্রাহ্মহৃদয় নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবে স্বতঃ অনুমোদন করিবেন। আমরা কোন নূতন ব্যাপার করিতে যাইতেছি না, ব্রাহ্মসমাজে যে সকল উপাদান আছে, তাহার আকার দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশের চারিদিকে সেই একমাত্র মঙ্গলময়ের পূজা করিবার জন্য বহুসংখ্যক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং শত শত লোক এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। তদ্ভিন্ন আমাদের প্রচারক মহাশয়েরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং সময়ে সময়ে পুস্তক পুস্তিকা সকল প্রকাশিত হইতেছে, এই সমস্ত সমাজ, উপাসক এবং প্রচারকগণকে এক সূত্রে বদ্ধ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ যাহাতে পরস্পরের হিত এবং একতা সাধন করে তজ্জন্য উহাদিগকে প্রণালীবদ্ধ করাই অদ্যকার সভার প্রধান প্রয়োজন। যাঁহারা এক ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এক দেহ হইয়া তাঁহাদের একত্র কার্য্য করা উচিত; এক্ষণকার মত পরস্পরের প্রতি উদাসীন হইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকা কখনই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমাদের

যতদূর সামর্থ্য, আমরা ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে যত্ন করিব। আমরা সেই ভ্রাতৃমণ্ডলী, সেই ঈশ্বরের পরিবার, সেই ঈশ্বরের রাজ্য গঠন করিব, ঈশ্বর যাহার পিতা, ঈশ্বর যাহার নেতা, ঈশ্বর যাহার চিরন্তন রাজা। এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমি প্রস্তাব করিতেছি ;—

"যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিজ মঙ্গলসাধন এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রচারোদ্দেশে তাঁহারা 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে সমাজবদ্ধ হউন।"

বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত অতি সুযুক্তিপূর্ণ সংক্ষেপ বক্তৃতা করিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

প্রস্তাব ধার্য্য হইবার পূর্ব্বেই একজন ব্রাহ্ম একটী লেখা পাঠ করিলেন। তিনি আপনাকে কোন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় না দিয়া বলিলেন, "যখন ব্রাহ্মসমাজের কোন আচার্য্য এখানে উপস্থিত নাই, তখন এ সভা সম্পূর্ণ অবৈধ। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যাদিগের দ্বারা একটী সভা আহ্বান করাইয়া সমাজের ধর্ম্মমত সকল স্থির করা আবশ্যক ; তাহা হইলে যে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া খ্রীষ্ট চৈতন্য মহম্মদ প্রভৃতির কথা সমাজের নামে প্রচার করিতে পারিবেন না।" প্রস্তাবলেখক যাহা বলিলেন, কেশবচন্দ্রের প্রথম বক্তৃতাতেই তাহার সদুত্তর থাকায় এ প্রস্তাব সভায় গ্রাহ্য হইল না। বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়া যাহাতে প্রস্তাবটী গ্রাহ্য হয় তৎপক্ষ সমর্থন করিয়া সভা এবং কেশবচন্দ্রকে অতি রূঢ় ও কদর্য্যভাবে অযথা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র নবগোপাল বাবুর ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিনীতভাবে নবগোপাল বাবুকে এই শুভ অনুষ্ঠানে এ প্রকার ভাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। নবগোপাল বাবু কান্তি বাবুকে উপহাস করিয়া অধিকতর উত্তেজনার সহিত আত্মকথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

বাবু নীলমণি ধর বক্তাকে বলিলেন যে, এ প্রকার বৃথা বাগ্বিতণ্ডা না করিয়া এমন কিছু প্রস্তাব করুন যাহাতে সহজে আপনার মনের ভাব সকলে বুঝিতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যেরা উপস্থিত হন নাই বলিয়া আপনি যে আপত্তি করিতেছেন তাহা অযৌক্তিক। কারণ ইহা প্রকাশ্য সভা, এখানে কাহারও আসিবার বাধা ছিল না, তাঁহারা মনে করিলে অনায়াসে এখানে আসিতে পারিতেন।

নীলমণি বাবুর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বক্তা এই সভা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু এই সভায় নবগোপাল বাবু সর্ব্বাগ্রেই এই প্রস্তাব করিয়া নিরাশ হইয়াছেন; সুতরাং দ্বিতীয়বার আর উহা সভা গ্রহণ করিলেন না। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধার্য্য হইল। একশত বিংশতি জন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি পাঠ করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল ধার্য্য হইল।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুর প্রস্তাবে এবং বাবু প্রসন্নকুমার সেনের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে;—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সাধ্যমত ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন।

বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রস্তাবে এবং বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরীর পোষকতায় ধার্য্য হইল;—যে সকল নর নারী ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে

বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

বাবু হরলাল রায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু হরচন্দ্র মজুমদারের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে ;—বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা হউক।

এই প্রস্তাব উত্থাপন মাত্র বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদের তাৎপর্য্য এই যে, যখন আমাদের ঘরের ভিতর প্রয়োজনীয় সমস্ত সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন কেন আমরা কোরাণ, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি হইতে সত্য ধার করিতে যাইব? যদি ইহা কেবল লোককে দেখাইবার জন্য করা হয় হউক, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে লোক দেখাইবার জন্য কিছু করা উচিত নয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিলে কি আর ক্ষুধা থাকে, না সম্মুখে আহার দেখিলে খাইবার ইচ্ছা হয়? আমরা হিন্দুশাস্ত্র হইতে যখন সত্য লাভ করিয়াছি, তখন অপর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসন্ধানে আর প্রয়োজন নাই।

সভাপতি সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সত্যের জন্য ক্ষুধিত নন, তাঁহারা হস্ত উত্তোলন করুন।

বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়া বলিলেন, তিনি প্রস্তাব শোধন করিতে চান। প্রস্তাবে "যদি প্রয়োজন হয়" এই কথা সংযুক্ত করা হউক।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ উঠিয়া নবগোপাল বাবুর মত খণ্ডনপূর্ব্বক বলিলেন, যদি আমরা অন্য শাস্ত্র দর্শন না করি, তাহা হইলে কিরূপেই বা বুঝিতে পারিব যে, অন্যত্র আমাদের আত্মার জন্য সত্যান্ন আছে

কি না? সুতরাং এই কারণেই অপরাপর শাস্ত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই ভাবে বলিলেন, ভারতবর্ষ বিভিন্নদেশীয় বিভিন্নধর্ম্মী নর নারীর বাসস্থান। এখানে কত প্রকারের ধর্ম্মমত এবং শাস্ত্র সম্মানিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। আমরা সেই সকল শাস্ত্র দর্শন করিলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইব, কারণ তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস ভক্তি বিবৃত আছে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা কেবল মাত্র একদেশদর্শীর ন্যায় একটী ধর্ম্মের শাস্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, তবে আমরা নিজেরাই নিজ আত্মার বিরুদ্ধে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এবং ভারতমাতার বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হইব। সেইজন্য আমরা যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-বদ্ধ হইতেছি, তখন কোন ধর্ম্মকে কোন শাস্ত্রকে বা কোন ব্যক্তিকে আমাদের সমাজের বাহিরে রাখিতে পারি না।

বাবু অমৃতলাল বসুর প্রস্তাবে এবং বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের পোষকতায় ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সমর্থনে ধার্য্য হইল যে, এত দিন কলিকাতা সমাজের প্রধান আচার্য্য ভক্তিভাজন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেরূপ যত্ন, একাগ্রতা ও ধর্ম্মানুরাগ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়।

রাত্রি নয় ঘটিকার পর পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য সভাপতি প্রার্থনা করিয়া, সভা ভঙ্গ করিলেন। অদ্যকার কার্য্যের বিশেষ গাম্ভীর্য্য উপস্থিত সকলের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ঠা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৭৮৯ শক; ২০শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ; অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকার্য্যালয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইবে, নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ও অন্যান্য বিষয় তথায় বিচারিত ও অবধারিত হইবে।

১। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে অভিনন্দনপত্র প্রদান।

২। বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ও বাহুল্যরূপে প্রচার।

৩। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারীনিয়োগ।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত ব্রাহ্মদিগের ধনবিষয়ে সম্বন্ধ-নিরূপণ।

৫। কলিকাতা ও বিদেশস্থ সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ-সংস্থাপনের উপায় অবধারণ।

৬। রাজনিয়মসম্বন্ধে ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা নিরাকরণের উপায় অবধারণ।

৭। ব্রাহ্মবিবাহ সকল লিপিবদ্ধ করিবার ভার কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অর্পণ।

শ্রীউমানাথ গুপ্ত।
সভাপতি।

উক্ত বিজ্ঞাপনানুসারে ৪ঠা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৭৮৯ শক; ৩০০ সংখ্যক চিৎপুর রোডস্থ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকার্য্যালয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। এ দিন ঘোর ঘনঘটায় বৃষ্টি হওয়াতে অনেকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; একশত সংখ্যক মাত্র সভ্য উপস্থিত হন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কানপুর, এলাহাবাদ, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, বাগআঁচড়া এবং বরাহনগর, এই কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি এই সভা উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনান্তে গত অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পোষকতায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতি পদে বৃত হইলেন। সভাপতি সভার কার্য্য আরম্ভ হউক বলিলে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের পোষকতায় প্রস্তাবিত হইল;—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই সমাজের বিগত অধিবেশনে, যে অভিনন্দন পত্র প্রদানের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়, তাহা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৫ই কার্ত্তিক সোমবার তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু।
„ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।	„ গৌরগোবিন্দ রায়।
„ উমানাথ গুপ্ত।	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
„ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।	„ কান্তিচন্দ্র মিত্র।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সিংহ।
" অমৃতলাল বসু। " আনন্দমোহন বসু।

অনন্তর বাবু নবগোপাল মিত্র সভাপতিকে এই অভিনন্দন পত্র দেওয়ার উদ্দেশ্য কি বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন ব্রাহ্মসমাজ এক ঈশ্বরের পূজা করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রশংসা করিবার জন্য নহে। আজ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইতেছে, কে জানে যে, আর একদিন বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং শিবচন্দ্র দেবকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইবে না? যদি এই প্রণালীতে সমাজের কার্য্য চলিতে থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যে পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে। সভাপতি এ কথার উত্তর এই দিলেন যে, যখন গত অধিবেশনে এ সম্বন্ধে বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তখন আর এ অধিবেশনে সে সম্বন্ধে কোন কথা হইতে পারে না। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাহারই ফল। অতএব যদি তাঁহাকে এ সভার সভ্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সমধিক সম্মাননার কারণ হয়। অতএব তিনি প্রস্তাব করিতেছেন ;—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়।

শ্রীযুক্ত নৃপালচন্দ্র মল্লিক প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, এবং সর্ব্বসম্মতিতে উহা ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু বি, এর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল ;—

এই সমাজের বিগত অধিবেশনের চতুর্থ প্রস্তাবানুসারে বিবিধ শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ" নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং যদ্দ্বারা সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছে, তাহাতে আরও অধিক শ্লোক সন্নিবেশ করিয়া দ্বিতীয়বার সংস্করণ করত তাহা বাহুল্যরূপে প্রচার করা হয়।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল যে ;—

এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কখনও সভাপতি থাকিবে না। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার অধিপতি।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সিংহ পোষকতা করিলেন যে ;—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহের ভার একজন সম্পাদক এবং একজন সহকারীর প্রতি অর্পিত হয়। আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত সহকারী সম্পাদক হয়েন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাবের এইরূপ সংশোধন করিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরলাল রায় বি এ, সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হউন। শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত হরলাল রায় পদগ্রহণে অসম্মত হওয়াতে, আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং মফঃসলস্থ

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কি প্রকারে একতা সম্পাদিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছু বলিয়া নিম্নলিখিত উপায়গুলি প্রস্তাব করিলেন ;—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত ভারতবর্ষস্থ সকল ব্রাহ্মসমাজের যোগ স্থাপন জন্য নিম্নলিখিত ছয়টী উপায় অবলম্বিত হয়। যথা ;—

১। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সকল সম্বন্ধে একতা সম্বর্দ্ধন।

২। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ সমূহের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রচারক মহাশয়গণের সেই সেই স্থানে গমন।

৩। সকল ব্রাহ্মসমাজে একটী সাধারণ উপাসনা প্রণালী প্রচলিত করণ।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ প্রচার করণ বিষয়ে কোন সমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলে সাধ্যানুসারে অর্থানুকূল্য করণ।

৫। কোন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকাদি প্রচারিত করিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার এক এক খণ্ড ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন।

৬। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে কোন গুরুতর প্রস্তাব মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে মফঃস্বলস্থ সভ্যগণ তাঁহাদের নিজ নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু বলিলেন, সমুদয় সমাজের জন্য একটী স্থিরতর উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে উপাসকগণের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে। স্বাধীনভাবে উপাসনা করাই প্রকৃত উপাসনা। যদি ভাবানুরূপ উপাসনা না হয়, তাহা হইলে উপাসনা জীবনশূন্য এবং

প্রণালীগত হইবে। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উত্তর দিলেন, তিনি কাহারও স্বাধীনতা প্রতিরুদ্ধ করিতেছেন না। তিনি এমন একটী প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহেন যাহাতে সকলেই যোগ দিতে পারেন। যিনি আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, ঈশ্বরের নিকট তাঁহার ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, কোন প্রণালী না থাকাতে মফঃস্বলে রীতিমত উপাসনা হয় না। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, একটী নিয়মিত প্রণালীর নিতান্ত প্রয়োজন। যদি প্রতি ব্যক্তি আপনার ব্যক্তিগত ভাব উপাসনায় ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে তাহাতে সকলের সন্তুষ্টি হইবার পক্ষে সন্দেহ। ইহাতে অনেকের মনে বিরক্তি উৎপন্ন হইবে। সভাপতি বলিলেন, একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী থাকিবে এবং তন্মধ্যে বিশেষ প্রার্থনার আদর থাকিবে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, স্থানে স্থানে প্রচারকগণের গিয়া অবস্থিতি প্রয়োজন, কেন না তিনি সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমের সমাজ সকল পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, তত্তৎস্থলে একজন প্রচারক দীর্ঘকাল থাকিলে প্রভূত মঙ্গল হয়। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন, উপস্থিত প্রস্তাবগুলির সঙ্গে এ প্রস্তাবটী সংযুক্ত হয়। ইহাতে সভাপতি বলিলেন যে, তিনি একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব করুন। প্রস্তাবক এ সম্বন্ধে সম্মত হওয়াতে পূর্ব্ব প্রস্তাবগুলি নির্দ্ধারণে পরিণত হইল।

অনন্তর শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত পোষকতা করিলেন যে ;—

প্রথম হইতে যে সকল বিবাহ ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে

সম্পন্ন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা সম্পন্ন হইবে, সম্পাদক তৎসমুদয় প্রণালীসহ লিপিবদ্ধ করেন।

ব্রাহ্মবিবাহ কাহাকে বলে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া, পরিশেষে প্রস্তাবটী বিচারার্থ উপস্থিত করা হউক, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এইরূপ বলিলে, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, যে কোন বিবাহ এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই তাঁহার মতে ব্রাহ্ম-বিবাহ। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এই কথায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এ প্রস্তাবটী নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে পরবর্ত্তী প্রস্তাবটী বিবেচিত হউক।

সভাপতি বলিলেন, পরবর্ত্তী প্রস্তাবের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবের কোন সম্বন্ধ নাই। যে সকল বিবাহ হইয়াছে বা হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ মাত্র করা হইবে যে, যে কোন ব্যক্তি উহার সংখ্যা জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম এ, বলিলেন, ব্রাহ্মবিবাহের যে প্রণালী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, দুই বিবাহ বা বহু বিবাহ তদনুসারে হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলিয়া সিদ্ধ কি না? শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উত্তর দিলেন, এরূপ ঘটনা বাস্তবিক হইতে পারে না, কেবল মনে করিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র। কিন্তু এরূপ স্থলে কি হইবে, যেমন প্রাতে ব্রহ্মোপাসনা হইল, আর সায়ংকালে বিবাহ সময়ে পুতুল উপস্থিত করা হইল।

সভাপতি বলিলেন, এরূপ অনেক প্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। এমন কি স্থলবিশেষে বহু বিবাহও যে ঘটিতে না পারে তাহা নহে। মনে কর একজন ব্রাহ্মের প্রথম পত্নী পৌত্তলিক। স্বামী ইংলণ্ডে গেলেন এবং সেখান হইতে আসিবার পর জাত্যন্তর হইলেন। পত্নী তাঁহার নিকটে আসিতে অস্বীকৃত হইলেন, এরূপ

স্থলে যদি তিনি অন্য দারপরিগ্রহ করেন, আর এই বিবাহ যদি ব্রাহ্ম প্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়, উহা ব্রাহ্ম বিবাহ কি না? যখন সমগ্র বিষয়টী বিচারিত হইবে, তখন এ সমুদয় প্রশ্ন বিচারিত হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রস্তাবের সহিত সে সকল কথার কোন সম্বন্ধ নাই ও এ প্রস্তাব কেবল বিবাহগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে বিবাহের প্রণালীটী সংযুক্ত হয় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিস প্রস্তাব করিলেন। নিম্নলিখিত আকারে প্রস্তাবটী নির্দ্ধারিত হইল;—ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে যে সমুদয় বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সম্পাদক তাহার অতিরিক্ত "রেজিষ্ট্রার" নিযুক্ত হয়েন, এবং প্রতি বিবাহ কি প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইল তাহাও তৎসহ লিপিবদ্ধ থাকে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পোষকতা করিলেন;—

ব্রাহ্ম বিবাহ কি? এবং হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে যে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে তাহা ব্রাহ্ম বিবাহে বর্ত্তিতে পারে কি না? যদি না পারে তবে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করিবার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি অর্পিত হয়।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন।
" কেশবচন্দ্র সেন। " দুর্গামোহন দাস।
" ব্রজসুন্দর মিত্র। " গুরুপ্রসাদ সেন।
এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন, "ব্রাহ্মবিবাহ কি?" ইহাও ঐ সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেন, "আইন না হইলে * ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার হইতে পারে না, এ কথা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের উপরে কলঙ্ক আইসে। এই অভিপ্রায়ে যদি এ প্রস্তাব উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম অণুমাত্র রাজার সাহায্য চান না।

* ১৮৬৫ সালে আডবোকেট জেনেরেলের নিকটে ব্রাহ্মবিবাহ রাজবিধি সঙ্গত কি না, এতৎসম্বন্ধে চারিটী প্রশ্ন উপস্থিত করা হয়। তৃতীয় প্রশ্নে গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে কি করিবেন বা করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত তিনি অর্পণ করেন নাই। তিনি তৎকালে ইংলণ্ডে গমন করেন বলিয়া উত্তর দিতে গৌণ হয়। তিনি যে উত্তর দেন, উহার উত্তরাংশ ১৮৬৬ সনের ১০ই এপ্রিল মিরারে প্রকাশিত হয়, প্রশ্ন ও উত্তর ১০ই আগষ্টের মিরারে প্রদত্ত হয়। আডবোকেট জেনেরেলের উত্তর এই ;—

(ক) ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় যে কোন ধর্ম্মসমাজের বিবাহ প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থা অনুসারে সম্পন্ন হয় নাই, অথচ তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ আইন নিবদ্ধ হয় নাই, সে বিবাহ আমার মতে অসিদ্ধ।

(খ) সুতরাং ইহাই স্থির হইতেছে যে, আইনের বর্ত্তমান অবস্থায়, এরূপ বিবাহে বর কন্যা বদ্ধ নহেন। স্বামী যদি পত্নীকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে রাজবিধির শরণাপন্ন হইতে পারেন না, এ বিবাহে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা আইনের চক্ষে সিদ্ধ নহে, এবং দায়-প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবে পিতা মাতা উইলের দ্বারা সম্পত্তি দিয়া যাইতে পারেন।

(গ) এইরূপ উইল দ্বারা যে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে অন্যান্য দায়াধিকারী অপেক্ষা পুত্রেরই স্বত্ব বর্ত্তিবে। উইল দ্বারা যে সম্পত্তি প্রদত্ত হইবে, তাহা বঙ্গদেশে পৈতৃক সম্পত্তির অংশে এবং স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি সম্বন্ধে খাটিবে।

রাজা যদি আমাদের ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া না লন, আমাদের তাহাতে আধ্যাত্মিক কোন ক্ষতি হইতেছে না। রাজবিধি না থাকাতে আইনের চক্ষে ব্রাহ্ম বিবাহের যে অসিদ্ধতা উপস্থিত হইবে তৎপ্রতি ভয় বশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লঙ্ঘন না করেন।"

সভাপতি বলিলেন, আজ পর্য্যন্ত যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। কোন ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সকল বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বিবেকের অনুরোধে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কেবল বাধা প্রতিবন্ধক অপনয়ন করা। ধর্ম্মতঃ যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি সম্ভব হয়, সামাজিক ভাবে উহা সিদ্ধ হয় তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যতদূর সামর্থ্য, যত্ন করা সমুচিত। গবর্ণমেণ্টকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমরা সকলেই জানি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সকল ধর্ম্মের প্রতি উদার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের ভয় করিবার কারণ নাই। প্রত্যুত যদি আমাদের কোন বিষয়ে বাধা থাকে,

---

আডবোকেট জেনেরেল এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন—হিন্দুগণের মধ্যে বিবাহানুষ্ঠান যে নিয়মে করিলে সিদ্ধ হয়, তদ্ভিন্ন কোন্ বিশেষ অনুষ্ঠান করিলে আইন মত বিবাহ সিদ্ধ হয়, এ প্রশ্ন (আমার বিবেচনায় [illegible]খানে এ বিষয়টী বড়ই অস্পষ্ট) কোন রাজকীয় প্রমাণিক নিষ্পত্তি দ্বারা ব্রাহ্মগণের স্থির করিয়া লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এস্থলে আমার এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোন সমাজ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিবাহ দেন, উহাতে আইনানুসারে কোন স্বত্ব না বর্ত্তিলেও নীতিসম্পর্কে বর কন্যা উভয়ে তদ্দ্বারা বদ্ধ।

গবর্ণমেন্ট আহ্লাদের সহিত উহা অপনীত করিবেন। এরূপ অবস্থায় দেশীয় ব্যবহারে যদি আমাদের বিবাহ প্রণালীসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে রাজবিধি দ্বারা উহা সিদ্ধ করিয়া লওয়া সমুচিত।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু প্রস্তাবে যাহা সংযুক্ত করিতে বলিলেন, তাহা সংযুক্ত করিয়া প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম এ, পোষকতা করিলেন যে ;—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকগণের সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। প্রচারকগণ যেমন বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থভাবে এবং কোন ব্যক্তি বা সমাজের সাহায্যাপেক্ষা না করিয়া প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সমাজ তাঁহাদের সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার করিবেন। যদিও তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য এই সমাজের উপর নির্ভর করেন না, কিন্তু কর্ত্তব্যের আদেশে সমাজ সাধ্যমত তাঁহাদের সাহায্য করিবেন এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের জীবনোপায় বিধান করিতে চেষ্টা করিবেন ; প্রচারকগণ তাঁহাদের কার্য্যের জন্য কেবল ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

সভাপতি বলিলেন, অদ্য সায়ংকালে যে সকল প্রস্তাব বিবেচ্য, তন্মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। এ প্রস্তাবটীর সঙ্গে এমন সকল কথা আছে, যাহা সাধারণে অবগত নহেন। অতএব এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। প্রচারকেরা আজ পর্য্যন্ত যেরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়া প্রচারকার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবানুরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচারের জন্য বেতনগ্রাহী প্রচারক নিয়োগ করা এখন ঐ ধর্ম্মের ভাবের বিরোধী। ভারতবর্ষীয়

ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সমাজের সহিত প্রচারকগণের কি প্রকার সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বিবেচ্য। প্রচারকগণ অর্থের জন্য নহে, প্রেমের জন্য দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন পান না, মাসে কুড়ি টাকাও হয় না। কলিকাতা এবং মফঃস্বলের বন্ধুগণ সময়ে সময়ে যে অনিয়মিত দান করেন তাহাই তাঁহারা এ যাবৎ গ্রহণ করিয়াছেন। বেতনের অর্থ—অর্থের বিনিময়ে শ্রম। সুতরাং বেতন বন্ধ হইলে প্রচারও বন্ধ হয়, আমাদের প্রচারকগণ এ ভাবের উর্দ্ধে অবস্থিত। যদি কেহ কিছু ইহাঁদিগকে দান করেন, ইহাঁরা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু উহা তাঁহারা পরিশ্রমের বিনিময় বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যদি টাকা না পান, তাহা হইলে যে তাঁহারা পরিশ্রম বন্ধ করিবেন তাহাও নহে। তাঁহাদিগকে কত পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে হয় এবং কত প্রকারের অবস্থা তাঁহাদের ঘটে, এ সকল বিবেচনা করিয়া সাধ্যমত আমাদের তাঁহাদিগকে সাহায্য করা উচিত। আমরা সাহায্য করিয়া দানের বিনিময়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা করিব না, তাঁহারা আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, আমরা ইহাই মনে করিব। যাঁহারা এই ভাবে দান করিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রচার কার্য্যালয়ে দান প্রেরণ করিবেন।

অনন্তর সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পোষকতা করিলেন;—

সাধারণ ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার

কার্য্যালয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত একত্রীভূত হইবার জন্য প্রার্থনা করা যায়।

সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

অনন্তর সভাপতি পাটনা, বেরেলী, এবং দেরাদুন হইতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের গ্রন্থ উর্দ্দুতে প্রকাশ করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে পত্র আসিয়াছে তাহা পাঠ করিলেন। এতৎসম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইল উহা তত্তৎ সমাজে অবগত করিবার প্রস্তাব ধার্য্য হইল। এক একজন প্রচারক সেই স্থানে গিয়া অধিবাসী হয়েন, এ প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল যে, প্রচারকগণ এ বিষয় আপনারা বিবেচনা করিবেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া প্রার্থনান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

অভিনন্দনপত্র।

সোমবার, ৫ই কার্ত্তিক, ১৭৮৯ শক; ২১শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তিভাজন মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্য্য,

যে দিন দেশহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটী সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই দিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল। বহু-কালের অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া, বঙ্গদেশ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে পদ সঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে

পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে তৎপ্রদীপ্ত ব্রহ্মোপাসনারূপ আলোক নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, এবং সকল আশা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উত্থিত করিয়া বঙ্গদেশের ধর্ম্মোন্নতির ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন। আপনি নিঃস্বার্থভাবে ও অপরাজিত চিত্তে বিগত ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার বহন করিয়া যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ হইয়াছি।

যে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য আপনি ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন, তথায় অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্ম্মালোচনা দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বহুসংখ্যক সভ্য দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ হইল। যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্ণরূপে প্রচারিত হয়, এই উদ্দেশ্যে আপনি ১৭৬৫ শকে সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষা প্রকৃতরূপে সংগঠিত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিদ্যার বিবিধ তত্ত্ব সমুদয় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ও রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের পরস্পর সাহায্য দ্বারা ব্রহ্মোপাসকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে এক বিশ্বাসসূত্রে গ্রথিত করিয়া দলবদ্ধ করিবার জন্য আপনি যথাসময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা আপনি উপাসনাকে বিশ্বাসভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন,

এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্প্রদায়ীভূত করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং ইহার দৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখাসমাজ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতি-স্রোতে অধিক কাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততা-বিষয়ক যে ভয়ানক মত এই সমুদয় ব্যাপারের মূলে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চ্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্ব্বে সত্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে আপনি তদুভয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্যসংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালীও সুতরাং পরিবর্ত্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী নির্ব্বিরোধ মূল সত্য নির্দ্ধারণ করত তদুপরি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে স্থাপন করিলেন। এইরূপে সমাজ-সংস্করণ করিয়া আপনি কয়েক বৎসর পরে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় দুই বৎসর কাল অবস্থান করত হৃদয় মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা সমধিক উন্নত করিয়া সেখান হইতে প্রত্যাগত হইলেন; এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠা সহকারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাজের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল মুক্তিপ্রদ জ্ঞান নিয়মিতরূপে বিতরণ করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশগুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া,

প্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার যথার্থ মহত্ত্ব তখন পর্য্যন্তও সম্যকরূপে প্রকাশ পায় নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যরূপে পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। কতদিন আমরা সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আসিয়া আপনার হৃদয়-বিনিঃসৃত জ্ঞানামৃত লাভে শীতল হইয়াছি; কতদিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় ও মুমূর্ষু আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে, এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই সকল স্বর্গীয় অনুপম "ব্যাখ্যান" পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তচ্ছ্রবণ দ্বারা যে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি, অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশ বিদেশে উপযুক্তরূপে সমাদৃত হইবে। এই প্রকারে সাধারণ ভাবে আপনিই স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শ অনুসারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষরূপে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পুত্রসদৃশ স্নেহপাত্র হইয়া পরম উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জীবনের গূঢ়তম মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং পবিত্র সহবাসে উন্নত হইয়া, আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন

এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়া চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রীতির ধর্ম্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শূন্য অনুষ্ঠানের অতীত তাহা আপনারই নিকট ব্রাহ্মেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই সকল মহোপকারে উপকৃত হইয়া আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিসূচক এই অভিনন্দন-পত্রখানি অদ্য আপনাকে উপহার দিতেছি। শূন্য প্রশংসাবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল কর্ত্তব্যেরই অনুরোধে এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতারই উত্তেজনায় আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। আপনার মহত্ত্বের অযোগ্য এই উপহারটী গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিবেন। পরমেশ্বর আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ বিধান করুন, আপনার সাধু কামনা সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মবিবাহ-বিধি প্রবর্ত্তনে উদ্যোগ।

রবিবার, ২২শে আষাঢ়, ১৭৯০ শক; ৫ই জুলাই, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা বিধেয় কি না তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য ১৫ই জুনের মিরারে বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছিল, তদনুসারে ৫ই জুলাই ৩০০ সংখ্যক চিৎপুর রোডে

প্রচারালয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত ২০শে অক্টোবর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে তিনটী বিষয় আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিবার জন্য একটী সভা হয় এবং এই সভায় সাত জন সভ্য মনোনীত হন। ইহাঁরা পরস্পর দূরে দূরে বাস করেন বলিয়া সভাপতি অগত্যা তাঁহাদিগের লিখিত মত চাহিয়া পাঠান। সাত জন সভ্যের একজন সভার সভ্যপদ ত্যাগ করেন, দুই ব্যক্তি তাঁহাদের মত প্রেরণ করেন নাই। তিন জন যে মত দিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই জন বলিয়াছেন ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমত বিধিসিদ্ধ নয়, অবশিষ্ট একজন বলিয়াছেন, দেশীয় শাস্ত্রে বদ্ধ না রাখিয়া প্রশস্ত রাজবিধির অনুসরণ করিলে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্র হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে রাজবিধি এমনই অস্পষ্ট যে সন্দেহ স্থল। সভাপতির এ সম্বন্ধে মত দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি যখন সভায় স্বয়ং সমুপস্থিত, তখন লিখিত কোন মত দিবার প্রয়োজন করে না; এই বলিয়া সভার সন্নিধানে আপনার যে মত অভিব্যক্ত করেন, নিম্নে তাহার সার প্রদত্ত হইল,—

১। ব্রাহ্মবিবাহ কি ?

২। প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ কি না ?

৩। যদি সিদ্ধ না হয় ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ?

এই তিনটী প্রশ্ন সম্বন্ধে যথাক্রমে তিনি আত্মমত অভিব্যক্ত করেন।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি বলেন, ব্রাহ্মবিবাহ কিরূপ হওয়া সমুচিত তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া, বর্ত্তমানে যে সকল ব্রাহ্মবিবাহ হইয়াছে তাহার প্রণালী বিচারপূর্ব্বক ব্রাহ্মবিবাহ কি, তিনি নির্দ্ধারণ করিবেন। বর্ত্তমানে যে সকল বিবাহ হইয়াছে তদনুসারে—ব্রাহ্মধর্ম্মে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এক সত্য ঈশ্বরের অর্চ্চনা-পূর্ব্বক অপৌত্তলিক পদ্ধতিতে যে বিবাহ করেন—তাহাই ব্রাহ্মবিবাহ। হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ কি না এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কেন না এ সম্বন্ধে আডভোকেট জেনেরেলের যে মত লওয়া হয় তাহাতে তিনি তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চয় মত দিতে না পারিয়া, কেবল এই কথা বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে কোন একটী স্পষ্টবিধি করিয়া লওয়া শ্রেয়স্কর। বিবেকের অনুরোধে প্রচলিত প্রণালীতে বিবাহ করিতে না পারিলে, সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লওয়া সমুচিত, এ যুক্তির উপরে তিনি ভর দিতে চাহেন না; কেন না ইটী একটী আনুমানিক ব্যাপার, এবং রাজবিধির সাধারণ মূলতত্ত্বের বিচারমাত্র। তবে বর্ত্তমানে যে কিছু বিবাহসম্পর্কে বিধি আছে, তাহা ব্রাহ্মবিবাহসম্বন্ধে সংলগ্ন হইবার পক্ষে অতীব সন্দেহ। হিন্দুশাস্ত্রে যে অষ্ট প্রকারের বিবাহ আছে, তাহার কোনটীই ব্রাহ্মবিবাহের অনুরূপ নয়। উহার কতকগুলি জাতিবিশেষে বদ্ধ, যেটী সকলের সম্বন্ধে প্রচলিত তাহাতে নান্দী শ্রাদ্ধ এবং কুশণ্ডিকা অতীব প্রয়োজন। এ দুটী অনুষ্ঠান অতীব কুসংস্কারপূর্ণ। বিশেষতঃ সকল প্রকারের বিবাহেই অগ্নিসাক্ষী করা প্রয়োজন। যখন হিন্দুশাস্ত্র সিদ্ধ কোন প্রকার বিবাহের অনুষ্ঠিত অঙ্গ ব্রাহ্মবিবাহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তখন ব্রাহ্মবিবাহ কি প্রকারে হিন্দুবিবাহরূপে সিদ্ধ

হইবে? সকলেই জানেন, কলিযুগে সঙ্করবিবাহ নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মবিবাহে যখন সঙ্করবিবাহ আছে, এমন কি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিলে হিন্দু ব্যতিরিক্ত ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হইতে পারে, তখন ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়া কি প্রকারে গণ্য হইবে? যদি কেহ এ কথা কহেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোন কোন বচনের অর্থান্তর ঘটাইয়া ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেও রাজবিধি করিয়া লওয়া প্রয়োজন, কেন না শাস্ত্রমতে যাঁহারা বিধবাবিবাহ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তৎসম্বন্ধে রাজবিধি করিয়া লইতে হইয়াছে। এরূপ স্থলে যখন স্পষ্ট কোন রাজবিধি নাই, তখন ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুব্যবস্থামতে সিদ্ধ, ইহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব এবং এ বিষয়ে তাঁহার সহকারী সভ্যগণ এক মত বলিয়া তিনি আহ্লাদিত।

তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে তিনি অনুরোধ করেন। সভার দুই জন সভ্যও ইহাই স্থির করিয়াছেন। যিনি (বাবু দীননাথ সেন) এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত, তাঁহার সহিত তিনি এক মত হইতে পারেন না, কেন না বিষয়টী নিতান্ত গুরুতর; বিশেষতঃ সাধারণের এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাহ্মগণের বিবাহই আইনসিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত, কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাহ্মগণের কেন, শিক্ষিতগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না—সংশয়ী হউন, বুদ্ধিবাদী হউন, ফলাফলবাদী হউন বা অদ্বৈতবাদী হউন, কি যে কোন বাদী হউন—সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটী রাজবিধি করিবার জন্য যত্ন করা উচিত; কেন না সকলেরই ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি আছে। শেষোক্ত মতে তিনি অনেকগুলি কারণে মত

দিতে পারেন না। প্রথমতঃ এ সকল বিষয়ে কোন একটী আনুমানিক ঘটনা ধরিয়া কার্য্য করা উচিত নহে। বাস্তবিক ঘটনা কি? আজ পর্য্যন্ত প্রায় বিশটীর অধিক ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহিতগণ সকলেই বিবেকের অনুরোধে সর্ব্বথা পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। এই সকল বিবাহে সামাজিক অধিকার ও দায়সম্বন্ধে গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মগণই রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ধর্ম্মানুরোধে যখন তাঁহাদিগকে রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগের অধিকার আছে যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন। যদি কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মব্যতিরিক্ত অন্য লোকের জন্য কেন গবর্ণমেণ্টকে বলা হউক না, তাহা হইলে প্রথম প্রশ্ন এই, সে সকল লোক কোথায় যাঁহারা রাজবিধির আশ্রয় চান? কৈ কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের কাহাকেও ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল ব্রাহ্মগণই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত। যে উপকার ব্রাহ্মগণ চাহিতেছেন, যাঁহারা চাহিতেছেন না, তাঁহাদিগের উপরে উহা কিরূপে চাপাইয়া দেওয়া হইবে? অনুমানে চলিবে না, যদি এরূপ ব্যক্তিগণ থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের বিষয় গবর্ণমেণ্টকে অবগত করুন। এরূপ লোক থাকিলেও তাঁহাদিগের সহিত ব্রাহ্মগণ যোগ দিয়া কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের আবেদন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; কেন না এরূপ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের ভূমি পরিহার করিয়া, সামাজিক ভূমি আশ্রয় করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি ব্রাহ্মগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন, তবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের জন্য যে প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই জন্য করিবেন। অপিচ বিবিধ ভাবের লোক লইয়া কার্য্য করিতে

গেলে কি প্রকার সংস্করণের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে এক মত হওয়া দুর্ঘট। অধিকন্তু ব্রাহ্মগণ এরূপে কার্য্য করিলে সংশয় ও অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দান করিবেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া কেবল ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা হয়, সভাপতি এই অনুরোধ করিলেন।

বাবু কালীমোহন দাস ব্রাহ্মসংখ্যাকে সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে বদ্ধ না রাখিয়া প্রত্যেক হিন্দুকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, যে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্ধকারাবৃত ছিল সে সময়ে এ দেশীয়গণই ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু কি হইলে ব্রাহ্ম হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা যখন সুকঠিন, তখন কাহারা ব্রাহ্ম, আর কতগুলি লোকই বা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন, ইহা সাধারণকে অবগত করা আবশ্যক।

বাবু কালীমোহন দাস ব্রাহ্মগণের বিবেক ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি উপহাস করিয়া সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মদলে অন্তর্ভূত করিয়া লইতে বলাতে সভাপতি তাঁহার উপহাসের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, বাবু কালীমোহন দাসের যদি উপস্থিত প্রস্তাব সংশোধন করিবার কিছু থাকে তাহা হইলে তাহাই তিনি সভাতে উপস্থিত করুন।

ইহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রস্তাবশোধনার্থ কিছু বলিতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে তাঁহাকে আবেদনকারিগণের দলভুক্ত হইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি এইটী দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে সাধারণের মতামত কি তাহা ভাল করিয়া নির্দ্ধারণ করা হয় নাই।

বাবু আনন্দমোহন বসু, এম এ, বাবু কালীমোহন দাসের কথাগুলি খণ্ডন করিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যখন প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহূত হইয়াছে, তখন সাধারণে যদি এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, তবে উহা তাঁহাদিগেরই দোষ সভার নহে। অপিচ এ কথা কে বলিল যে, যতগুলি লোক আবেদনে স্বাক্ষর করিবেন, তদ্ব্যতীত ভারতে আর ব্রাহ্ম নাই।

অনন্তর বাবু আনন্দমোহন বসুর প্রস্তাবে এবং বাবু হরলাল রায়ের অনুমোদনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব হইল,—এই সভার অভিমত এই যে, ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা অভিলষণীয়।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, উপযুক্তরূপ কিছু বলিয়া এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

বাবু নবগোপাল মিত্র দুটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করাতে, তিনি বলিলেন, অবান্তর বিষয়ের প্রশ্ন না করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থাকিলে প্রশ্ন করিতে পারেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আডভোকেট জেনেরেলের মত জানিয়া তাঁহার নিকটে যে বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সমাজ কর্ত্তৃক, না কোন একজন ব্যক্তি কর্ত্তৃক?

সভাপতি উত্তর দিলেন, কে মত দিয়াছিলেন ইহাই জিজ্ঞাসার বিষয়, কে মত চাহিয়াছিলেন তাহা নহে। কেন না কোন এক সভাই মত চাউন, আর কোন এক ব্যক্তিই মত চাউন, আডভোকেট জেনেরেলের মত যাহা তাহা আডভোকেট জেনেরেলেরই মত।

বাবু নবগোপাল মিত্র দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিবাহ করিবেন, উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে তাঁহারা কোন্ ব্যবস্থার অনুসরণ করিবেন?

এ সকল বিষয় নির্দ্ধারণ জন্য যখন স্বতন্ত্র সভা নির্দ্দিষ্ট হইবে, তখন সভাপতি এ বিষয়ের উত্তর দান বিধেয় মনে করিলেন না। পরিশেষে প্রস্তাবটী নিবদ্ধ হইবার জন্য সভার নিকটে উপস্থিত করাতে অধিকাংশের মতে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইল। অনন্তর নবগোপাল মিত্র বলিলেন, যে সভা হইবে, সে সভাতে তাঁহার যদি কিছু মন্তব্য থাকে তাহা গ্রাহ্য করিবেন কি না? সভাপতির মতে এই স্থির হইল যে, সভা হইবার যে প্রস্তাব হইবে, তন্মধ্যে সাধারণ ভাবে মন্তব্য বিচার করিবার কথা উল্লিখিত থাকিবে।

অনন্তর বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবে ও বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব হয়;—
পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সভা হয়। ইহাঁরা এ বিষয়ে কি কি করিতে হইবে স্থির করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মত অবগত হন এবং সেই সকল বিচার করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন।
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ সেন।
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস।
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন।

এই প্রস্তাব অধিকাংশের মতে স্থির হইল। বাবু কালীমোহন দাস উঠিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে কিছু বলা তাঁহার অভিপ্রায়

ছিল না। তাঁহার কথা যদি কাহারও হৃদয়ে লাগিয়া থাকে তবে তজ্জন্য তিনি ক্ষমা চাহিতেছেন।

সভাপতি বলিলেন, তিনি সভার সম্পাদক হইয়া মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকলের নিকটে বিধিবাবস্থাপন বিষয়ে মত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকটে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। ব্রাহ্মবিবাহ সম্পর্কীয় কয়েকটী প্রশ্নের উপরে মত প্রকাশ জন্য যে সভা হয় সেই সভার সভ্যগণ তৎসম্বন্ধে যে অমূল্য মত দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ।

রবিবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯১ শক ; ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে যে ব্রাহ্ম ভ্রাতারা নানা স্থান হইতে আশা ও উৎসাহ পূর্ণ অন্তরে এই নগরীতে উপস্থিত হয়েন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য কি ? এবং আমরা যে বহু আয়াস দ্বারা যথাকথঞ্চিৎ আয়োজন করিয়া অনেক বিঘ্ন জঞ্জাল মধ্যে ভ্রাতা ভগিনীতে সম্মিলিত হইয়াছি, আমাদিগেরই বা উদ্দেশ্য কি ? কেবল একদিনের উৎসাহ ও উপাসনা নহে ; কেবল সাময়িক ভ্রাতৃভাব ও বন্ধুতা বৰ্দ্ধন নহে ; বাহিক উল্লাস এবং আনন্দও নহে। সম্বৎসর কাল পরে এক দিবস যদি প্রস্তুত হৃদয়ে সমবেত বিশ্বাস ও আগ্রহের সহিত ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের পরম দেবতার উপাসনা করিতে পারেন,

তাঁহাদিগের আত্মার বাসভূমি ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব সঘটায় সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্যশীল মনে করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য, রমণীয়তা ও মহান্ তাৎপর্য্য এখানে পর্য্যবসিত হইল না। অদ্যকার উৎসাহ আনন্দ এবং আয়োজন এক দিকে, সমস্ত জীবনের মহাব্রত গুরুভার অপর দিকে; অদ্যকার উপাসনা ও শান্তি এক দিকে, ঈশ্বরের চিরকরুণা ও আত্মার পরিত্রাণ অপর দিকে; এক দিকে এই উৎসবাদির দেব-প্রসাদ ও স্বর্গীয় মাধুরী, অপর দিকে ধর্ম্মরাজের অবিনশ্বর মুক্তিশাস্ত্র তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার অভ্রান্ত আলোক, তাঁহার করুণার অখণ্ড প্রমাণ। ব্রাহ্মগণ কি আকাঙ্ক্ষা করেন? কেবল উৎসব গৃহের সদাব্রত না চিরজীবনের অন্নপান? সমাগত ভ্রাতৃভগিনীগণ! দুই বৎসর কাল অতীত হইল এই ভূমিখণ্ড—যদুপরিস্থ সুরম্য অট্টালিকাতলে এক্ষণে আপনারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এই ভূমিখণ্ড-গর্ভে দুই বৎসর হইল আপনাদিগের উৎসাহ ও বিশ্বাসের বীজ প্রথমে বপিত হয়, ও নগরের রাজপথকে ব্রহ্মনামের গভীর ধ্বনিতে জাগরিত করিয়া বহু লোক সমভিব্যাহারে মহা মহা সমারোহে এই স্থানে আপনারা ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন; পরে গত বৎসরে এই ১১ই মাঘের মহোৎসব দিবসে দয়াময়ের নাম রসনায় অবিশ্রাম উচ্চারণ করিয়া মহানন্দে আপনারা এই ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পর্য্যায়ক্রমে দুই বৎসরের মহোৎসব আপনাদিগের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত উৎসবদ্বয় উপলক্ষে যে আনন্দ উৎসাহ এবং স্বর্গীয় সমারোহ আপনারা অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই কি ব্রাহ্মদিগের সর্ব্বস্ব, না তদপেক্ষা কোন মহত্তর বিষয় আপনাদের

আত্মাতে প্রতিভাত হইয়াছিল? প্রথম বৎসরের উৎসবে আপনারা স্বর্গরাজ্যের কোন্ বিশেষ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বৎসরেই বা কোন্ বিশেষ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন? অগ্রে "সত্যমেব জয়তে" —ক্রমে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং"। ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্তের এক পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে যে, কতকগুলি সামান্য অসহায় পাপ ব্যথিত ব্যক্তি একদা দয়াময় পরমেশ্বরের আহ্বানে সম্যক্‌রূপে সত্যের শরণাপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সেই সঙ্কল্পের জন্য তাহারা তিরস্কৃত ও তাড়িত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করে। তাহাদিগের মস্তক সংরক্ষা করিবার স্থান ছিল না, এক বিন্দু সন্তোষ লাভ করিয়া কাতরতা নিবারণ করিবার উপায় ছিল না; কিন্তু যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা এই কঠিন সত্য-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করে, সেই চিরন্যায়পর সত্যস্বরূপ কেবল তাহাদিগের মস্তককে আশ্রয় দিলেন তাহা নহে, অলক্ষিতভাবে তাহাদিগকে এরূপ স্বর্গীয় সাহায্য প্রেরণ করিলেন যে তদ্দ্বারা আশার শতগুণ অধিক সিদ্ধিলাভ করিল; শত সহস্র লোকের আশীর্ব্বাদ এবং শুভ ইচ্ছা প্রাপ্ত হইল। পৃথিবীর অত্যাচারে, লোকের অপবাদে, আত্মীয়দিগের নৃশংসতায়, অহঙ্কারের ভ্রূকুটিতে, অবিশ্বাস ও কুসংস্কারের আঘাতে কি সত্যের এক পরমাণু মাত্র বিনষ্ট হইতে পারে? বজ্র সমান প্রচণ্ড সত্যের প্রতাপ! যাহারা সেই সত্যকে অবলম্বন করে তাহারা বজ্রদেহী হয়, তাহাদিগের মৃত্যু কোথায়, পরাজয় কোথায়? সত্যের ভূমিতে, সত্য অঙ্কিত পতাকা ললাটে ধারণ করিয়া, সত্যস্বরূপের পদছায়াতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের কন্যা এই ব্রহ্মমন্দির বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করে। ইহার সংস্থাপনে সত্যের জয় সংস্থাপন হইল। বঙ্গভূমির প্রতিকূল বায়ু

বৃষ্টির মধ্যে কি প্রকারে ইহার কলেবর রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইল? "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।" হে উৎসাহী ব্রাহ্ম ভ্রাতঃ! তোমার উদ্যম, পরিশ্রম, চিন্তা ও ত্যাগ স্বীকার ব্রহ্মমন্দির সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তোমার ও তোমাদিগের নিশ্চিত মঙ্গল হইবে, কিন্তু তোমার ন্যায় শত মনুষ্যের শোণিতপাতেই বা কি হইতে পারিত, যদি প্রবল ব্রহ্মকৃপা তোমার সরল চেষ্টার প্রচুর ফল বিধান না করিত? যে অনুপম ব্রহ্মকৃপাতে আমাদিগের জীবনের অসহায়তা, হৃদয়ের নিরাশা ও শূন্যতা, পাপের গভীর গ্লানি ও নিগ্রহ মধ্যে আশা বিশ্বাস এবং ভক্তির সঞ্চার হইল; যে ব্রহ্মকৃপাতে অনেক কুচরিত্র দুরাচার ব্যক্তির আত্মাতে স্বর্গরাজ্যের মধুর শোভা প্রকাশিত হইল, সেই ব্রহ্মকৃপা এই মন্দিরের ভিত্তিতে নিহিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই কৃপাতে জীবন, শান্তি ও পরিত্রাণের আশা লাভ করিয়াছি—প্রতিজনের জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ইহার সাক্ষ্য দিতেছে—এবং কেবল মাত্র এই কৃপা অবলম্বন করিয়া গত বৎসর ১১ই মাঘের এই উৎসব দিবসে প্রথমে আমরা ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করি। সেই দিনে আমরা কি বিশেষ শাস্ত্র লাভ করিলাম? "দয়াময় নাম।" কেবল সত্যের জয় সন্দর্শন করিয়া, কেবল বাহ্য ঘটনায়, কিম্বা জীবনের ভূত কালীন বৃত্তান্ত মধ্যে ব্রহ্মকৃপা আলোচনা করিয়া চিরদিবস মনুষ্য সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এমন কিছু বর্ত্তমান উপায় চাই যাহাতে হৃদয় উপস্থিত অবস্থাতে উপস্থিত শান্তি পাইতে পারে, যাহা আনন্দের অপার সিন্ধু, আশার অব্যর্থ উৎস, পবিত্রতার অক্ষয় ভাণ্ডার; এতাবৎ সম্বল আমরা অনুপযুক্ত জীবনে লাভ করিতে পারি এইজন্যই পরম পিতা তাঁহার গভীর দয়াময় নাম

আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন। এই নামের মহিমা ও স্বর্গীয় তাৎপর্য্য প্রকাশ করিবার জন্যই বিগত সাম্বৎসরিক উৎসবের সায়ংকালীন বক্তৃতা। দ্বাদশ মাস অতিক্রম করিয়া অদ্য সুস্থ শরীরে এখানে পুনর্ব্বার আমরা ভ্রাতৃ ভগিনীগণ সমাগত হইলাম। এক্ষণে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক আমরা কত দূর পর্য্যন্ত সেই কাল মধ্যে এমন দয়াময় নামের মহিমা সম্ভোগ করিতে পারিয়াছি, কত দূর প্রতিজনের জীবনে সফল হইয়াছে, এবং যাহাতে ভবিষ্যতে আর আমাদিগের নিকট ইহা ব্যর্থ হইতে না পারে, তাহার সম্বলই বা কি পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিয়াছি। বর্ত্তমান কালীন ব্রাহ্মদিগের একটী বিশেষ শুভ চিহ্ন এই দৃষ্টি গোচর হয় যে, তাঁহারা প্রকাশ্যে পরম পিতার পবিত্র উপাসনা করিতে বিশেষ উৎসুক। ব্রহ্মোপাসনার বিশুদ্ধ প্রণালী এই প্রকারে যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে এবং পরমেশ্বরের সুমধুর মহিমার বলে তাঁহার সকল সন্তানকে তাঁহার সত্য ধর্ম্মের শরণাপন্ন করিবে তাহার সন্দেহ করা যায় না। এ দেশের নানা স্থানে নানা ব্যক্তি এবম্প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিবে। যে যে স্থানে গত বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমুদয় হয় ত আমরা অবগত নহি, যতদূর আমাদিগের গোচর হইয়াছে সেই স্থান কয়টী নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল। যথা ;—

১ কলিকাতা ব্রহ্মমন্দির, ২ ঢাকা ব্রহ্মমন্দির, ৩ ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দির, ৪ গয়া ব্রহ্মমন্দির, ৫ বরাহনগর ব্রহ্মমন্দির, ৬ বেলঘরিয়া ব্রাহ্মসমাজ, ৭ কুষ্ঠিয়া ব্রাহ্মসমাজ, ৮ কাটোয়া ব্রাহ্মসমাজ, ৯ রাজমহল ব্রাহ্মসমাজ, ১০ (আগ্রা নিকটস্থ) টুণ্ডুলা ব্রাহ্মসমাজ এবং ১১ (কাশ্মীর

নিকটস্থ) বম্বু ব্রাহ্মসমাজ; (মধ্য ভারতবর্ষীয়) ১২ নাগপুর ব্রাহ্ম-সমাজ, ১৩ কাম্‌টী ব্রাহ্মসমাজ ও ১৪ হাইদ্রাবাদ ব্রাহ্মসমাজ, (বোম্বাই প্রদেশীয়) ১৫ রত্নগিরি ব্রাহ্মসমাজ, এবং (ইংলণ্ডস্থ) ১৬ "ব্যাণ্ড অফ ফেথ" নামক ব্রাহ্মসমাজ।

এই ষোড়শটী স্থানের মধ্যে ব্রহ্মমন্দিররূপে সেইগুলি কথিত হইল, যে যে স্থানে উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা ব্রহ্মমন্দির যথা বিহিতরূপে বিগত বৎসরের ৭ই ভাদ্র দিবসে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দিবসের বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রকাশ্য পত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। ঢাকা ব্রহ্মমন্দির ২১শে অগ্রহায়ণ দিবসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে প্রকার উৎসব উপাসনা ও উৎসাহের সহিত এখানকার ব্রহ্মমন্দির সাধারণ সমক্ষে সংস্থাপিত হইয়াছিল, ঢাকার ব্রহ্মমন্দিরও তদ্রূপ হয়। আমাদিগের পূর্ব্ববাঙ্গালার ভ্রাতাদিগের উৎসাহ ভক্তি ও ব্রতপরায়ণতা দেখিলে মনে অতিশয় আহ্লাদ ও অনুরাগের সঞ্চার হয়। যে প্রকার অধ্যবসায় ও একাগ্রতা সহকারে তাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গালার ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ব্রাহ্ম মাত্রেই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। মঙ্গলময় ঈশ্বর করুন যে তাঁহাদিগের ভক্তি বিশ্বাস ও উৎসাহ ক্রমাগত সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, এবং তাঁহারা বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ বিধান করুন। বহুদূরস্থিত ইংলণ্ডদেশে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হওয়া কতদূর আনন্দের ব্যাপার সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। "ব্যাণ্ড অফ ফেথ" নামক সভার সংস্থাপক নিজেই আমাদিগকে পত্র লিখিয়া নিজ সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মসমাজরূপে পরিচিত করিবার ভাব এবং অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য যে আমাদিগের সঙ্গে সমান তাহার সন্দেহ নাই, তবে

এখানকার সঙ্গে তাঁহাদিগের অবলম্বিত উপায় ও প্রণালীর যদি কিছু সামান্য প্রভেদ থাকে, তাহা শীঘ্র প্রকাশ পাইবে, এবং যাহাতে সম্পূর্ণ সম্মিলন সংস্থাপিত হয় তাহারও বিহিত পথ প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে আমাদিগের এই আন্তরিক প্রার্থনা যে অচিরে ধর্ম্মসূত্রে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ একত্রিত হউক; পূর্ব্বদিক হইতে ঈশ্বরের সত্য সূর্য্য মহাসাগর পার হইয়া বহুদুরস্থিত পশ্চিম দিকে অবতীর্ণ হউক; হিন্দু ও ইংরাজদিগের মধ্যে প্রেম, ভ্রাতৃভাব, সমকক্ষতা ও কুশল চির প্রতিষ্ঠিত হউক; বর্ণনির্ব্বিশেষে, দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্য সেই সাধারণ পিতার সিংহাসন পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, একমেবাদ্বিতীয়ং নামের যশ মহীয়ান্ করুক।

একাল পর্য্যন্ত যত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তৎসমুদয় মধ্যে ঈশ্বরের পিতৃভাব প্রকাশিত হয় বটে, এবং সেই সেই সমাজের সভ্যেরাও সাধারণতঃ ভ্রাতৃসৌহার্দ্দে সম্মিলিত হয়েন; কিন্তু এই সৌহার্দ্দ সর্ব্বত্র প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে পরিণত হইতে দৃষ্টি করা যায় না। কিয়দ্দিন পরে ব্রাহ্মদিগের পরস্পর মধ্যে নানা কারণ বশতঃ অনুরাগ শিথিল হইয়া গেলে সমাজের প্রতিও অনুরাগের খর্ব্বতা হয়, এবং সমাজের প্রতি উপেক্ষা হইলে পরস্পরের প্রতি স্নেহের খর্ব্বতা হয়। উপাসনাতে শুষ্কতা জন্মে, এবং পরিণামে অনেক অমঙ্গল সংঘটিত হয়। এমত কেহ নাই যে নিরাশা ও পরীক্ষার মধ্যে সমদুঃখী হয়, সস্নেহে পরামর্শ ও সাহায্য দান করে। সত্য সত্য কথিত হইয়াছে যে, যে মনুষ্যকে দিবানিশি নয়নগোচর করিতেছি এবং ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া জানিতেছি তাহাকে যদি ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের অতীত নিরাকার ব্রহ্মকে কি প্রকারে পিতা বলিয়া সকল

সময় গ্রহণ করিতে পারিব। বাস্তবিক আমাদের পরস্পরের মনে প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাব ঈশ্বরের পিতৃত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান সোপান; তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে পারা বড় কঠিন, এবং এইজন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের এত প্রকার বিঘ্ন এদেশে সংঘটিত হইতেছে। এই গভীর অভাব মোচনের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে একটী ভ্রাতৃমণ্ডলীতে আবদ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হয়। বিগত ভাদ্র মাসের ৫ই দিবসে এতন্নিবন্ধন একটী সভার সমাবেশ হয়। যাহাতে উপাসকমণ্ডলী পরস্পরকে এক পরিবার জ্ঞান করিয়া সতত আপনাদিগের মধ্যে স্নেহদৃষ্টি রাখিয়া প্রতিজনের উন্নতি ও হিত চেষ্টা করেন, যাহাতে বিপদ ক্লেশ ও অভাবের সময় পরস্পরকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে পারেন, পাপ ও কুকার্য্য দেখিলে শাসন ও শোধনের উপায় অবলম্বন করেন, ইহাই এই সভার উদ্দেশ্য। এবম্প্রকার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, এবং উপাসকমণ্ডলীর জীবনকে নিয়মিত করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক কতকগুলি মূল উপদেশ প্রদত্ত ও প্রকাশিত হয়; এবং প্রতিমাসে এক একটী উক্ত প্রকার সভা হইয়া থাকে। যাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ এক একটী উপাসকমণ্ডলী স্থিরীকৃত হয়, এবং উপরোল্লিখিত উপায় সমূহ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব বদ্ধমূল হয়, প্রত্যেক উপস্থিত ব্রাহ্মেরই তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে গত বৎসর অবধি কতকগুলি ব্রাহ্মিকা এতন্মধ্যে প্রকাশ্য ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ভদ্র মহিলাদিগের প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিরে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হওয়ার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। যদিও

আমাদিগের ব্রাহ্মিকা ভগিনীদিগের উন্নতির জন্য কোন বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয় নাই, এবং বিশ্বাস ভক্তি তাঁহারা সেরূপ লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, তথাপি আমরা আশা করিতেছি যে করুণাপূর্ণ পরম মাতা যখন তাঁহাদিগকে এতদূর অগ্রসর করিয়াছেন, তখন অবশ্য তাঁহাদিগের মুক্তি বিধান করিবেন। হিন্দু মহিলারা যতদূর ভক্তি অনুরাগের সহিত পরিবার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ঈশ্বর কৃপায় অচিরে ব্রাহ্মিকারা ততোধিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করুন। ভ্রাতা, ভগিনী, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সত্য পবিত্রতায় সম্মিলিত হইয়া একদিন প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্ত এ দেশে প্রদর্শন করিবেন, এবং ঈশ্বরের প্রকৃত পরিবার সংস্থাপিত হইয়া প্রেম, শান্তি, সৎকার্য্য চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইবে।

ভারতবর্ষে যত স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে তৎসমুদয় মধ্যে প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা একটী বিশেষ শুভ চিহ্ন। ব্রাহ্মভ্রাতারা নানা প্রদেশ হইতে কলিকাতায় সর্ব্বদা পত্র লিখিয়া থাকেন যাহাতে অত্র প্রচারকগণ তাঁহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃ সাহায্য দ্বারা তাঁহাদিগের আত্মার কল্যাণ বিধান করেন। বিগত বৎসরে এবম্বিধ পত্র যত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একখানির বিষয় বিশেষ করিয়া বলা উচিত। এই পত্রখানি ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলস্থ মাঙ্গালোর নগর হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। লেখকগণ ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহারা উক্ত নগর নিবাসী একটী অসভ্য জাতি মাত্র। ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা উৎপীড়িত ও জাতিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় চারি পাঁচ সহস্র হইবেন, এবং সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একেবারে ব্রাহ্মদলভুক্ত হইবার প্রার্থনা করেন।

তাঁহাদিগের ইচ্ছামত অদ্যাপি কোন প্রচারক ম্যাঙ্গোলোর নগরে গমন করিতে পারেন নাই, শীঘ্র গমন করিবার সম্ভাবনা আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য যেরূপ চলিতেছে তাহা সাধারণে এক প্রকার অবগত আছেন। যাঁহারা এই প্রকার ব্রত স্কন্ধে ধরিয়াছেন তাঁহারা আপনা-দিগকে ইহার উপযুক্ত মনে করিতে পারেন না, এমন কি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে প্রচারক নাম অবধি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক যে অর্থে প্রচারক শব্দ অন্য অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের উপর সংযোজিত হইতে পারে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। প্রকৃতরূপে যিনি প্রচারক তিনি প্রচার-কার্য্যকে চিরজীবনের এবং প্রতিদিনের কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন; তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রেম পবিত্রতা এত গভীররূপে পান করিয়াছে যে, তাহা অন্যকে বিতরণ করিতে সমর্থ; তিনি নিজের অন্তরের অভাবের নিমিত্ত যতদূর কাতর, ভ্রাতা ভগিনীদের অভাবের নিমিত্ত ততদূর কাতর; তিনি ঈশ্বরাজ্ঞায় ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্মার সেবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনার দেহ মন, ধন প্রাণকে সমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ভাবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেক প্রচারক দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের প্রচারকেরা আপনাদিগকে অতি হীন ভাবাপন্ন মনে করেন; তাঁহারা পাপ তাপে জর্জ্জর, কেবল মাত্র পরম পিতার কৃপাগুণে জীবন ধারণ করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে পরিত্রাণের আশা করিতেছেন। বিদেশীয় ভ্রাতাদিগের অবস্থা দর্শনে স্নেহ পরবশ হইয়া এবং নিজের আত্মার মঙ্গল সাধনের উদ্দেশে সময়ে সময়ে তাঁহারা বিবিধ ব্রাহ্মসমাজ গমন করিয়া থাকেন, এবং যতদূর সাধ্য আপনাদিগের এবং অপরের জীবনের পরীক্ষিত সত্য ও ঈশ্বর-

করুণা লোকের নিকট প্রকাশ করেন। দশজন ব্যক্তি গত বৎসরে স্থানে স্থানে গমন করিয়াছিলেন। যে যে স্থলে তাঁহারা উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন তাহাদিগের নাম নিম্নে উক্ত হইতেছে।

কলিকাতা, রাণাঘাট, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সেরপুর, কুমিল্লা, বর্দ্ধমান, কাটোয়া, গোবরডাঙ্গা, বাগআঁচড়া, হালিসহর, হরিনাভি, বারাসত, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, গয়া, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, টুণ্ডলা, লাহোর, মিয়ামীর, মুলতান, দেরাদুন, ইত্যাদি।

যে দশ জন ব্যক্তি এই সকল স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়, শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত, এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

যেমন বাহ্য জগতে সমুদয় পদার্থের পরস্পর যোগে এবং পরস্পর সাহায্যে চতুর্দ্দিকের শান্তি সামঞ্জস্য ও উন্নতি বিহিত হইতেছে, সেই প্রকার পরমেশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার সন্তানগণ অভাব ও ক্ষমতানুযায়ী পরস্পরের আনুকূল্য করিয়া সাধারণ মঙ্গল সম্বর্দ্ধন করেন। এই প্রকার ধর্ম্মবিষয়ে মনুষ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত উপরোক্ত স্থানে যাঁহারা গমন করিয়াছেন তাঁহাদিগের দ্বারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে অনেক উপকার হইয়াছে। ভ্রাতাদিগের স্নেহ-আহ্বানে আহূত হইয়া আহ্লাদের সহিত তাঁহারা দূরে নিকটে সর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আপনাদিগের অনুপযুক্ততা ও

দুর্ব্বলতা স্মরণে রাখিয়া কেবল সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করত তাঁহারা সত্যের মহিমা ও দয়াময়ের দয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং ভ্রাতাদিগের পরিত্রাণ জন্য সদুপদেশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই শুভ চেষ্টার ফলাফল নির্ণয় করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ও নহে—তাঁহাদিগের সাধ্যাধীনও নহে। তবে এই মাত্র কথিত হইতে পারে যে, যখন তাঁহাদিগের সরল আন্তরিক পরিশ্রমে তাঁহাদিগের নিজের আত্মার প্রত্যক্ষ মঙ্গল হইয়াছে, তখন তদ্দ্বারা ভ্রাতাদিগেরও কিয়ৎপরিমাণে উপকার হইয়া থাকিবে। একটী নিরাশ অন্তঃকরণে যদ্যপি এই প্রকারে আশার সঞ্চার হইয়া থাকে, এক ব্যক্তির হৃদয়েও ভক্তি বিশ্বাসের অঙ্কুর প্রকাশিত হইয়া থাকে, একজন মনুষ্যেরও চরিত্র সংশোধিত হইয়া থাকে, প্রচারকদিগের গত বৎসরের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এ স্থলে ইহাও স্পষ্টাক্ষরে বলা উচিত, যতদূর লোকের আগ্রহ, সময়ের আবশ্যকতা এবং পরমেশ্বরের কার্য্য ক্ষেত্র, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে তত সংখ্যক প্রচারকও নাই এবং যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ততদূর চেষ্টা পরিশ্রমও করেন নাই এবং তজ্জন্য সাধারণ সমীপে তাঁহারা অপরাধী রহিয়াছেন। ভরসা করা যাইতে পারে ভবিষ্যতে লোকের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও আহ্বানের সঙ্গে আমাদিগের চেষ্টা, উদ্যম, আগ্রহ ও ভ্রাতৃস্নেহ বৃদ্ধি লাভ করিয়া ঈশ্বর কৃপায় নিজ নিজ আত্মার ও স্বদেশের মহৎ উপকার সাধন করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। ব্রহ্মোপাসনা, প্রকাশ্য বক্তৃতা, উপদেশ, সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গত সভা, পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ। গত বৎসরে

প্রকাশিত পুস্তক সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প বলিতে হইবে, কিন্তু অপরাপর উপায় কয়েকটী দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় প্রায় সমান পরিমাণে উপকার সংসাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতার সঙ্গত সভা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহার কার্য্য বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাতে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং এতদ্দ্বারা নানা স্থানবাসী ব্রাহ্মদিগের অনেক সাহায্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ যে কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও বোধ হয় অনেকে উপকৃত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের জন্য দান সংগ্রহ আপাততঃ একটী বৈষয়িক কার্য্যমাত্র বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যে পরিমাণে অর্থ দান দাতাদিগের অন্তরের বিশ্বাস, উৎসাহ, চেষ্টা প্রকাশ করে, যে পরিমাণে তাহা ত্যাগস্বীকার ন্যায়পরতা ও উদারতার চিহ্ন, সেই পরিমানে তাহার গভীর তাৎপর্য্য আছে। আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সম্বন্ধীয় নানা অবলম্বিত বিষয়ে আমরা সাধারণ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে সমূহ সাহায্য লাভ করিয়াছি, যাহার অভাবে এই সমুদয় ব্যাপার সুসম্পন্ন হওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। যে যে বিষয়ের আনুকূল্যের জন্য গত বৎসরে দান সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা নিয়ে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

১ম ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ, ২য় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য মাসিক দান, ৩য় এককালীন এবং শুভকর্ম্মের দান, ৪র্থ প্রচারকদিগের পাথেয়, ৫ম ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দান, ৬ষ্ঠ ব্রহ্মমন্দিরের জন্য হারমোনিয়ম যন্ত্র ক্রয়, ৭ম ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর মাসিক দান, ৮ম

ব্রহ্মমন্দিরের জন্য বিশেষ দান, ৯ম বর্ত্তমান উৎসবের জন্য দান, ১০ম দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য দান, ১১শ পুস্তক বিক্রয় হইতে আয়, ১২শ স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে এবং দান।

কেবল ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের জন্য গত মাস পর্য্যন্ত ১০,৪৬০৷৶০ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অপরাপর বিষয়ে সর্ব্বশুদ্ধ আনুমানিক ২,৪০০ সংগৃহীত হইয়াছে। আমাদিগের ব্যয়ও প্রায় আয়ের সমতুল্য। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যাঁহারা সমূহ পরিশ্রমে সামান্য আয়ে আপনাদিগের পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য এতাধিক অর্থ দান করা যে, প্রগাঢ় আন্তরিক উৎসাহ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তদ্বিষয়ে কে সন্দেহ করিতে পারে? এ প্রকার নিঃস্বার্থ দানশীলতায় ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। সমুদয় ঐশ্বর্য্যের স্বামী পূর্ণ পরমেশ্বর তাঁহার মঙ্গল কার্য্য ধনের অভাবে কখন অসম্পন্ন রাখেন না, এ কথা যথার্থ; এই ব্রহ্মমন্দিরের দৃষ্টান্তে ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। কিন্তু আপনাদিগের সম্যক্ চেষ্টা পরিশ্রমে যাঁহারা জগতের ধন সঞ্চয় করিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত এবং ঈশ্বর অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অকাতরে দান করেন, তাঁহারা মনুষ্যের ধন্যবাদের ও পরম পিতার আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত এবং সেই আশীর্ব্বাদ যেন তাঁহারা চিরকাল প্রচুররূপে লাভ করিতে পারেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদয় সামাজিক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে। দেশীয় সমাজে পুরাতন হিন্দুধর্ম্মগত যে সমুদয় কুসংস্কার ছিল তাহা ক্রমে শিথিল হইয়া সমূলে উৎপাটিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ

নাই; কিন্তু সেই সকল দূষিত দেশাচারের স্থানে বিশুদ্ধ সংস্কার ও সুপ্রণালী-বদ্ধ সামাজিক কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত না হইলে লোক-সমাজে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে, এইজন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী অনুষ্ঠান-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জাতকর্ম্ম, নামকরণ, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানা কার্য্য এই বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সমুদয় কার্য্যের মধ্যে বিবাহ কার্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং এতদ্দ্বারা প্রভূত সামাজিক পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য ব্যবস্থাপক সভা হইতে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলনের জন্য রাজনিয়ম প্রার্থনা করা যায়। যদিও সে বিষয়ে অদ্যাবধি আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে। গত বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটী সমান জাতিতে, চারিটী বিভিন্ন জাতিতে প্রদত্ত হয়। কন্যাদিগের মধ্যে চারিটী উপযুক্ত বয়সে, একটী অনুপযুক্ত বয়সে বিবাহিত হয়। যতই ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য স্পষ্টতর-রূপে বুঝিতে পারিবেন, এবং দেশে যতই ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, ততই ব্রাহ্মবিবাহ অধিক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

এই প্রকার কার্য্যে সম্বৎসরকাল ব্রাহ্মদিগের দ্বারা অতিবাহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের আত্মার বৃত্তান্ত এস্থলে আর কি কথিত হইবে! এই দ্বাদশ মাস কালের মধ্যে অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা আমাদিগের আন্তরিক দুরবস্থা সপ্রমাণ হয়—এতদুর দুরবস্থা কলঙ্ক অপরাধ যে, তাহা অবলম্বন করিয়া সহজেই নিরাশা, অবিশ্বাস আমাদিগের বিষম অমঙ্গল সাধন করিতে পারিত; কিন্তু এই দ্বাদশ মাসের মধ্যে অপর দিকে আবার পরম পিতার আশ্চর্য্য দয়ার এরূপ

প্রমাণ পাইয়াছি যে পাপ-ভারে অবনত হইয়াও আশা বিশ্বাসকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হই। রাশি রাশি আমাদিগের দোষ—পুরাতন দোষ, আবার নূতন দোষ; বৎসরের যে ঋতু, যে মাস, যে সপ্তাহ, যে দিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখি অল্প দিনের পাপে সকলই তমসাচ্ছন্ন। এ পাপ রাশি পরিত্যাগ করিতে কে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন? আমাদিগের মধ্যে কে সেই সঙ্কল্প রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? কাহার দক্ষিণ হস্ত নিজ বলে পাপ বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিতে পারিয়াছে? এই উৎসাহ মধ্যে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কি দেখিতে পাই?—দুঃখ দুরবস্থা অন্ধকার দিনে যাহার কুৎসিত দৃশ্য অন্তরে সহ্য হয় না। অথচ এখানে ত আমাদিগের নিকট সকলই মনোহর, সকলই পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ বোধ হইতেছে। এই যে এখানকার শান্তি পবিত্রতার সৌন্দর্য্য, ইহা সেই করুণার পূর্ণ চন্দ্রমা হইতে নিস্যন্দিত হইতেছে, যে চন্দ্রমা সম্বৎসরকাল পাপীদিগের অন্ধকারময় গত জীবনকে আলোকিত করিয়া ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করে। কতবার কঠিন মনে ধর্ম্মহীন উপাসনাহীন পাষণ্ডের মত কুকর্ম্ম করিলাম; কতবার জীবন, ভক্তি, পুণ্যস্রোত তিনি অনুপযুক্ত আত্মা মধ্যে প্রেরণ করিলেন। হা! কত বড় অকৃতজ্ঞ উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব সঙ্কল্প করিলাম, তিনি কোথা হইতে অলক্ষিত ভাবে হস্ত ধা[illegible] করিয়া পুনরায় তাঁহার ক্রোড়ে আনিয়া উপস্থিত করিলেন; কতবার নিষ্ঠুর দুরাচারের ন্যায় ভ্রাতাদিগকে নির্যাতন করিলাম, কটু কথা কহিলাম, কটু কার্য্য করিলাম, তীক্ষ্ণ অহঙ্কার অস্ত্র সঞ্চার করিলাম, আবার তিনি হৃদয়ের কোন গূঢ় যন্ত্রে কার্য্য করিয়া, তাঁহার সন্তানদিগের সঙ্গে সদ্ভাবে পবিত্র স্নেহে হৃদয়কে গ্রথিত করিলেন, ভ্রাতা ভ্রাতা সম্বোধনে

ভ্রাতৃ আলিঙ্গনে বক্ষ শীতল হইল। এই প্রকার করুণা-শৃঙ্খলে বর্ষে বর্ষে দৃঢ়রূপে আমাদিগের জীবন করুণাময় পিতার চরণে আবদ্ধ; এই সুমধুর শৃঙ্খলে সুসজ্জিত করিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার স্বর্গ-রাজ্যে আকর্ষণ করিবেন। গত বৎসর আলোচনা করিয়া দেখুন—দেখিবেন করুণার জয়; পাপ কঠোরতা নিরাশা শুষ্কতার পরাজয়; সত্যের জয়; দয়াময় নামের জয়; পবিত্রতা, উন্নতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহদ্জয়। প্রণিধান করুন পুরাতন বৎসর যেন অশ্রুকার আনন্দ উৎসাহের মধ্যে সজলনয়নে আপনাদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কোমল স্বরে বলিতেছে "হে ঈশ্বরের অনুপযুক্ত সন্তান! দেখ আমি তোমার নিকট কেমন তোমার পিতার স্নেহের কোটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি, আমি এখন চিরদিনের জন্য বিদায় লই। এই করুণা বিস্মৃত হইও না, আগামী বৎসরের পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে, দুঃখ দুর্দ্দিনের মধ্যে এই করুণা বিস্মৃত হইও না; ইহা তোমাদের সম্পদের সময় অমৃত বর্ষণ করিবে, বিপদের সময় ছায়া দান করিবে।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বিবরণ।

গত বর্ষের ধর্ম্মভাব।

যেরূপ পূর্ব্বে পূর্ব্বে সেইরূপ গত বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদিগের ইতিবৃত্ত মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য হেতু বহু আয়াস ও যত্ন করা হইয়াছিল, এবং সময়ে সময়ে কষ্টও সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি ও কার্য্যের সম্মিলন বিষয়ে ততোধিক কিছুই চেষ্টা হয় নাই। সেই চেষ্টা গত

বৎসরে আরম্ভ হয়। অধিক উপাসনা করিলে কার্য্যের ক্ষতি হয়, অধিক কার্য্য করিলে উপাসনার ক্ষতি হয়, এই যে ব্রাহ্ম জীবনের বহুদিনের অনুযোগ, গত বৎসর তাহারই মীমাংসা জন্য ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বিশেষ পরিশ্রম করেন। ঈশ্বর-সেবা বিগত দ্বাদশ মাসে ব্রাহ্মদিগের জীবনে মহাব্রত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই মহাব্রত সাধনের জন্য প্রকৃত যোগের বিধি নির্দ্দিষ্ট হয়, চক্ষুর সঙ্গে সেই সৌন্দর্য্য স্বরূপের যোগ, যাহাতে পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে সম্মুখস্থ করা যায়; কর্ণের সহিত সেই জীবন্ত আদেশ-পূর্ণ-দেবতার যোগ, যদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে অন্তরে তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ করা যায়; হস্ত দ্বারা সেই পরম প্রভুর সঙ্গে যোগ, যাহাতে নিরন্তর তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা যায়; এবম্প্রকার বিবিধ যোগ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার প্রকৃত সেবকরূপে পরিচিত হইবারই উদ্দেশ্যে গত বৎসরের আদেশ ও প্রার্থনা। অপর দিকে আবার এ প্রকার যোগ সাধন করিতে গেলে বিশেষরূপে অন্তরে সেই অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করা আবশ্যক। এই হেতু ধ্যান বিষয়েও প্রকৃষ্ট বিধি সংস্থাপিত হইয়াছে। আর বিশেষ একটী ব্যাপারের উল্লেখ এস্থানে আবশ্যক। ধর্ম্ম পরিবার সংস্থাপনের যে, একটী নূতন অশ্রুতপূর্ব্ব চেষ্টা বিগত বর্ষে আমাদিগের বুদ্ধিগোচর হইয়াছিল, অদ্যাবধি যদিও তাহা সফল হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু যে স্বর্গীয় ভাব তাহার মধ্যে আছে তদ্দ্বারাই ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। ভ্রাতা ভগিনীর পরিত্রাণ ভিন্ন কোন ব্রাহ্মের নিজের পরিত্রাণ নাই, এই উপদেশে ব্রাহ্মেরা যে পরস্পরের মঙ্গল সাধনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন এমত নহে, কিন্তু স্ত্রীজাতির মঙ্গলের দিকেও তাঁহাদের বিলক্ষণ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে বোধ হয় এতদ্দ্বারা এদেশের অবলাকুলের বহুকালার্জ্জিত দুর্দ্দশা ও পরাধীনতা দূর হইবে। ব্রাহ্মিকা ভগিনীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের দিকে গত বৎসরে বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এবং ব্রাহ্মিকারাও তদ্বিষয়ে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গত বর্ষে যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। প্রচারকদিগের আবাস ভবন এই যত্নের ভূমি, ঈশ্বর এই ভূমিকে তাঁহার ইচ্ছা মত উর্ব্বরা করুন।

কার্য্য ও ভক্তির সামঞ্জস্য বিষয়ে উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তদনুসারে গত বৎসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এরূপ প্রবল কার্য্য-স্রোত নয়ন গোচর হয় যে, তেমন পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। এক ভারতসংস্কার সভা সংস্থাপনে ব্রাহ্মদিগের কার্য্যক্ষেত্র এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহার তুলনায় এদেশের কোন সভাই ইহার সদৃশ নহে। যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিধিমতে সকল জাতীয়, সকল সম্প্রদায়স্থ লোকের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতসংস্কার সভার সাম্বৎসরিক বিবরণে আপনারা ইহার সমুদয় তত্ত্ব জানিতে পারিবেন। আপাততঃ এস্থানে গুটিকতক মূল কথা কথিত হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গত বর্ষে কলি-কাতাকেই তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন, এরূপ নহে; কিন্তু অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাঁরা কেবল প্রত্যক্ষরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দান দ্বারা আপনাদিগের শুভ ইচ্ছা সাধন করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি জন্য কেহ ভারতসংস্কার সভার অধীনস্থ স্ত্রী বিদ্যালয়ে অনেকগুলি ভদ্র মহিলাকে জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা

দান করিয়াছেন; এবং যতদূর সম্ভব তৎসঙ্গে সত্য ধর্ম্মের নিয়ম তাঁহাদিগকে সুবিদিত করিতে ক্রটি করেন নাই। বামাদিগের উন্নতি বিধায়িনী সভায় উপস্থিত হইয়া, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে কেহ সদ্বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; কেহ কেহ বা সামান্য লোকদিগের উন্নতির জন্য নানা বিষয়ক প্রস্তাব প্রবন্ধ লিখিয়া, অল্প মূল্যের সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতসংস্কার সভার অধীন সুলভ সমাচার নামক অল্প মূল্যের সম্বাদ পত্রে এ সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে ভারতসংস্কার সভার সর্ব্বপ্রধান ও মঙ্গল বিষয়ক প্রায় সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় সুলভ সমাচার সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত কান্তি চন্দ্র মিত্র মহাশয় দাতব্য বিভাগের ভার লইয়া সুচারুরূপে লোকের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহার সাহায্যে অনেকের রোগ আরাম হইয়াছে, অনেকের দুঃখ নিবারণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অতিশয় উৎসাহের সহিত সামান্য লোকদিগের জন্য যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার ভার গ্রহণ ও সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ভারতসংস্কার সভা এ প্রকারে আমাদিগের জন্য কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। যাহা হউক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়েরা যে জগতের হিতের জন্য সকল বিষয়ে এরূপ উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের একটী অভিনব অবস্থা সমাগত হইয়াছে, বলিতে হইবে। গত বর্ষের কার্য্যের বিষয় সমালোচনা করিতে গেলে ব্রাহ্মবিবাহ

বিধি বিষয়ে অনেক বক্তব্য থাকে। যাহাতে এই বিধি ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা সংস্থাপিত হয়, এজন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিগত চারি বৎসর হইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। গত বর্ষে এ বিষয়ের আন্দোলন অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিক বিবাহ, অল্প বয়সে বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে, উচিত বয়ঃক্রমে বিবাহ, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিবাহ প্রভৃতি সমাজসংস্কারের অন্যান্য সুনিয়মের পক্ষে যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট আদরণীয় হইবেন সন্দেহ নাই। গত বর্ষে কন্যাদিগের বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম স্থিরীকরণ হেতু কংকগুলি প্রসিদ্ধ মানবদেহতত্ত্বজ্ঞ সুচিকিৎসকদিগের অভিপ্রায় অবগত হওয়া হইয়াছে, এবং তাহা প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মবিবাহ-প্রণালী শাস্ত্র সঙ্গত কি না সে বিষয়ে এদেশের সুপ্রসিদ্ধ নানা পণ্ডিতদিগের মতামত নবদ্বীপ ও কাশী হইতে সমানীত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ব্রাহ্মবিবাহ কদাপি শাস্ত্রসম্মত নহে এবং তজ্জন্য তাহা বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মবিবাহ বিধি বিষয়ে গত বৎসর যে আন্দোলনের কথা উল্লিখিত হইল, তাহার মধ্যে একটী সুগভীর বিষয় নিহিত রহিয়াছে, এবং তজ্জন্য কোন ব্রাহ্মেরই এই আন্দোলনে উদাসীন থাকা উচিত নহে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মবিবাহকে হিন্দুবিবাহরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের শাখামাত্ররূপে জগতের নিকট পরিচিত করিতে চাহেন। আর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মবিবাহের জন্য স্বতন্ত্র প্রণালী ও রাজবিধি সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতা স্বতন্ত্রতা ও উদারতা সংরক্ষা করিতে চাহেন। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজের

অন্তর্গত হইলে, ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দু বিবাহরূপে পরিগণিত হইলে, কতকগুলি ব্রাহ্ম সামাজিক উৎপীড়ন বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে এই সত্য ধর্ম্ম দেশের সহস্র সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল মাত্র একটী সম্প্রদায় হইয়া কালযাপন করিবেন। আর ব্রাহ্মসমাজ যদি সাধারণতঃ স্বতন্ত্র ধর্ম্মসমাজরূপে পরিগণিত হয়, তাহার বিশুদ্ধ উপাসনা, অনুষ্ঠান, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি যদ্যপি স্বতন্ত্ররূপে লোক-সমাজে সমাদৃত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সামাজিক উন্নতি বিষয়ে যে কতদূর সহায়তা হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; কেবল তাহাতে নহে সুশিক্ষা প্রভাবে লোকের মনে এক্ষণে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে যে সমস্ত ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে, যদি ব্রাহ্মসমাজ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া না চলিতে পারেন তাহা হইলে উন্নতিশীল ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে, এবং সময়ের পশ্চাদ্ভাগে পড়িয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধনে অক্ষম হইবেন। বিবাহ বিষয়ে সুভদ্র সত্যপরায়ণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কি মত? আর কি বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, স্ববর্ণ-বিবাহ মধ্যে এদেশের লোকমণ্ডলী বদ্ধ থাকিতে পারে? যদি না হয় তবে বিবাহ বিষয় যত শীঘ্র দেশীয় প্রথায় পরিবর্ত্তন হয় ততই ভাল। ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া যদ্যপি এই পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয় তবেই ভাল, নতুবা আপনা আপনি অন্যান্য প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, ইহা দেশকে নানা অনিষ্টে পরিপ্লাবিত করিবে। ইহার মধ্যেই এই অনিষ্টের প্রারম্ভ আমাদিগের নয়ন গোচর হয়। এই সমস্ত কারণের জন্যই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে বিবাহ-বিষয়ক নানা-অনিষ্ট-মূলক আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধীকৃত হয় তাহার জন্য এত উদ্যম এত চেষ্টা প্রকাশ

করিয়াছেন। বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৫ই আশ্বিন দিবসে টাউন হলে যে মহা সভা আহুত হয় সে সভায় কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারী অপৌত্তলিক বিবাহের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল এমত নহে, কিন্তু যাহাতে ব্রাহ্মবিবাহ মধ্যে বহুবিবাহ নিবারণ, উপযুক্ত বয়ঃক্রমে এবং সকল বর্ণ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয় তদ্বিষয়েও আবশ্যকতা বিলক্ষণরূপে প্রমাণীকৃত হয়। ব্রাহ্মবিবাহবিধি ব্যবস্থাপক সভা হইতে এখনও ব্যবস্থাপিত হয় নাই বটে, কিন্তু গবর্ণর জেনেরল্ সাহেব যে প্রতিজ্ঞা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি বিশ্বাস করিতে হয়, এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রধানতম মন্ত্রীদিগের আশ্বাসে যদ্যপি নির্ভর করিতে হয়, তবে এ বৎসর না যাইতে যাইতেই আমাদিগের বিবাহ বিধি ব্যবস্থা সঙ্গত হইবে। এতদ্দ্বারা পশ্চাদ্গামী, কিন্তু জনসমাজ-ভীত কতকগুলি ব্রাহ্ম-ভ্রাতার সঙ্কীর্ণ হৃদয় আরও সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ নিচয়ের সমূহ মঙ্গল নিশ্চয়।

সাধারণ ব্রাহ্মদিগের অবস্থা।

এখানে আমাদের কষ্টের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, সাধারণ ব্রাহ্মদিগের অবস্থা তাদৃশ সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীত হয় না। মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সমূহ মধ্যে যে প্রকার ভক্তির আন্দোলন উঠিয়াছিল এক্ষণে আর তাদৃশ আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং তাহার স্থলে কিঞ্চিৎ শুষ্কতা আসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু এরূপ ঘটনা ধর্ম্মজগতে সম্পূর্ণরূপে সম্ভাবিত, সময়ে সময়ে দেব-প্রসাদ আসিয়া যেরূপ আমাদিগকে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ করে সেইরূপ আমাদিগের কিঞ্চিৎ আত্মবল, বিশ্বাসবল থাকা নিতান্ত প্রয়োজন,

ইহারই অভাবে অনেক ব্রাহ্মসমাজে শুষ্কতা ও নির্জীব ভাব গত বৎসরে প্রবেশ করিয়াছে। ঈশ্বর করুন ইহা অচিরে দূর হউক। কিন্তু এ স্থলে ইহাও ব্যক্ত করা উচিত যে, যখনই ব্রাহ্মদিগের মনের অবস্থা মন্দ হইয়াছে তখনই তাঁহারা প্রচারকদিগের সহায়তার জন্য এই কার্য্যালয়ে আবেদন করিয়াছেন; কিন্তু সকল সময়ে যে আমরা তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিয়াছি এমন বলিতে পারি না। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না; এবং অনেক সময়ে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মদিগের নিকট এই কারণে অপরাধী হই। বিগত অগ্রহায়ণ মাসে বম্বে নগরের প্রার্থনা সমাজ হইতে বামন আবাজী মোডক নামক একটী উৎসাহী ব্রাহ্ম আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম বিভাগের বিশেষ অভাব জানাইয়া একটী প্রচারকের সাহায্যের জন্য আমাদিগের নিকট প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মবন্ধু সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহা অধিকাংশ ইহারই উদ্দেশে, আমরাও তাঁহার প্রস্তাবে এক প্রকার সম্মতি প্রকাশ করিয়াছি। বোধ হয় আগামী বর্ষে তাঁহাদিগের মধ্যে বম্বে প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়েও বিলক্ষণ উদ্যম অনুভূত হইবে। পুনা আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় একজন প্রচারক যাইতে পারেন। দক্ষিণ কানাড়া দেশে মাঙ্গালোর নামক স্থানে বিলাভার ও সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপ চলিতেছে। আমাদিগের প্রচারক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতে আসিবার পরেও মান্দ্রাজ প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। মান্দ্রাজে বেঙ্গালোর, সেলেম, কাডালোর প্রভৃতি

নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে একটী উৎসাহের ভাব বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। গত বৎসর মান্দ্রাজ নগরে একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজের ন্যায় ভ্রমকুসংস্কার-পূর্ণ, পৌত্তলিকতার দুর্গস্বরূপ স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে বিবাহের অনুষ্ঠান হওয়া নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে, এতদ্দ্বারা জনসমাজে এমন প্রবল আঘাত লাগে যে তাহাতে অনেক কর্ম্ম হয়। উড়িষ্যায় আমাদিগের বিজ্ঞবর বন্ধু শ্রীযুক্ত হরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে সুশিক্ষিত উড়িষ্যাভ্রাতাগণ অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। উৎকল ব্রাহ্মসমাজ ও কটক ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের দ্বারাই তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব শিক্ষা করিতেছেন। পঞ্জাব প্রদেশে প্রচারকদিগের আয়াসে সত্যধর্ম্মের মহিমা বিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে। অমৃতসর নগরে শিখদিগের ধর্ম্মের দুর্গের মধ্যদেশে গুরুদরবারের মধ্যে আমাদিগের প্রচারকেরা ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিয়াছেন, পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ বৃত্তান্ত আপনারা স্থানান্তরে শুনিবেন, এখানে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে পঞ্জাবী ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটী বিশেষ যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে। যে সৎসঙ্গত অর্থাৎ পঞ্জাবী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবীগণ একত্র হিন্দি ভাষাতে উপাসনা করেন, এবং সেখানকার মনোহর সঙ্গীত প্রণালীতে সকলেই সমানরূপে মুগ্ধ হয়েন, পঞ্জাব দেশ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের একটী বিশেষ ক্ষেত্র।

———•

ব্রাহ্মবন্ধু সভার কার্য্য বিবরণ।

ভাদ্র, ১৭৯৪ শক ; ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সি, এইচ, এ, ডাল সাহেব বলিলেন ;

ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন বিশেষ মত নাই। "ঈশ্বর" এই কথা বলিলেই ইহার সকল মত বলা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতা অথবা অদ্বৈতবাদ নহে। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা তাঁহাকে সমস্ত মনের সহিত সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভালবাসার নামই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম পুরাকালে য়ীহুদী জাতির মধ্যে ছিল। ইব্রাহিম, আইজেয়া ও ডেনিয়েল সকলেই ব্রাহ্ম ছিলেন। পৃথিবীতে যে দশটী বৃহৎ ধর্ম্ম আছে, সকলেরই মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে। সত্য বটে, এদেশে অনেকে কেবলই ব্রাহ্ম বলিয়া আখ্যাত, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম একটী সাধারণ ধর্ম্মমাত্র। সকল ধর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মের লোকের ব্রাহ্মধর্ম্মে অধিকার। কিন্তু সকল ধর্ম্মের লোকই আপন আপন বিশেষ ভাব, বিশেষ প্রকৃতি দিয়া ঈশ্বরের নিকট চলিয়া যাইবে ; এইজন্য ব্রাহ্ম হইতে গেলে, অন্যান্য ধর্ম্মসূচক সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে হয় না। হিন্দু ব্রাহ্ম, মুসলমান ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ব্রাহ্ম এ সকল নামই থাকিবে ; কারণ যেমন এক ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া সকলের মধ্যে একতা আছে, তেমনই আবার বিশেষ বিশেষ স্বতন্ত্র ভাব, চিন্তাপ্রণালী ও কার্য্য প্রণালী আছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিচিত্রতা আছে। "ব্রাহ্ম" এটী সাধারণ নাম। হিন্দু, মুসলমান অথবা খৃষ্টান এটী বিশেষ নাম। ব্রাহ্ম শব্দ শ্রেণীবাচক। হিন্দু বা খৃষ্টান শব্দ উপশ্রেণীবাচক। ঈশ্বরের নিকট যাইবার জন্য নানা পথ রহিয়াছে ; ঈশা মহম্মদ বুদ্ধ সকলেরই মধ্য

দিয়া তথায় যাওয়া যায়। মহাত্মা থিয়োডোর পার্কার বলিয়া গিয়াছেন, যে কোন কালে যে কোন দেশে সদ্গুণ সদ্ভাব ও সদনুষ্ঠান দেখা যায় তাহা খৃষ্টীয় সদ্গুণ, খৃষ্টীয় সদ্ভাব ও খৃষ্টীয় সদনুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আমি তাহা স্বীকার করি না। উদারতা একই পদার্থ, কিন্তু যেমন পারসী উদারতা, হিন্দু উদারতা, খৃষ্টান উদারতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদারতা আছে—কারণ উদারতা সকল ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয়—সেইরূপ সদ্গুণ যে ধর্ম্মে থাকুক না কেন তাহা সেই ধর্ম্মের সদ্গুণ। সকল সদ্গুণ খৃষ্টীয় সদ্গুণ নহে। অন্যান্য ধর্ম্ম অপূর্ণ, ভ্রম মিশ্রিত। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম—কুসংস্কারপূর্ণ খৃষ্ট ধর্ম্ম নহে, সেই ধর্ম্ম—যাহা ঈশা বাক্য ও জীবন দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহাই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহার মধ্যে সকলই সত্য, মিথ্যা নাই। এই কারণেই মহাত্মা রামমোহন রায় ঈশার উপদেশকে সুখ শান্তি পথের একমাত্র নেতা বলিয়া স্বীকার করিতেন। ঈশাই একমাত্র নেতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অতএব ঈশ্বর আমাদের পিতা, মনুষ্য আমাদিগের ভ্রাতা এবং ঈশা আমাদিগের নেতা ইহাই ব্রাহ্মের মূল বিশ্বাস।

পরিশেষে বক্তা উপস্থিত সভ্য ও ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠ হইতে অনুরোধ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, উমানাথ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীচরণ ঘোষ (জনৈক এদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী) এবং কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে বাক্‌বিতণ্ডা উৎসাহের সহিত হইতে আরম্ভ হইল।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাস এই কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিবার

জন্যই এত গোলযোগ হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে এমন কোন কথা নাই যাহা স্বীকার করিবা মাত্র পরিত্রাণ হয়, অস্বীকার করিলেই নরকে গমন করিতে হয়। আমাদিগের মূল বিশ্বাস বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার্য্য কতকগুলি শুষ্ক মত মাত্র নহে, ইহা আধ্যাত্মিক, আত্মার মধ্যে নিহিত থাকে। ইহা দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে সকল প্রকার অসত্য কুসংস্কারকে বিদলিত করিতে আদেশ করেন, সকল প্রকার সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে, সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে এবং সকল দুষ্কর্ম্ম ও পাপ পরিহার করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, আমাদিগকে সেই প্রকার পূর্ণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আদেশ করেন। ঈশ্বরই আমাদিগের সর্ব্বস্ব, আমরা তাঁহারই নিকট সকল সময় প্রার্থনা করি এবং তিনিই আমাদিগকে সত্যের পথে, প্রেমের পথে, পরিত্রাণের পথে লইয়া যান। সত্য বটে, ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস কি অন্য লোক ইহা ঠিক করিয়া জানিতে পারেন না। এই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এক ইংলণ্ডেই প্রায় ২০০ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের মূল বিশ্বাস কি তাহা কে স্থির করিতে সক্ষম হয়? ঈশা আমাদিগের নেতা কি না, একজন খৃষ্টান আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া ব্রাহ্ম হইতে পারেন কি না, "ব্রাহ্ম-খৃষ্টান" কাহাকেও বলা যাইতে পারে কি না এ সকল বিষয় লইয়া অনেক কথা হইল। ব্রাহ্ম বলিলে ঈশ্বরের উদার ধর্ম্মাবলম্বীকেই বুঝায়, খৃষ্টানকে নহে। যদি খৃষ্টধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে এক অর্থবোধক খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম এ দুইটী বিশেষণের প্রয়োজন থাকিত না। ব্রাহ্ম-ব্রাহ্ম বলা যেরূপ অর্থহীন, খৃষ্টান-ব্রাহ্ম শব্দও সেইরূপ অর্থশূন্য কথা হইত, কিন্তু তাহা নহে। এ দুই কথায় যে বিভিন্ন অর্থ হয়, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি, সেইজন্য এরূপ

বৃথা বাক্যাড়ম্বর দ্বারা দুইটী বিভিন্ন পদার্থকে অন্যায়রূপে এক করিতে চাই। ব্রাহ্ম বলিলে যাহা বুঝায়, খৃষ্টান বলিলে তাহা বুঝায় না, অতএব "খৃষ্টান-ব্রাহ্ম" এবং ত্রিকোণ-বৃত্ত অথবা চতুষ্কোণ-ত্রিকোণ এ সমুদয়ই অর্থশূন্য কথা। ঈশ্বরই আমাদিগের নেতা ও পরিত্রাতা, কোন মনুষ্য বিশেষ নহে। রামমোহন রায় বা অন্য কোন মনুষ্য আমাদিগের নেতা হইতে পারেন না, তাঁহাদিগের সকল কথা আমাদিগের মানিতে হইবে এরূপ নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যাইলেই আমরা যাইতে পারি, সত্য বুঝিতে পারি, তাহা না হইলে ঈশা ও চৈতন্য, বাইবেল এবং অপরাপর ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগের পক্ষে কিছুই হয় না। কে আমাদিগকে সত্যের জন্য ঈশার ও বাইবেলের নিকট লইয়া যায়? কে আমাদিগকে তাঁহাদিগের নিকট যাইবার শুভ বুদ্ধি ও তাঁহাদের কথা বুঝিবার ও তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা দেন? তাঁহাদের দ্বারা কে আমাদিগের হৃদয়কে আলোকিত করেন? ঈশ্বর স্বয়ং না দিলে আমরা কিছুই পাইতে পারি না, না বুঝালে কিছুই বুঝিতে পারি না। তাঁহারই দ্বারা চালিত হইয়া আমরা বৃক্ষ লতা চন্দ্র সূর্য্য নদী পর্ব্বত—সকলেরই মধ্যে পরিত্রাণের কথা পাঠ করি, হৃদয় আলোকিত করিয়া লই। চৈতন্য মহম্মদ প্রভৃতি সকলেরই নিকট তিনিই লইয়া যান, তাই আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে আলোক গ্রহণ করি। আমরা তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঈশার নিকট গমন করি ও তাঁহাকে বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্মের এইটী বিশেষ লক্ষণ যে, ঈশ্বর অগ্রে অগ্রে গমন করেন এবং পরিত্রাণের সহায় ও উপায় সকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া যায়। আমরা কাহাকেও ঈশ্বরকে অতিক্রম

করিতে দিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র নেতা ও পরিত্রাতা বলিয়া আমরা অহঙ্কারীর ন্যায় কোন সাধু ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। সকলেরই পদতলে বসিয়া বিনীত ভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করিব. সকল সাধু ব্যক্তিরা আমাদিগের ধর্ম্ম পথের সহায় মাত্র। গৃহ নির্ম্মাতারা যেমন কিছুদিনের সহায়তার জন্য ভারা নির্ম্মাণ করে, কার্য্য সাধন হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, আমরাও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য সেইরূপ কিছুকালের জন্য সাধুদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব, কিন্তু গন্য স্থানে যাইতে পারিলেই আর সে সমস্ত উপায়ের প্রয়োজন থাকিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নিকট সকল প্রকার জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা চলিয়া যায়, সেখানে ইউরোপীয় ও এসিয়াস্থ, খৃষ্টান ও হিন্দু এ সমস্ত সঙ্কীর্ণ ভাব স্থান পায় না। স্বর্গরাজ্যের দ্বাররক্ষক ঈশা মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতি বলিয়া চেনেন না যে, আমরা তাঁহাদিগের নাম লইয়া সেখানে অনায়াসে চলিয়া যাইব। তিনি আমাদের কাহাকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, তোমরা কাহার দলের লোক? তোমাদের সেনাপতি কে? তিনি আমাদিগের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না কেবল তাহাই দেখেন। ঈশা, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষের সেনাদল ও শিষ্যদিগকে অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে কিছু তিনি তথায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান দিবেন না, সেখানে যাহার অন্তর বিশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তিনিই কেবল স্থান পান। সেখানে সকলেই এক, পরস্পরের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, কোন বিভিন্নতা নাই। ঈশ্বর পিতা পরিত্রাতা ও নেতা, তিনিই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। সকল মনুষ্যই ভ্রাতা, সকলই এক পরিবার। কেন আমরা তবে এক্ষণে অকারণ এক একটী বৃথা নাম লইয়া বিবাদ করিয়া মরি? আইস আমরা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরেরই শিষ্য, ঈশ্বরেরই অনুচর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিই।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।

অপরাহ্ণ, শুক্রবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৪ শক;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

বেলা চারি ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়। প্রায় ৩২টী সমাজের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, লাহোর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, মুলতান, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিং, কৃষ্ণনগর, কোন্নগর, হরিনাভি, কুমারখালি, ওসমানপুর, বাগআঁচড়া, বোয়ালিয়া, রঙ্গপুর, কটক, কালীঘাট, বরাহনগর, বম্বে, মান্দ্রাজ, ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আমূল বিবরণ পাঠ করেন। প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত কে কতদিন কোন্ কোন্ স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইয়াছিল এবং অনেক স্থানে যাহা প্রচার কার্য্য হইয়াছে তাহা সাধারণ ভাবে বিবৃত হইয়াছিল। পরে শ্রীযুক্ত

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা বিধেয়। এখন প্রচারকার্য্যক্ষেত্র যাহাতে অত্যন্ত প্রশস্ত হয় সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ উপায় অবলম্বন করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, এইক্ষণে হিন্দু মহিলাগণের মধ্যে ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক, যাহাতে অন্তঃপুরে জ্ঞান ধর্ম্মের আলোক বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হয়; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহার বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ উদারভাবে অন্যান্য সমুদয় লোককে দর্শন করেন। উদার হইতে গিয়া লোকে ঈশ্বর, বিবেক ও সত্যে জলাঞ্জলি দিয়া দুশ্চরিত্র ও ধর্ম্মহীন হইয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নিজের বিশ্বাস ও মত দৃঢ় রাখিয়া অপর সম্প্রদায়গণের সহিত সাধু অনুষ্ঠান ও হিতকর কার্য্যে যোগ দিবেন। চতুর্থতঃ শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ সেন প্রস্তাব করেন যে, ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা অনেক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। পঞ্চমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, ইংলণ্ডস্থ কুমারী সোফিয়া ডবসন্ কলেট, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের অনেক উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ষষ্ঠতঃ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাব করেন যে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মনি ও ইটালিস্থ যে সকল মহাত্মাগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের সহিত এক যোগে আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা করা আবশ্যক। অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন যে, এখন যেরূপ মদ্যপানের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতেই তন্নিবারণের উপায় করা আবশ্যক। অবশেষে আর কয়েকটী বিষয় নির্দ্ধারিত হইলে রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মদিগের এইরূপ সাধারণ সভা হইলে বড় উপকার। সময়ের অল্পতা নিবন্ধন সে দিন অনেক বিষয় রহিত হইয়া গেল।

চতুশ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা।

অপরাহ্ণ, বুধবার, ৯ই মাঘ, ১৭৯৫ শক;
২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

বেলা ৩টার পর ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভায় প্রায়: দুই শত ব্রাহ্ম সমুপস্থিত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র গত বর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিলেন; সম্বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯৪২৶৫ আয় এবং ৫৬৩১৸৶১০ ব্যয় হইয়াছে; ইহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গত বর্ষে ৬৮৯৸৫ টাকা ঋণী হইয়াছেন। ব্যয়িত টাকার মধ্যে প্রচারকদিগের ও তাঁহাদের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রতি ব্যক্তির মাসিক ৭৲ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে। উপস্থিত ঋণ পরিশোধ

এবং ভবিষ্যতে অর্থের অসঙ্কুলান নিবারণার্থে কোন্নগর বাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রস্তাব করিলেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সহায়তা জন্য সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রতিনিধিস্বরূপ "ব্রাহ্ম প্রচার সভা" নামে একটী সভা সংস্থাপিত হয়।

সিন্ধু, পঞ্জাব, এলাহাবাদ, বেহার প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণ ও কলিকাতার কয়েকজন ব্রাহ্ম অর্থ সংগ্রহার্থে দানের নিয়ম সম্বন্ধে বিবিধ প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু দোকড়ি ঘোষ উক্ত বিষয়ের পোষকতায় ইংরাজীতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রচারকদিগের প্রতিনিধিরূপে কহিলেন, প্রচার সম্বন্ধে সাধারণের অর্থানুকূল্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রচার সম্বন্ধীয় সমুদয় তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় সাধারণের অর্থানুকল্যের উপর নির্ভর করিয়া কেহ প্রচার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করেন নাই এবং সাধারণের উপর তাঁহাদের কোন দাবী নাই, তবে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যিনি যাহা ভিক্ষা দিবেন, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিবেন, সাধারণের ভিক্ষার উপর সন্তুষ্ট থাকা তাঁহাদের গৌরবের বিষয় এবং ভিক্ষা ভিন্ন অন্য দান তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধারণ ব্রাহ্মগণ প্রচারকদিগের পিতা স্বরূপ। মাসিক, বার্ষি[illegible] বা এক কালীন নিয়মে তাঁহারা ভিক্ষা দিবেন কি দিবেন না তাহা তাঁহাদের বিবেচনার বিষয়। প্রস্তাবিত সভায় প্রচারকদিগের যোগ থাকিবে না। পরে দোকড়ি বাবুর পোষকতায় শিবচন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সাধারণের অভিমতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল; এবং উপস্থিত ব্রাহ্মগণের দ্বারা নিম্নলিখিত ব্রাহ্মগণ "ব্রাহ্ম প্রচার সভার" সভ্য মনোনীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব, বাবু জয়গোপাল সেন, বাবু গুরুচরণ

মহলানবিস, বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক, বাবু দোকড়ি ঘোষ, বাবু দুর্গামোহন দাস।

উপরোক্ত সভা ইচ্ছামত সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

প্রচারকদিগের প্রতিনিধি হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বলিলেন, গত বর্ষে অসহায় নিঃসম্বল প্রচারকদিগের সাহায্যার্থে সাধারণে তাঁহাদের পিতার স্বরূপ হইয়া স্নেহের সহিত তাঁহাদিগকে যে অর্থানুকূল্য করিয়াছেন, যাহা দ্বারা প্রচারকদিগের অন্ন বস্ত্র ও তাঁহাদের পুত্র কন্যার বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে, তাহার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস ও বাবু দোকড়ি ঘোষ প্রচারক-দিগের অভাব মোচনের জন্য যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন, তাহার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র তাঁহাদিগকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রস্তাব করিলেন যে, বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী স্থিরীকৃত হয় নাই, এই অভাব মোচনের জন্য একখানি অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সাধারণের অবগতির জন্য বলিলেন, যখন প্রচার কার্য্যের সূত্রপাত হয়, তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১৮ জন প্রচার-কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত আছেন। সকলেই প্রচারক নামে আখ্যাত হয়েন নাই, কারণ প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এক বৎসর সুন্দররূপে কার্য্য করিলে, পরে

প্রচারক বলিয়া পরিচিত হইবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নাম পঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ বসু, অঘোরনাথ গুপ্ত, উমানাথ গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, প্যারী মোহন চৌধুরী, বঙ্গচন্দ্র রায়, প্রসন্নকুমার সেন, দীননাথ মজুমদার, বনোয়ারি লাল, গিরিশচন্দ্র সেন, রামকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীধরালু নায়ডু।

তিনি আরও বলিলেন ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩টী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, যথা ;—

বঙ্গদেশ ৬৯, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ৭, অযোধ্যা বিভাগ ১, রাজপুতানা ১, মধ্যভারত ১, পঞ্জাব ৪, মান্দ্রাজ ৪, সিন্ধু ২, বোম্বাই ৪।

এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডীয় মহানগর লণ্ডনের অধিবাসী বঙ্গদেশীয়েরা তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে তদ্দেশীয় ব্রাহ্মদিগেরও কয়টী সমাজ আছে।

গত বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, যথা ;—

ইংরাজি পঞ্জিকা ও স্মরণ পুস্তক, (ডায়রি) থিষ্টিক্ অ্যানুএল, প্রার্থনামালা, উপাসনা প্রণালী, প্রত্যাদেশ বিষয়ক বক্তৃতা থিষ্টিক্ এসেজ, ইউনিটি এমং দি নেটিব্‌স (পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে), হিন্দি আত্মতত্ত্ব বিদ্যা, সঙ্কীর্ত্তন, (পঞ্জাব হইতে)।

ভারতাশ্রমবাসিদিগের তালিকা যথা ;—

পুরুষ ২৮, স্ত্রী ৩৫, বালক ১৭, বালিকা ২২, সর্ব্বশুদ্ধ ১০২।

ব্রাহ্ম-নিকেতনবাসীদিগের তালিকা যথা ;—

বঙ্গবাসী ২১, বেহারবাসী ২, উড়িষ্যাবাসী ১, সিন্ধুবাসী ১, মান্দ্রাজবাসী ১, লঙ্কাদ্বীপবাসী ১, সর্ব্বসমষ্টি ২৭।

পরে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও তাহার উপায় সম্বন্ধে স্ব স্ব লিখিত এক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, যথা ;—

সিন্ধুবাসী শ্রীযুক্ত নেভালরায় আদ্‌ভানি, লাহোরবাসী লালা রলা রাম, রামচন্দ্র সিংহ, দেরাডুনবাসী গোপালচন্দ্র সরকার, ভাগলপুরবাসী বনোয়ারি লাল, মুঙ্গের নিবাসী দ্বারকানাথ বাগচি, উড়িষ্যা নিবাসী চতুর্ভুজ পট্টনায়ক।

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ সেন এখনকার শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে ধর্ম্মের অভাব এবং কি প্রণালীতে তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে, এই বিষয়ে ইংরাজিতে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন, যথা ;—

মান্দ্রাজ	শ্রীযুক্ত	শ্যামসুন্দরং পিলে।
এলাহাবাদ	„	যদুনাথ ঘোষ।
লক্ষ্ণৌ	„	গুরুচরণ গণ।
গয়া	„	শ্যামাচরণ সেন।
ঢাকা	„	বঙ্গচন্দ্র রায় ও
	„	কালীনারায়ণ রায়।
বরাহনগর	„	চন্দ্রনাথ চৌধুরী।
বালেশ্বর	„	ভগবানচন্দ্র দাস।
আসাম, গোয়ালপাড়া	„	প্রসন্নকুমার ঘোষ।
আসাম, নওগাঁ	„	গুরুনাথ দত্ত।

বাগআঁচড়া	শ্রীযুক্ত	রূপচাঁদ মল্লিক।
কোন্নগর	„	শিবচন্দ্র দেব।
চন্দন নগর	„	পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।
বারুইপুর	„	শিবহরি পাঠক।
হরিনাভি	„	উমেশচন্দ্র দত্ত।

গোয়ালপাড়া ও নওগাঁর প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের প্রদেশে জনৈক প্রচারকের গমন জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে ও সাধারণের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা কয়টী লিপিবদ্ধ হইল, যথা ;—

দূরদেশীয় এক-ঈশ্বরবাদী সমধর্ম্মীগণ যাঁহারা সত্য প্রচারের জন্য আয়াস স্বীকার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতি সম্ভাষণের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

মহামান্য শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারলের নিকট আব্‌গারি আইন সংশোধনের প্রার্থনায় ইতিপূর্ব্বে দুইখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। প্রতিনিধি সভা তাহার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, এবং আশা করিতেছেন যে তাহাতে সুফল প্রসূত হইবে।

ভারত অশ্লীলতা নিবারিণী সভার সংস্থাপন জন্য ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং দেশ বিদেশস্থ ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, সকলে দেশের এই সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া অশ্লীলতা নিবারিণী সভাকে সহায়তা করেন। পরে রাত্রি ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

পঞ্চচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক বিবরণ।

সায়ংকাল, বৃহস্পতিবার, ৯ই মাঘ, ১৭৯৬ শক;
২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

বিগত ব্রাহ্মসম্বৎসর একটী গুরুতর ঘটনাপূর্ণ বৎসর। এক দিকে সাধনের উচ্চতর বিধি ও প্রণালী সম্বন্ধে যেমন অনেক উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে, অপর দিকে ব্রাহ্মগণের সাংসারিক জীবনের সহিত ঐ সমস্ত বিধানের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া অনেক সারগ্রাহী সাধককে বিশেষ পরীক্ষা এবং শিক্ষণীয় অবস্থার মধ্য দিয়া আনয়ন করিয়াছে। একটী বৎসরকাল ব্রাহ্মসমাজের উপর দিয়া অতি ভয়ঙ্কর বাত্যা চলিয়া গিয়াছে। মহা সমারোহের সহিত চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল, প্রেমপরিবার সাধনের বিশেষ বিধান বিধিমত প্রকারে প্রচারিত হইল, আনন্দ উৎসাহে সকলেরই হৃদ্‌পদ্ম বিকশিত হইল, কিন্তু হৃদয়ের একটী গুপ্ত স্থানে যে পাপ লুক্কায়িত ছিল তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িল না। অল্প কয়েক মাস পরে সেইজন্য এক হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হইয়া সকলের মনকে বিক্ষিপ্ত করিল। ইহা দ্বারা বন্ধুবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়া অনেকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। গৃহবিবাদানলে পতিত হইয়া ব্রাহ্মগণ আপনাদের বক্ষে আপনারা অস্ত্রাঘাত করিলেন, দলভ্রষ্ট হইয়া কাহারও বা হৃদয় কঠোর এবং মন

দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, কেহ কেহ যেমন প্রবল উদ্যমের সহিত উচ্চ স্থানে উঠিতেছিলেন তেমনই জোরের সহিত নিম্নে পতিত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে এক সময় যে সকল সত্যকে পরিত্রাণ লাভের অমোঘ সহায় বলিতেন, পরে তাহাদিগকেই আবার অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা এই অবসরে পলায়ন করিলেন। এমন সকল অপ্রত্যাশিত স্থানে এ আন্দোলন প্রবেশ করিয়াছিল যে, তাহা এখন স্মরণ করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়। ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম উভয়ের দ্বারাই গত বৎসর ব্রাহ্মসমাজকে বহু অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। বিবাদ তরঙ্গ কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলে পুনরায় আমরা জীবন-তরণী ভাসাইব বলিয়া আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি। সুখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যেও সাধনের পন্থা অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে এবং অনেক গভীর সত্য আবিষ্কৃত হইয়া প্রচার কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে। নাগরিক আন্দোলন বিদেশের কার্য্যের বিশেষ কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই।

অদ্য সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের এক সাধারণ সভা হয়, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভার সার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রচার বৃত্তান্ত এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

গত বৎসর যে ১৮ জন প্রচারকের নাম লিখিত হয় তন্মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীধরালু নাইড়ু উৎসবের অল্পদিন পরেই পরলোক গমন করিয়াছেন। এবং বেহার দেশবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারি লাল ঋণদায়গ্রস্ত হইয়া রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। বনোয়ারি বাবু প্রচারব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় চাকরী

করিতেছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত আছি। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দিন এবং তাঁহাকে পতনের অবস্থা হইতে রক্ষা করুন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে শিথিলতা এবং উন্নত ব্রত সাধনে চঞ্চলতা দর্শন করিয়া আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে অনুযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। যাঁহারা সমস্ত জীবন এ কার্য্যে উৎসর্গ করিতে না পারিবেন তাঁহারা সাময়িক উত্তেজনায় বশীভূত হইয়া যেন ইহাতে কখন প্রবৃত্ত না হন।

গত বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৭,৮৬৬৶১০ আয়, তাহার মধ্যে ৬,৪৮০৶৫ ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা ঋণ পরিশোধ। প্রচার-কার্য্যালয় এখনও ৭০০৲ টাকা ঋণগ্রস্ত। গত বর্ষে প্রচারক পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য একটী সভা হয়। ইহার সম্পাদক আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দোকড়ি ঘোষ প্রচার-কার্য্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং ঋণ পরিশোধের জন্য বহু আয়াসে নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন। লণ্ডন নগর-বাসিনী আমাদের মাননীয়া ভগ্নী শ্রীমতী কুমারী কলেট আপন ইচ্ছায় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ৭২৫৲ টাকা প্রেরণ করেন। প্রচার-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র তাঁহাদিগের এবং অন্যান্য দাতাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মসমাজ সমূহকেও ধন্যবাদ দিয়াছেন।

প্রচার বিবরণ ঃ—শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য, সঙ্গতসভার আলোচনা, উপাসকসভার সভাপতিত্ব, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লেখা, প্রধান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে সদালাপ এবং সাক্ষাৎ, প্রতিদিনের উপাসনা, পুস্তক মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি এখানকার এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন

করিয়াছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রযুক্ত মস্তকের পীড়ায় কাতর হইয়া অনেক সময় তাঁহাকে কার্য্য বন্ধ করিতে হইয়াছিল। শরীর আরোগ্যের জন্য হাজারীবাগ গমন করিয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদি করেন। অল্পকালের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গের, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ এবং ইন্দোরে গিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে ইন্দোরের মহারাজা এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী স্যর মাধব রাওয়ের সহিত বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছে। তথায় পাঁচ দিন তিনি ছিলেন। পাঁচ দিনই ইংরাজিতে বক্তৃতা এবং উপাসনাদি হইয়াছিল। আরও কয়েকটী ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গত চৈত্র মাসে ইউরোপে গমন করেন, অগ্রহায়ণ মাসে তথা হইতে ফিরিয়া আসেন। এই দীর্ঘকাল তিনি ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, জার্ম্মনি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ ভ্রমণ করিয়া তদ্দেশের বিখ্যাত জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের সহিত বিবিধ বিষয়ে সদালাপ করেন, এবং এক শত সভায় বক্তারূপে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ সহস্র লোকের নিকট ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সে দেশের একেশ্বরবাদী এবং উদার খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। আমেরিকা যাইবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু নানা কারণে তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু রাণীগঞ্জ, গয়া, জব্বলপুর, বাঁকিপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে গমন করেন। ম্যাঙ্গালোর এবং ব্যাঙ্গালোর এই দুইটী স্থান তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র

ছিল। ব্যাঙ্গালোর নগরে তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতা শুনিবার জন্য ৬।৭ শত লোক একত্রিত হইত। ম্যাঙ্গালোরে তিনি সপরিবারে কিছুকাল ছিলেন। সেখানকার মেঃ আরাছাপা একজন ব্রাহ্ম, প্রচার-কার্য্যের সহায়তা এবং প্রচারক পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রায় এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। ব্যাঙ্গালোর নগরে তিনটী সমাজ আছে, তন্মধ্যে একটী সৈনিক নিবাসে। প্রায় ত্রিশ জন সৈন্য এবং সুবেদার হাওয়ালদার এ সভার সভ্য। তাঁহাদের ফটোগ্রাফ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সৈন্য ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সুদীর্ঘ কলেবর এবং উৎসাহপূর্ণ মুখশ্রী অবলোকনে আমরা বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। ব্যাঙ্গালোরে সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের একটী এবং বিলোয়ার নামক শূদ্রদিগের একটী এই দুইটী সমাজ আছে। অমৃত বাবু সেখানে প্রতি দিন ও প্রতি সপ্তাহ হিন্দী এবং ইংরাজি ভাষায় উপাসনা এবং বক্তৃতা করিতেন। শ্রীযুক্ত কল্যাণপুর ভ্যাঙ্কট রাও নামক একটী সারস্বত ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব যুবা উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি এখানে ধর্ম্মশিক্ষা করিতেছেন। অমৃত বাবু অল্প সময়ের জন্য মান্দ্রাজ নগরেও একবার গিয়াছিলেন। আর একটী পল্লীগ্রামে যাইয়া খৃষ্টীয়ান পাদরীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া একটী যুবাকে ব্রাহ্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ সমাজ দর্শন করিয়া মুঙ্গের গমন করেন, তথা হইতে এলাহাবাদ সপরিবারে কিছুকাল বাস করেন। এলাহাবাদকে মধ্যবিন্দু করিয়া তিনি মৃজাপুর, জব্বলপুর, বাঁকিপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরেলী, গাঁজিয়াবাদ, দিল্লী, দেরাডুন প্রভৃতি স্থানে হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গালীদিগের নিকট কার্য্য করিয়াছেন।

এক বৎসর কাল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিতি করিয়া তিনি উর্দ্দু এবং হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এই দুই ভাষায় সে দেশের লোকদিগের মধ্যে প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং কথোপকথন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এলাহাবাদস্থ কয়েকটী ব্রাহ্মপরিবারে ধর্ম্ম এবং জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উৎকট পীড়া নিবন্ধন সমুদয় বৎসর কলিকাতায় ছিলেন। তিনি সুলভ সমাচার পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মমন্দিরে এবং কোন কোন শাখা সমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং কলিকাতা স্কুলে নীতি শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কলিকাতা অবস্থান কালে তালতলা, বেনেপুকুর, শাঁখারিটোলা সমাজে উপাসনা; সঙ্গীত সংগ্রহ এবং সঙ্গীতপুস্তক মুদ্রাঙ্কন, একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা সম্পাদন এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মফঃস্বলে হাজারীবাগ, পচাম্বা, হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ১৭।১৮টী পল্লী এবং উপনগর পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার কুমারখালী, গৌরনগর, সিলাইদহ, পাবনা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া মুঙ্গের এবং জামালপুর নগরে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। পর্য্যায়ক্রমে উক্ত দুই স্থানের সমাজে এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মপরিবারে বাঙ্গালায় এবং হিন্দুস্থানীদিগের জন্য হিন্দীতে বক্তৃতা ও উপাসনা করিতেন। বাঁকিপুর, পচাম্বা, রাণীগঞ্জ, রামপুর হাট প্রভৃতি স্থানেও কিছুদিন করিয়াছিলেন। শেষোল্লিখিত স্থানে একটী নূতন সমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতায় স্ত্রী-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং কোন কোন সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মফঃস্বলে মান্দ্রাজ, মহীসুর, পুনা, বোম্বে, লাহোর, লুধিয়ানা, অমৃতসহর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, গাজিপুর, বেলানগর পরিভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজি ও হিন্দী ভাষায় উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন। লাহোর নগরে সপরিবারে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া নিয়মিতরূপে তথাকার সমাজের এবং অন্যান্য স্থানে কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, কালীকচ্ছ, কুমিল্লা ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ এবং বক্তৃতা ও উপাসনা আলোচনা দ্বারা প্রচার, কলিকাতায় কিছুদিন স্ত্রী-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান, মিরার পত্রিকার সহায়তা, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখন এবং ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত কিছুদিন ভারত আশ্রমের অধ্যক্ষতা এবং উপাসনা, কুমারখালী ভ্রমণ, কলিকাতায় মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মমন্দিরে এবং কোন কোন স্থানীয় সমাজে উপাসনা, স্ত্রী-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান এবং তত্ত্বাবধান, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখন ইত্যাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মিরার যন্ত্রের তত্ত্বাবধান, ব্রাহ্ম-নিকেতনের অধ্যক্ষতা এবং মধ্যে মধ্যে উপাসনা, আরও দুই একটী সমাজে কিছুদিন নিয়মিত উপাসনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণের ভার নির্ব্বাহ, আশ্রমের অধ্যক্ষতা, প্রচার কার্য্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ এবং কয়েকটী পরিবারে উপাসনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের উপদেশ

লিখন, কলিকাতা বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষা দান, মিরার পত্রিকার সহায়তা, মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করা প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় ঢাকা সমাজের উপাসনা, সঙ্গতসভায় ধর্ম্মালোচনা, পারিবারিক নিত্য উপাসনা এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দান এবং মফঃস্বলের কোন কোন স্থান ভ্রমণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ, কলিকাতায় স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য, কোন্নগর ও সিমলা ব্রাহ্মসমাজে কিছুদিন নিয়মিত উপাসনা, এবং ঢাকায় অবস্থিতি কালে "বঙ্গবন্ধু" নামক পত্রিকা সম্পাদন, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য্য প্রায় এক বৎসর কাল উড়িষ্যা প্রদেশে থাকিয়া তথাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি বালেশ্বরে কয়েক মাস একটী ব্রাহ্ম-বিদ্যালয় আর একটী সাধারণ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান, এবং সমাজে উপাসনা ও উড়িয়্যা ভাষার এক পত্রিকায় ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কটক, পুরী, ঢেন্‌কানল খুরদা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা ও উপাসনা করিয়াছেন। ঢেন্‌কানলের রাজা তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাসাদে উপাসনা হইয়াছিল।

সংক্ষেপে প্রচারকদিগের গত বর্ষের কার্য্যের স্থূল বৃত্তান্ত আমরা প্রকাশ করিলাম। ইহা ব্যতীত অপরাপর ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে ধর্ম্মপ্রচার এবং অন্যান্য উন্নতির কার্য্য হইয়াছে, আমরাও তাঁহাদের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি, সে জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

ষট্‌চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।

শুক্রবার, ৮ই মাঘ, ১৭৯৭ শক; ২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য অপরাহ্ণে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা হইয়া তথায় সম্বৎসরের কার্য্যবিবরণ পঠিত হয়। তৎকালে প্রায় দুই শত ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রচার-কার্য্যের আয় ব্যয় ও প্রচার-কার্য্যের বিবরণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দীর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় স্থির হইল যে, যাঁহারা দয়া করিয়া প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পিত হয়। পরে আরও কয়েকটী প্রস্তাব ধার্য্য হইলে সভাপতি বলিলেন, গত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত অধ্যক্ষ-সভা এ বৎসর পুনরায় আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য চেষ্টা করুন। দুই মাসের মধ্যে সভ্যগণ তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবেন এই প্রস্তাব স্থির হইলে তিনি এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই স্বাধীনতা প্রভাবে যদি আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয় তাহার জন্য কোন ভাবনা নাই। কিন্তু কোন বিষয়ের প্রভেদ হইলেই যে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকিবে না ইহা হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে সকলেই আপন আপন উন্নতি সাধন করুন।

যখন সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক এবং ব্রাহ্ম তখন নানা প্রকার মতভেদ থাকিলেও তাঁহারা এক। অতঃপর তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের প্রধান ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, যখন যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি আমার নিকট আসিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। আমি আহ্লাদের সহিত সকলের কথা শুনিব।

সপ্তচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।

শনিবার, ৮ই মাঘ, ১৭৯৮ শক; ২০শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে একটী সাধারণ সভা হয়। প্রথমে প্রচার বিবরণ, গত বর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব পঠিত হইয়া দুই একটী প্রস্তাব ধার্য্য হইল। সমুদয় দেশের জ্ঞানী, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তদনন্তর কয়েকজন ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আচার্য্য মহাশয়ের হস্তে সমর্পিত হয়। তাহার মধ্যে তিনটী প্রস্তাব ছিল। (১) মন্দিরের ঋণ পরিশোধ, ট্রাষ্টি নিয়োগ। (২) ব্রাহ্ম সংখ্যার তালিকা সংগ্রহ করা। (৩) প্রতিনিধি সভা। ঋণ পরিশোধের জন্য আর চারি মাস কাল অপেক্ষা করিবার কথা স্থির হইল, সুতরাং তৎসঙ্গে ট্রাষ্টির প্রস্তাব আপাততঃ রহিত রহিল। শেষ প্রস্তাব লইয়া ক্ষণকাল অনর্থক বিতণ্ডা হইয়াছিল। প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইবার জন্য সর্ব্বসম্মতিতে

প্রস্তাবকর্ত্তাদিগের উপরেই ভার দেওয়া হইল। কিরূপ প্রণালীতে ইহা সম্পন্ন হইবে তাহা তাঁহাদের বিচারাধীনে রহিল।

অষ্টচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।

বৃহস্পতিবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৯ শক ;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

রজনী সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আলবার্ট স্কুলে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা ও প্রতিনিধি সভার অধিবেশন হয়। এবারকার সমস্ত কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে এই ব্যাপারটীতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথমে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতিনিধি সভার সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া এবং এ সভা দ্বারা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই তদ্বিষয়ে কিছু মুখে বলিয়া, কয়েকটী প্রস্তাব স্থির করিবার জন্য একজন সভ্যকে অনুরোধ করেন। তিনি প্রস্তাব করিবা মাত্র সাধারণ সভার কোন সভ্য কর্ত্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হইল। প্রতিনিধি সভার মূলগত নিয়মের বৈধতা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটী ভ্রম দেখাইয়া দিলেন। এই সময় অনেক গণ্ডগোল হয়। কেহ কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব করিলেন, কেহ বলিলেন যে, যে সময় গত হইয়াছে তাহাতে অনেক কাজ হইতে পারিত কর্ম্মচারিগণ তাহা করেন নাই, অবশেষে বিধির পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক

কেবল প্রতিনিধি দ্বারা গোলযোগ মীমাংসা করিয়া, এই সভার নির্দ্দিষ্ট সভ্যগণ কয়েকটী প্রস্তাব অবধারণ করিলেন। প্রতিনিধি সভা স্থাপনের সময় কয়েকজন ব্রাহ্মের যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হইয়াছিল কার্য্যের দরিদ্রতা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। কর্ম্মচারিগণ যদি একটী রীতিমত রিপোর্টও লিখিতেন, এবং এই সভার পূর্ব্ব সভায় যে কয়টী নূতন নিয়ম অবধারিত হইয়াছিল তাহা সাধারণের নিকট পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশেষ কোন ক্রটি প্রকাশ পাইত না, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের শিথিলতা এবং কর্ত্তব্যকার্য্যে নিরুৎসাহ দর্শনে অনেকে সে দিন বিরক্ত হইয়াছিলেন। সভাপতি নিজেও এই সভা সঙ্গঠনের কয়েকটী অবৈধ নিয়ম দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, যদি প্রতিনিধি সভা রাখিতে হয়, তবে অন্ততঃ একজন উৎসাহী কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারী ইহাতে নিযুক্ত থাকা চাই। আমরা ভরসা করি আগামী অধিবেশনের মধ্যে পুরাতন কর্ম্মচারীগণ কার্য্যেতে উৎসাহ দেখাইবেন। তদ্ভিন্ন সভা থাকা না থাকা সমান হইবে। অতঃপর বন্ধুভাবে এই সভার কার্য্য শেষ হইয়া সাধারণ সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রচার-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় বাৎসরিক আয় ব্যয়ের তালিকা পাঠ করিলেন, পরে দুই একটী প্রস্তাব হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। এ সভার কার্য্যও এবার সন্তোষজনক হয় নাই।

ঊনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।

মঙ্গলবার, ৯ই মাঘ, ১৮০০ শক ; ২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে আলবার্ট বিদ্যালয় গৃহে ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভা হইলে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পীড়িত থাকায় প্রচার-কার্য্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র রিপোর্ট পাঠ করেন। তিনি যে আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করেন তাহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। প্রচারকগণের উপজীবিকা সম্বন্ধে এ বৎসর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল। সন্তান সন্ততি লইয়া প্রতিদিন ৬০ জন ব্যক্তিকে তাঁহার আহার যোগাইতে হয়। আহার বা অন্য কোন বিষয়ে ঋণ পাইলেও ঋণ করিবার বিধি না থাকাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধাতার উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে, যে দিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কার্য্যালয়ে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া, যেখান যেখান হইতে অর্থ আসিবার সম্ভাবনা ছিল তাহাতে তিনি নিরাশ হইয়াছেন। কল্য কি হইবে তৎসম্বন্ধে যেমন নিরাশ হইলেন, অমনি যে স্থান হইতে কিছু আসিবার সম্ভাবনা ছিল না, সেই স্থান হইতে অর্থাগম হইয়া তাঁহার চিন্তা অপনয়ন করিল। এইরূপে এবার ঘোর অভাব এবং দুর্ম্মূল্যের মধ্যে যেরূপে একটী সুবৃহৎ

পরিবার নিত্য আহার লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছে, এ পরিবার বিধাতার স্বহস্তে প্রতিপালিত এবং তিনিই ইহাদিগকে চিরদিন রক্ষা করিবেন। ঈদৃশ গুরুভার তিনি নিজে বহন করিতে একান্ত অসমর্থ। যদি তিনি এসম্বন্ধে আপনার উপরে নির্ভর করিতে যান, তাঁহাকে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। এবারকার ঘটনায় তাঁহার বিশ্বাস সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং বিধাতার অপার করুণার জন্য তিনি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। এ সময়ে তেজপুরস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত অভিমুক্তেশ্বর সিংহ ভিক্ষা দ্বারা সমূহ উপকার সাধন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর প্রচার-কার্য্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্রকে, মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুকে, এবং ধর্ম্মনীতি সমাজসংস্কার বিষয়ে যাঁহারা যেখানে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ অর্পণ করা হইলে, সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন ব্রাহ্মসমাজে এবার যে বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তজ্জন্য সভার পক্ষ হইয়া দুঃখ এবং উহা মঙ্গলে পরিণত হইবার আশা প্রকাশ করিলেন।

এ সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন ;—

বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে সভাপতি যে দুঃখ প্রকাশ করিলেন এই দুঃখে সকলেই দুঃখিত। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠন প্রণালী যেরূপ ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাশূন্য। ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্ত্তমান আন্দোলন দ্বারা

যে একটী স্বতন্ত্র দল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলস্থ লোকেরা আপনাদিগকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভূত জ্ঞান করেন; কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দল বৃদ্ধি অনিবার্য্য। যদি মনে কর যে দল বৃদ্ধি হইবে না এরূপ আশা করা অন্যায়। যতদিন মনুষ্যের অবস্থা এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে ততদিন ভিন্ন ভিন্ন দল হইবেই হইবে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় পৃথিবীতে চিরকাল এরূপ দল হইয়াছে; এবং মনুষ্যের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায় এরূপ দল হইবেই। কিন্তু কতকগুলি দল বৃদ্ধি হইলেই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী সম্প্রদায় হইবে এরূপ মনে করা ভ্রম। যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, যেমন জ্যোতি হইতে অন্ধকার নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলনভূমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী বিশেষ সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজিতে যাহাকে Party বলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে পারে; কিন্তু সে সমুদয় দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত। যতদিন সে সকল দলস্থ লোকেরা ঈশ্বর এক, পরলোক আছে, এবং পাপ পুণ্যের বিচার হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এ সকল মূলসত্যে বিশ্বাস করিবেন, ততদিন তাঁহারা আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। ধর্ম্মের মূল চিরস্থায়ী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদয় প্রচারক চলিয়া গিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তথাপি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু, কেন

না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মূল নষ্ট করেন। আমরা কয়জন চলিয়া যাইতে পারি; কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অক্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখানকার প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিয়া অস্বীকার করেন, তথাপি তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যেমন দুই পক্ষ পরস্পরের বিরোধী না হইলে বহুকাল সংগ্রাম চলিতে পারে না সেইরূপ উভয় পক্ষ পরস্পরের শত্রু না হইলে বিচ্ছেদ হইতে পারে না। যদিও আক্রমণকারী ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করেন; কিন্তু আক্রান্ত যদি ক্ষমাশীল হন সংগ্রাম চলিতে পারে না। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কাহারও অমঙ্গল করিতে পারেন না। ইহঁার আপনার লোকেরাই যদি ইহঁার প্রতি শত্রুতা করেন তথাপি ইনি তাঁহাদের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতে পারেন না। শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই ইহঁার ক্রোড় প্রেমপূর্ণ থাকিবে। এই দেশে যদি শতাধিক দল দৃষ্ট হয় তৎসমুদয়ের প্রতি ইহার সদ্ভাব থাকিবে, অন্যথা ইনি অপরাধী হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কাহাকেও কুনয়নে দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মসম্প্রদায় নহে। সকলকে একত্র করিবার জন্য এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তখন সকলকে একত্র করিবার জন্য যে এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অনেক বৎসর পরে নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠকেরা যখন এখানকার ঘটনা সকল

আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন বিরোধের ভূমির উপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একটী উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ সংস্থাপন করেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে প্রতি সপ্তাহে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা হইত, সেই গৃহ একটী সাপ্তাহিক উপাসনা স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা একটী সাপ্তাহিক উপাসনা স্থান নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া একটী উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। সকলের সঙ্গে ইহাঁর বন্ধুতার সম্বন্ধ, শত্রুতা নহে। উন্নতিস্রোতেই ইহা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজও ইহার অন্তর্গত। অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা দূরে থাকুক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের প্রতি সমূহ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এখনও করেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এখান হইতে কাহারও প্রতি কোন প্রকার বৈরনির্যাতন না হয়। সকল প্রকার বিরোধ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রমুক্ত। প্রেম বিস্তারের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যাহা করেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা সংসিদ্ধ করুন।

আর একটী কথা। ব্রাহ্মসমাজে যাহা কিছু অপ্রেম, অনৈক্য দেখা যায় এ সকল সাময়িক উত্তেজনা। যখন বর্ত্তমান অপ্রেম-মেঘ

কাটিয়া যাইবে, তখন সত্যসূর্য্য আরও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে। অতএব সকলে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকুন, পরে এই বর্ত্তমান বিরোধ দ্বারা জগতে কত কল্যাণ হইবে, সকলে বুঝিতে পারিবেন।

অনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।

মঙ্গলবার, ৭ই মাঘ, ১৮০১ শক; ২০শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

এই সভাতে প্রথমতঃ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হইলে প্রচার-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র যথাস্থানে প্রকাশিত বার্ষিক আয় ব্যয় বিবরণ উপস্থিত করিয়া, ঈশ্বর কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে সামান্য উপায়ে এতগুলি পরিবারকে ভরণপোষণ করিতেছেন তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ভক্তিভাজন মহোদয়গণ, আমি বিনীতভাবে আপনাদের চরণে প্রণাম করি।—কথিত আছে দেবর্ষি নারদ বাল্যকালে স্বীয় মাতার সহিত সাধুসেবাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া একমাত্র সাধুসেবা করিয়া মহাত্মা সাধুদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের যত উন্নতির কারণ, কেবল সাধুদিগের আশীর্ব্বাদ। বাস্তবিক সাধুসেবায় মহাফল। যাঁহারা

সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরের জন্য এবং ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন ব্যক্তি সেই সকল মহাত্মাদিগের সেবা করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিণামে তিনি যে অপর্য্যাপ্ত সুখে সুখী হন, তাহার দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদ। আমি একজন মূর্খ অতি সামান্য মনুষ্য। আমার বাল্য ও যৌবনের অধিকাংশ জীবন কোনরূপে সামান্য সাংসারিক কার্য্যে গত হইয়াছে। ধর্ম্মেতে সাধুতাতে যে কত সুখ, কত আনন্দ, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। দয়াময়ের অসীম দয়াপ্রভাবে কি আশ্চর্য্য কৌশলে আমি তাঁহার ফাঁদে পড়িলাম। আমি কখন চেষ্টা করি নাই, ভাবি নাই, স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আমার এরূপ অবস্থা ঘটিবে। আমি সংসারী জীব, কোনরূপে সংসারের যৎসামান্য কার্য্য করিয়াই এ জীবন কাটাইয়া যাইব, এইরূপ সংস্কার ছিল। এখন দেখি যেখানে আসিয়াছি, জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, প্রতিদিন ঘটিতেছে, সে অতিশয় অদ্ভুত। আমি নির্জনে বসিয়া যখন নিজ জীবনের কথা আলোচনা করি, আমি আমার মধ্যেই আলো অন্ধকারের ভিন্নতা দেখিতে পাই। আমি ছিলাম কি, হইয়াছি কি! করিতাম কি, করিতেছি কি! ছিলাম কোথায়, আসিয়াছি কোথায়, দিন দিন যাইতেছি কোথায়! বাস্তবিক আমি আপনি আপনার অবস্থা দেখিয়া মোহিত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাকে এ অবস্থায় কে আনিলেন? আমি ত নিজে আসি নাই তাহা বিলক্ষণ দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি। সামান্য লোকের এমন উচ্চ অধিকার কোথা হইতে হইল? আমি এমন কি কার্য্য করিলাম যে আমার এত সুখ শান্তি লাভ হইল? আমার এই সুখে যে অনেকেই সুখী হইতে ইচ্ছা করেন দেখিতেছি। আমি ত

কিছু বুঝি না। আমি দেখিতেছি আমি কোন একটী পরাক্রমশালী বলের প্রভাবে একটী চক্রের মধ্যে পতিত হইয়া গিয়া, নিজে সেই আশ্চর্য্য চক্রে ঘুরিতেছি। আমি সাধুসেবা দূরে থাকুক, সেবা কাহাকে বলে জানিতাম না। একটী পরিবারের দুই চারিটী লোকের ভার আমার মস্তকে ছিল। আমি তাহাদিগকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতাম। রাত্রি দিন তাহাদিগের ভাবনা এবং কার্য্যালয়ের কার্য্য ও মনিবের তোষামোদেই আমাকে অস্থির করিয়া তুলিত। সে জীবনের আসক্তির কথা স্মরণ করিলেও এখন ভয় করে। এখন দেখি কয়েকটী সর্ব্বত্যাগী ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মার সেবাতে আমার জীবন নিতান্ত লালায়িত। তাঁহাদিগের একটুমাত্র কষ্ট দেখিলে আমার প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। তাঁহারা আমার কে? পৃথিবীর সম্বন্ধে কোন সম্পর্কই ত আমি খুজিয়া পাই না। তবে আমার মন তাঁহাদের জন্য আকুল হয় কেন? আমি তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া আপনার করিলাম? কোথা হইতে এই ভাব আসিল? তাঁহারা উচ্চ আমি নীচ, তাঁহারা ধার্ম্মিক আমি অধার্ম্মিক, তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট স্থান পাইলাম? এমন পবিত্র ভালবাসায় কে আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে বাঁধিলেন। আমি তাঁহাদিগকে না দেখিলে থাকিতে পারি না, সেবা না করিতে পারিলে কষ্ট পাই। তাঁহারা আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইলে আমার দুঃখের আর সীমা থাকে না। এ সব কি? ইহার অর্থই বা কি? এ সকল কি পৃথিবীর কোন স্বার্থসাধন জন্য? আমার মনের অবস্থা আমি বেশ করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি, পৃথিবীর স্বার্থ ত কিছুই দেখিতে পাই না। তবে কেন এমন হইল? আবার দেখি সেই মহাত্মাদিগের

সহবাসে থাকিয়া তাঁহাদিগের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সঙ্গেও আমার বিশেষ আত্মীয়তা হইয়াছে। তাঁহাদের ন্যায় তাঁহাদের আত্মীয়গণ আমার নিজের আত্মীয় হইয়াছেন। এখন দেখি সেই পরিবারটী নিতান্ত ছোট নহে। পূর্ব্বজীবনে তিন চারটী পরিবার চালাইতেই অস্থির হইতাম, এখন ৬০।৬৫টীর ভার বহন করিতেও আনন্দ হয়। কোন ভাবনা নাই, ভয় নাই, কেবল আনন্দ। অধিক কি, পূর্ব্বে তিন চারটীর জন্য যত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত, এখন এতগুলি লোকের জন্য তাহার অর্দ্ধেকও শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না। এ সব অদ্ভুত ব্যাপার কি না আপনারাই তাহা বিচার করুন। দীন দুঃখী অনুপযুক্ত মূর্খের হস্তে কে এই স্বর্গীয় পরিবারের ভার প্রদান করিলেন? একটী দুইটী করিয়া ক্রমে দশ বারটী পরিবার আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মগণ, আপনারা বলুন ইহার ভিতর কোন অলৌকিক শক্তি কার্য্য করিতেছেন কি না? আমি আপনাদিগকে আধ্যাত্মিক কোন বিষয় চিন্তা করিতে বলিতেছি না। কেবল এই সকল বাহিরের ব্যাপার দেখিয়াই আপনারা বলুন, এই সকল ব্যাপার কি? আমি জানি আমার ন্যায় অনেকেই আপন আপন পরিবারের ভার লইয়া নিতান্ত কষ্টে কালযাপন করেন, অপরিমিত পরিশ্রম ও ভাবনাতে অনেকেরই দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহারা এই আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরিবারের ভরণপোষণ বিবরণ শ্রবণ করিলে নিতান্তই আশ্চর্য্য হইবেন। এই সকল মহাত্মাদিগের প্রথমকার জীবনে কষ্টের আর অবধি ছিল না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি অর্থাভাবে ইহাঁদিগকে অধিকাংশ দিন উপবাসী, একসন্ধ্যাহারী হইয়া থাকিতে হইত। কোন কোন দিন এমনও হইয়াছে, কেবলমাত্র কয়েকটী চাল সংগ্রহ

হইল। তরকারীর অভাবে কাঁটানটের শাক, ছুপাটী ফুল (যাহা নিতান্ত অকাল না হইলে আর কেহ মুখে তোলে না) তাহারই তরকারী করিয়া আনন্দমনে আহার করিয়াছেন। এত যে কষ্ট তথাপি ইহাঁদের মুখের প্রসন্নভাব কখন কমিত না। সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করিয়া আপনাদের প্রভুর কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন। এই কষ্টের সময় কাহার কাহার সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটী সন্তান কেবলমাত্র প্রসূতির উপযুক্ত আহার অভাবে একরূপ চিররোগগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে। দয়াময় ঈশ্বর ইহাঁদিগকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া জগতের নিকট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারিবে? তিনি কি ভাবে কখন কি কার্য্য করেন তাহা তিনিই জানেন। সেই সকল মহাত্মাদিগের অবস্থা আজ কাল কি হইয়াছে? যাঁহাদের দিন ঐরূপ কষ্টে গিয়াছে আজ ঈশ্বরপ্রসাদে পৃথিবী সম্বন্ধেও তাঁহারা অনেক পরিমাণে সুখী হইয়াছেন। তাঁহারা পৃথিবীর সুখ চান নাই, আপনাদিগের কিম্বা পরিবারগণের উদর অন্নের জন্যও কখন তাঁহাকে বলেন নাই, কল্য কি আহার করিব এ ভাবনাও কখন ভাবেন নাই, যাঁহার কার্য্য করিতে তাঁহারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, একমাত্র তাঁহার উপরেই তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আপন আপন জীবনের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। দয়াময় যখন দেখিলেন তাঁহার সন্তানগণ যথার্থই সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহারই জন্য প্রাণকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তখন তিনি আপনি আসিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণ প্রতিপালনের ভার সমস্ত নিজে লইলেন। তিনি যাঁহাদের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারাই ধন্য! আমাদের দয়াময় পিতা তাঁহার সকল পুত্র কন্যাগণের ভার লইতেই

প্রস্তুত রহিয়াছেন, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া আমরা যে তাঁহাকে ভার দিতে পারি না। আমরা আমাদের নিজের বুদ্ধি ক্ষমতাকে বড় মনে করি। আমরা নিজের ক্ষুদ্রতা অসারতা জানিয়াও তাঁহাতে নির্ভর করিতে পারি না। যাঁহার একমাত্র ইচ্ছাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, যাঁহাকে আমরা সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বমূলাধার, সকল ঐশ্বর্য্যের স্বামী বলিয়া মুখে ব্যাখ্যা করি, কার্য্যের সময় আমরা আমাদের জীবনের ভার তাঁহাকে দিতে কুণ্ঠিত হই। কৈ আমাদের মধ্যে কয় ব্যক্তি তাঁহাকে আপনাদের সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিতেছি। তাঁহাকে বিশ্বাস করি কৈ? যদি সেরূপ বিশ্বাস থাকিত, নিশ্চয় জীবন অন্যরূপ হইত। একমাত্র বিশ্বাস না থাকাতেই আমরা তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে অক্ষম। দয়াময় কত দিনে আমাদিগকে এই অবিশ্বাস হইতে মুক্ত করিবেন! দুঃখী প্রচারকগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। তিনিও—আমি নিশ্চয় বলিতেছি—স্বয়ং ইহাঁদের সকল ভার লইয়া চালাইতেছেন। ইহাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যও তাঁহার দ্বারাই পরিচালিত হয়। "দারা সুত ধন প্রাণ, যে করে আমায় অর্পণ, তাহার সকল ভার মাথায় করে বই" দয়াময়ের এই কথার প্রতিদিনই প্রমাণ দেখিতেছি। অতি অদ্ভুত স্বর্গীয় পরিবারের কার্য্য বিবরণ! কে আনে, কে দেয়, কিছুই ঠিক নাই, অথচ প্রতিদিন এতগুলি লোক আহার পাইতেছে, আবশ্যকীয় বস্ত্র পাইতেছে, সকলেরই দিন একরূপ সুখে কাটিয়া যাইতেছে। তিনি স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী হইয়া সকলের অন্ন বস্ত্র যোগাইতেছেন। এই পরিবারের সকলই অদ্ভুত। এমন সময় ছিল যে সময় ইহাঁদিগের মস্তক রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত ছিল না, উপাসনা করিবার একটু মাত্র

স্থান ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, দয়াময়ের রাজ্যে কোন অসুবিধাই থাকে না। এই দুঃখী লোকদিগের অভাব বুঝিয়া তিনি একটী সুন্দর মন্দির, একটী ভ্রাতৃসম্মিলনগৃহ, তৎপরে পরিবার সন্তানাদি লইয়া বসবাস করিবার জন্য রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই সমুদয়ে লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছে। যাঁহাদিগের একটী পয়সা নাই, কল্য কি খাইবে তাহার সংস্থান নাই, তাঁহাদের নিমিত্ত এত টাকা কে আনিল, কেমন করিয়া হইল, ইহা ভাবিলে কি চক্ষের জল সম্বরণ করা যায়? জগতে যদি কিছু আশ্চর্য্য ঘটনা থাকে তাহা হইলে ইহার ন্যায় আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? ভক্তবৎসল হরি শরণাগত ব্যক্তিদিগের জন্য কতই করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাদের মাসিক ত্রিশ টাকা সংগ্রহ হওয়া নিতান্ত কষ্টকর ছিল, আজ তাঁহাদের বাৎসরিক ছয় সাত সহস্র টাকা আয়। তিনি যে অতি সামান্য ব্যাপার হইতে মহৎ কার্য্য করেন তাহাতে আর কে সন্দেহ করিবে? ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে সুলভ সমাচার পত্রিকার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সুলভ সমাচার একখানি ক্ষুদ্র এক পয়সার কাগজ। নয় বৎসর অতীত হইল এই কাগজ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অতি ক্ষুদ্র উপায়ে প্রচারের কত অধিক সাহায্য হইতেছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পুরাণে কণিকা মাত্র শাকে ষাট হাজার লোককে আহার করান এবং পাঁচ খণ্ড রোটিকাতে পাঁচ হাজার লোককে উদর পূর্ণ করিয়া আহার দেওয়ার যে আখ্যায়িকা আছে, তাহা আর কেবল কবির কল্পনা বলিয়া বোধ হয় না। ভক্তবৎসল হরি ভক্তের মান রক্ষার জন্য অদ্ভুত লীলা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই এক পয়সা কাগজের

ছাপা ও কাগজের আয় বাদে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০০৲ টাকা অনাদায়, ১০০০৲—১২০০৲ টাকা এখনও পাওনা রহিয়াছে। প্রতি বৎসর ছয় সাত শত টাকা করিয়া প্রচারের সাহায্য পাওয়া যায়। দেখুন কিরূপ সামান্য উপায়ে দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার পরিবার চালাইতেছেন। এই কাগজ দেখিয়া কত লোক এক পয়সার কাগজ বাহির করিল, অল্প সময় মধ্যে সে সব কোথায় গেল। কেবল এই কাগজে তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় আছে বলিয়াই এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতেছে।

এই স্থলে গত বর্ষের আয় ব্যয় বিবরণ পাঠানন্তর ;—

এই আয় ব্যয় দেখিলেই বুঝা যায়, কেমন আশ্চর্য্যরূপে স্বয়ং পরমেশ্বর এই স্বর্গীয় পরিবার গঠিত করিতেছেন। বাস্তবিকই তিনি ইহার সমস্ত কার্য্য করেন। তিনি জননীরূপে এই সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া সন্তান সন্ততিকে প্রতিপালন করিতেছেন, উপযুক্তরূপে সকলকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিতেছেন, রোগের সময় ঔষধ ও পথ্য দিয়া সকলকে সুস্থ সবল করিতেছেন, সকলের অভাব মোচন করিতেছেন, পুত্র কন্যাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে স্বয়ং কন্যা পাত্র জুটাইয়া দিতেছেন, পৃথিবী সম্বন্ধে যাঁহারা অতি ছোট বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে তাঁহাদের কন্যার সহিত উচ্চতম রাজার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়া কত লীলাই দেখাইতেছেন। আমি তাঁহার কোন্ কার্য্যের পরিচয় দিব? আমি যখন একাকী তাঁহার দয়ার কথা, প্রতিদিনের কার্য্যের কথা, প্রতিদিনের অভাব মোচনের কথা ভাবিয়া দেখি, আমার হৃদয় যে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলে জননী ধন্য, যথেষ্ট হইয়াছে, যাহা দেখাইয়াছ তাহাতেই শত সহস্র পাপী উদ্ধারের উপায়

হইয়াছে। মা, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন কখন অবিশ্বাসী না হই। ক্ষুদ্র মনুষ্য তোমার কার্য্য বুঝিতে না পারিয়া তোমাকে কত কথাই বলে, তোমাকে জোর করিয়া কত কথাই জিজ্ঞাসা করে। বলে এটী কেন হইল, এর অর্থ কি, এরূপ কেন করিলে? জগদীশ তুমি তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা কর, তাহাদিগকে ত্বরায় শুভ বুদ্ধি প্রদান কর। নববিধানের মাহাত্ম্য তুমি সকলকে বুঝাইয়া দাও, সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। যে সকল দাতা তোমার কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন, তুমি তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। সকলের মনে সদ্ভাব সাধুভাব বিধান করিয়া আমাদের এই বাৎসরিক উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করাও।

আমি উপস্থিত এবং অনুপস্থিত প্রচারকার্য্যের সাহায্যকারী দাতাদিগের চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

অনন্তর নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণগুলি স্থিরতর হইল।

১। এই সভা ইউরোপ এবং আমেরিকাস্থ সমুদয় উদার, একেশ্বরবাদী, দেশহিতৈষী এবং দেশসংস্কারকগণকে বার্ষিক সাদর সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছে।

এই নির্দ্ধারণের সঙ্গে মিস্ ফ্রান্সিস কবের আরোগ্য সংবাদ প্রদত্ত হইল; প্রফেসর ম্যাক্স মূলরকে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে উদারমত প্রবর্ত্তনের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

২। গবর্ণমেণ্ট এ দেশে যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া, সম্রাট্ ভিক্টোরিয়া যাঁহার রাজত্বে বিশেষ কুশল হইয়াছে, তৎপ্রতি একান্ত রাজভক্তি প্রকাশ করা হয়।

৩। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য কমিটি

সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্ব সভ্যগণের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত সভ্যগণ মনোনীত হন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচাঁদ ধর।
" " দীননাথ চক্রবর্ত্তী।
" " **ক্ষেত্রমোহন** দত্ত।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন নিম্নলিখিত কথাগুলি **বলিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন :—**

যদিও আমরা অনেক সময় আশার কথা বলিয়া থাকি, তথাপি সময়ে সময়ে আমাদিগের জীবনে ঘন অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সত্য সত্যই আমাদিগের উন্নতি হইতেছে কি না, বৎসরান্তে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। এই সভাতে সর্ব্বপ্রথমে এই কর্ত্তব্য যে, দেশস্থ বিদেশস্থ যে সকল ভ্রাতা ভগ্নী ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে আমাদিগের আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া। যে সকল কার্য্য বিবরণ পাঠ হইল তাহা শ্রবণ করিয়া, সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, গত বৎসর কোন প্রকার আনুকূল্যের অভাব হয় নাই।

গত বৎসর প্রায় দশ সহস্র টাকা প্রচারের জন্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় কথা লোকের সাহায্য। ঈশ্বরের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যত লোকের সাহায্য আবশ্যক, ঈশ্বর তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। বিশ্বাসীদিগের দল অটল রহিয়াছে। লোক সংখ্যা হ্রাস হয় নাই, এবং বিশ্বাসীদিগের আশা উৎসাহ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। এ সকল উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া, বিবেকের আলোকানুসারে আমি এই প্রস্তাব করি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আক্রমণকারীদিগকে ধন্যবাদ করা হয়। পৃথিবীতে শত্রু বলিয়া একটী শব্দ আছে, সে

শব্দ শুনিলেই মানুষের হৃদয়ে প্রেম ক্ষমা শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু আমি জানি এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পৃথিবীর ব্যাপার নহে, ইহা ঈশ্বরের হস্তরচিত, সুতরাং ইহার শত্রু নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের শত্রু নাই। ঈশ্বর শত্রু মিত্র সকলের দ্বারাই তাঁহার রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বিপদ দ্বারা তিনি তাঁহার সাধকদিগের বিশ্বাস প্রবল করেন। বিরোধীদিগের আক্রমণে সাধকদিগের সমূহ উপকার হয়। এইজন্য সাধকেরা বিরোধীদিগের চরণতলে পড়িয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন। যদি গত বৎসর আক্রমণ এবং আন্দোলন না হইত, তাহা হইলে এখন যেরূপ বিশ্বাসের প্রাবল্য হইয়াছে, আর দশ বৎসরেও তাহা হইত না। বিরোধ যদি না হইত এ সকল উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাইতাম না। গত বৎসরের আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের এক শত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মেরা নিরুৎসাহী হইতেছিলেন, প্রচারকদিগের উৎসাহ হ্রাস হইতেছিল, এই বিরোধ না হইলে তাঁহাদিগের উৎসাহ উত্তেজিত হইত না। প্রচার যাত্রা (Expedition) না হইলে ঈশ্বরের সন্তানগণ উত্তেজিত হইতেন না। আক্রমণে ও কুৎসিত কথা শুনিয়া বিশ্বাসীদিগের হৃদয় আরও সাধু ও উৎসাহী হইল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ক্ষমাগুণ দশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। একদিকে যেমন ক্ষমাগুণ বাড়িয়াছে, অন্যদিকে কার্য্য সম্বন্ধে আবার সিংহের আস্ফালন। গত বৎসর স্থানে স্থানে প্রচারযাত্রা এবং নানাপ্রকার পুস্তকাদি প্রচার হইয়াছে। অনুরাগ উৎসাহের হ্রাস দেখা যায় না। হাটে মাঠে গরিবদিগের জন্য কীর্ত্তন এবং বক্তৃতাদি, যুবাদিগের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতি রীতি পূর্ব্বে ছিল না। পূর্ব্বে ঘরের ভিতর আসিয়া সহস্রাবধি লোক সুশিক্ষা লাভ করিত,

কিন্তু গত বৎসর হাজার হাজার অশিক্ষিত লোকের নিকটেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। কোথাও ভক্তি, আশা, উৎসাহের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় নাই।

এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের কীর্ত্তি। যাঁহারা এই সমাজকে গালাগালি দেন এবং আক্রমণ করেন, তাঁহারা ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতএব বিরোধীদিগকেও এই সমাজের কৃতজ্ঞতা দেওয়া উচিত। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শক্র নাই, এই সমাজের শক্র হইতে পারে না। শক্রতা করিয়া কেহই এই সমাজের বীজ নষ্ট করিতে পারে না। যে ভূমির উপরে এই সমাজ স্থাপিত সেই ভূমির গুণে এবং এই সমাজের বীজের গুণে এই সমাজ-বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শক্র নাই, প্রত্যেকেই ইহার মিত্র। শক্রদের আক্রমণে এই সমাজের উন্নতি হয়, এই সমাজের সাধকদিগের উপাসনা মিষ্টতর হয়। বিরোধীদিগের কঠোর আক্রমণে সাধকদিগের ঈশ্বরদর্শন উজ্জ্বলতর হইয়াছে। গত বৎসর যে প্রকার ধর্ম্মের আন্দোলন দেখা গিয়াছে এমন আর বহুকাল দেখা যায় নাই। ঈশ্বর দেখিলেন অবিশ্বাস নিরাশা সংসারাসক্তিতে সকল শ্রেণীর লোক মারা যাইতেছে, এইজন্য তিনি যথাকালে এক মহা আন্দোলন অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও এখন বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। এখন একটী উপদেশের বিজ্ঞাপন দিলেই শত শত লোক তাহা আসিয়া শ্রবণ করে। কিন্তু বঙ্গদেশ এখন লোকসংখ্যা চায় না, এখন দেশ এই চায় যে ধর্ম্ম গঠিত হউক। খাঁটি অটল বিশ্বাসী দুইজন দেখাও, সমস্ত ভারতবর্ষ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। বার জনে পৃথিবী জয় করিয়াছে ইহা তোমাদের

মনে আছে। তোমরা পনর কুড়ি জনে কি একটী ক্ষুদ্র দেশ ভারতবর্ষ জয় করিতে পার না? ঘনীভূত সাধন দেখাও। তোমাদের শত্রু নাই। যাহারা মনে করে তোমাদের শত্রুতা করিতেছে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহারাও কল্যাণ করিতেছে। বিলাতের কুমারী কলেট অনেক দিন তোমাদের বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, এখন যদি তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা দ্বারা তোমাদের কল্যাণ হইবে। তাঁহার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র অনুরাগ কমে নাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পরাক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। জননীর গর্ভে সিংহ ছিল এখনও সিংহের সমস্ত পরাক্রম প্রকাশ হয় নাই। সিংহরবে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে। গোটা পঞ্চাশ সিংহ দেশ দেশান্তরে ছুটিবে, আশা করি সমুদ্র পারে যাইতে পারে। ঈশ্বরের এমনই কৌশল যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শত্রুদিগের অভিশাপ আশীর্ব্বাদে পরিণত হয়। শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে যুদ্ধের সময় প্রচার যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যেমন ভাই বন্ধুদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া থাক, সেইরূপ যে সকল শত্রুদিগের দ্বারা তোমাদের এত উপকার হইল, যাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ হয় ঈশ্বরের নিকট এজন্য একটী প্রেমফুল ফেলিয়া দিও। দেখ স্নেহময়ীর স্নেহে প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত শত্রুরা আমাদের গায়ে যত বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, সে সমস্ত বাণ অলঙ্কার এবং তাঁহাদের অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হইয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বরের অধীন, তাঁহাদের কাছে কামানের গোলা সন্দেশ হইয়া যায়। আর দেখ ঈশ্বরের কেমন বিশেষ করুণা, এত আন্দোলনের মধ্যেও একটী ব্রহ্মভক্তও ব্রাহ্মসমাজ ছাড়েন নাই। ঈশ্বর সকলের মা, ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িতে পারেন না, ঈশ্বরকে ছাড়া ভক্তের পক্ষে

সম্ভব নহে। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন দুই একজন বিশ্বাসী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু কাহার মনে কি আছে কে জানে? এইটী অভ্রান্ত সত্য যে একটী বিশ্বাসীও যায় নাই। যদি কোন বিশ্বাসী লুকাইয়া থাকেন, ঈশ্বর তাঁহার বিশ্বাস অনুরাগ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন। এই যে প্রচারকেরা নিকটে আছেন, ইহাঁরাও বিশ্বাসসম্পর্কে কেহ দশ হাত কেহ বিশ হাত দূরে রহিয়াছেন।

যত রকম অবিশ্বাস আছে বৎসর বৎসর তাহা বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ ঝাড়া হইতেছে। এক্ষণে অবিশ্বাসী, অল্পবিশ্বাসী থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর নিজে এসে জঞ্জাল পরিষ্কার করিতেছেন। ঈশ্বর এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিচারপতি এবং নেতা। ইহা কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজ নহে। ঈশ্বর তাঁহার বিশ্বাসীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন। তিনি লোক সংখ্যা চাহেন না। তিনি এমন গুটিকতক লোক চাহেন যাহারা রাস্তার লোকের জ্বালায় জ্বলে তাঁহার অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়া জমাট সাধন করিবে। অতএব শত্রুদিগের আক্রমণে যদি সাধন ঘনীভূত হয় এবং বিশ্বজননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ঘনতর প্রেমসুধা পান করা যায়, তবে সেই শত্রুদিগকে কি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নহে? এই সভাতে এই প্রস্তাব হইল যে বিরোধীদিগকে ধন্যবাদ করা হয়।

একপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।

বৃহস্পতিবার, ৮ই মাঘ, ১৮০২ শক ; ২০শে জানুয়ারি, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে প্রার্থনা সঙ্গীতানন্তর গত বর্ষের রিপোর্ট পঠিত হয়। রিপোর্টে গত বর্ষের উৎসব বিবরণ, মহর্ষি সমাগম, প্রান্তরগত বক্তৃতা, প্রচারযাত্রা, ব্রহ্মবিদ্যালয়, পুস্তকপ্রকটন সভা, বিধানভারত প্রভৃতি পুস্তক, প্রচারক, সাধক, প্রচারকার্য্য, সাধারণের মত, এই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর বাবু বিশ্বনাথ রায়ের প্রস্তাবে বাবু গোপীকৃষ্ণ সেনের পোষকতায় রিপোর্ট পরিগৃহীত হইল। ভোলানাথ সরা, ভাই গোপাল রাও প্রভৃতি বম্বে প্রার্থনাসমাজের প্রধান আঠার জন সভ্য কর্ত্তৃক সভাপতির (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন) নামে লিখিত পত্রিকা সভাপতি সভায় উপস্থিত করিলেন। এই পত্রিকার মর্ম্ম এই যে, তত্রত্য সভ্যগণ সকল বিষয়ে এক মত না হইলেও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তাঁহাদের অভিলাষ, ব্রাহ্মসমাজ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া হীনবল না হয় তজ্জন্য এই বিশেষ সময়ে যত্ন করা হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই পত্রিকার গুরুত্ব প্রদর্শন করিলেন। পত্রিকা সভায় পরিগৃহীত হইয়া শীঘ্র ইহার উত্তর লিখিত হইবে স্থির হইল। এতদ্বিষয়ে আলোচনা হইয়া নির্দ্ধারিত হইল যে ;—

নববিধানের প্রধান মতসকল ইংরেজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু,

সিন্ধী, মহারাষ্ট্রী, সংস্কৃত, উড়িয়া, তামিল, এবং তেলেগু ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া বিতরিত হয়।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নেবাল রায়ের পোষকতায় নির্দ্ধারণ হইল যে ;—

সভ্যতর দেশের বিভিন্নাংশে বিজ্ঞান এবং উদার জ্ঞানের যে উন্নতি হইতেছে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মন্দির দৃঢ়তর হইবে বিশ্বাস করিয়া এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

লাহোরের শ্রীমৎ কাশীরামের প্রস্তাবে এবং ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের পোষকতায় নির্দ্ধারণ হইল যে ;—

কলিকাতা এবং মফঃস্বলে যাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং তাঁহাদিগের পরিবারের সাহায্যার্থ প্রচার বিভাগে দান অথবা অন্য প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সভা সরল ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নেবাল রাওয়ের প্রস্তাবে এবং বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র দাসের পোষকতায় নির্দ্ধারণ হইল যে ;—

ব্রাহ্মসমাজে যে অনেক বিভাগ ও বিভাগের বিভাগ হইতেছে তজ্জন্য এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং বিশ্বাস করেন ও প্রার্থনা করেন যে যথাসময়ে নববিধানে সমুদয় মিলিত হইবে।

শ্রীযুক্ত নেবাল রাও এই মর্ম্মে বলিলেন, যদিও নানা বিভাগে বিভক্ত হওয়া দুঃখকর বটে, তথাপি তাঁহার এক বিষয়ে এই আহ্লাদ যে, এই দুঃখের ব্যাপারের মধ্যে আনন্দের বিষয় আছে। কেন না বিভাগ ও স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন পরিশেষে সমুদয়ের একতা সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কোথায় এই একতা হইবে জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি

অনায়াসে নববিধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারেন। যদি কেহ তাঁহাকে নববিধানী বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহাতে তিনি লজ্জিত না হইয়া আহ্লাদিত হইবেন। কারণ নববিধান স্বীয় প্রাশস্ত্যে সমুদয়কে এক করিবে। বাবু কৃষ্ণবিহারী সেনের প্রস্তাবে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের পোষকতায় নির্দ্ধারণ হইল যে ;—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরোধীগণ যাঁহারা বিবিধ উপায়ে ইহার কার্য্য প্রতিরুদ্ধ করিতে যত্ন করিয়াছেন, ইহার সভাগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, ইহার কার্য্যকারকগণকে নিন্দিত এবং অন্য প্রকারে প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন, এই সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন, কেন না তদ্দ্বারা তাঁহারা পাকতঃ যথার্থ বিশ্বাসিগণের ভক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইংলণ্ডের কি প্রকার দৃষ্টি পড়িয়াছে তৎপ্রতি সভাপতি সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, প্রোফেসর মনিয়ার উইলিয়ম এবং ডক্টমোক্ষমূলর টাইম্‌সে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রচারকসভা হইতে সে দুই পত্রেরই উত্তর লিখিত হইয়াছে। এ পত্র যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে প্রোফেসর মনিয়ার উইলিয়ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে তিনি যে পত্র পাইয়াছেন তাহাতে এ সংশয় তিরোহিত হইয়াছে তিনি লিখিয়াছেন ;—

"আমি অক্‌সফোর্ড এবং অন্যত্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যে দুই বক্তৃতা করিয়াছি, তাহা অবশ্য আপনি এতদিন শুনিতে পাইয়াছেন। যদি সে বক্তৃতা পত্রিকায় দেখা হইয়া থাকে, তবে যেন বুঝা হয় যে এখনও উহা পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য

আমি আপনাদের মণ্ডলীতে যে বিভাগ হইয়াছে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু যতক্ষণ না আমি উভয়দিকের বিবরণ লাভ করিতেছি ততদিন বক্তৃতা প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত থাকিব। এ বিষয়.নিশ্চয় জানিবেন আমার অভিলাষ কেবল সত্য বলা।"

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, এখন সময় হইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা নিন্দা ও অযথাপ্রতিপাদন হইয়াছে, তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা হয়। কেন না যথার্থ বিষয় জানিতে পারিলে লোকের মন যে নিঃসংশয় হয় ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সিন্ধুবাসী শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ বলিলেন এ কর্ত্তব্য নিতান্ত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের একটী বিদ্যাবতী স্ত্রী যে বার্ষিক বিবরণ বাহির করিয়াছেন, তাহা এতদূর ভ্রান্তি উৎপাদক যে শীঘ্র তাহার প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত নেবাল রায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু রাজমোহন বসুর পোষকতায় নির্দ্ধারণ হইল যে ;—

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমুদয় অযথালিপি খণ্ডন করিয়া সাধারণের মনের অযথাসংস্কার বিদূরিত করেন।

ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের প্রস্তাবে এবং সমগ্র সভার পোষকতায় নির্দ্ধারণ হইল যে ;—

শ্রীশ্রীমতী সম্রাট্ ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার শাসনে যে প্রভূত কল্যাণ সম্ভোগ হইতেছে, তজ্জন্য সমুদয় রাজভক্ত ব্রাহ্মগণের হৃদয়ের যথোচিত ধন্যবাদ অর্পিত হয়।

সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি বলিলেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের নামের অগ্রে কোন একটী উপাধি সংযুক্ত করা হয়। অনেক দিন হইল ভাই নাম প্রচলিত হইয়াছে। এ

নাম ব্যতীত অন্য নাম যেমন বাবা প্রভৃতি সংযুক্ত হওয়া সমুচিত নহে। কেন না তাহাতে দোষ আসিবে। ব্রাহ্মসমাজ ভাই ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারেন না। কারণ ভাই নাম সাধারণের সঙ্গে সমতা, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং যথার্থ বিনয় প্রকাশ করে। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন, তাঁহাদিগের নামের অগ্রে "শ্রদ্ধেয় ভাই" এই উপাধি সংযুক্ত করা হয়।

দ্বাপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা।

বৃহস্পতিবার, ৭ই মাঘ, ১৮০৩ শক; ১৯শে জানুয়ারি, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

বেলা ৪৷৷০ ঘটিকার সময় আলবার্ট হল গৃহে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, আচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, এম, এ, গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। স্থানাভাবে আমরা সে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইলে, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠ করিলেন :—

আমি যখন মনে মনে চিন্তা করি আমি কেন কায়স্থ বংশে জন্মিলাম, তখন আমার প্রতি আমার বড় সম্মান বাড়ে এবং আপনাকে আপনি সৌভাগ্যবান্ বলিয়া সুখী হই। একদিকে যেমন এই বিস্তীর্ণ

বংশের লোক সকল দুঃখে পড়িয়া নিতান্ত নীচ ব্যবসায় করিয়া থাকে, অপর দিকে তেমনই আবার এই কায়স্থরাই দেখিতেছি বড় উচ্চপদ পাইতেছে। বর্ত্তমান নববিধানে কায়স্থের বড় আদর বাড়িয়াছে। নববিধান সকলকে বিনীত ভাবে সেবক হইবার জন্য বারবার উপদেশ দিতেছেন, এমন কি ইহার নেতা আপন ইচ্ছায় সেবকের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। যে সেবকত্ব, যে দাসত্ব উপাধির জন্য বড় বড় মহাত্মারা এত ব্যস্ত, এই কায়স্থ জাতির প্রধান ধর্ম্ম সেই দাসত্ব করা। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ দাস ছিলেন। তাঁহারা আপন আপন নাম বলিবার সঙ্গে দাস অমুক এই কথা অতি বিনয়ের সহিত বলিতেন। এখনকার সভ্যতার সময়ে আমার ন্যায় অহঙ্কারী ব্যক্তিরাই নামের সঙ্গে দাস বলিতে চায় না। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারা যে উপাধির জন্য প্রার্থী, দয়াময় হরি নিজে দয়া করিয়া আমাকে প্রথম হইতে সেই দাসের বংশে প্রেরণ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার আর কোন গুণ জ্ঞান ক্ষমতা নাই যে, আমি নববিধানের কোন কর্ম্ম করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, কেবল দাসত্ব ব্রত দিয়াছেন বলিয়াই আমি আজও এই বিধানের অন্তর্গত হইয়া আছি। অতএব আমাকে কেহ ঠাট্টাই করুন, আর যাই করুন, আমি কিন্তু জন্মদাস এ যেন তাঁহারা মনে রাখেন।

আমার জাতির আর একটী বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাই, সে কার্য্যটী খাতা লেখা। প্রায়ই দেখিতে পাই দোকানী, ব্যবসায়ী, জমীদার, সকল লোকের ঘরেই কায়স্থ খাতা লেখক আছে। নববিধান দেখিলেন খাতা লেখা যখন কায়স্থের কার্য্য তখন নববিধানের এই খাতা লেখা কার্য্যটী একজন ঐ বংশের লোকের হাতে দিতে হইবে। সকলেই জানেন

খাতা লিখিতে বেশী বিদ্যার প্রয়োজন নাই। গোটাকতক কসি ও গোটাকতক অঙ্ক লিখিতে পারিলেই হইল। গোয়ালা, ধোপা, ইটওয়ালার খাতা দেখিলেই খাতালেখক মুহুরীদিগের বিদ্যা বুদ্ধি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। যাহা হউক আমার জাতীয় খাতা লেখকের কার্য্যভার পাইয়া আমি বড় কম সুখী হই নাই। আমার যেরূপ বিদ্যা তাহাতে এ কার্য্যটী ঠিক আমারই জন্য বিধাতা সৃজন করিয়াছিলেন। আমার বন্ধুগণ আমাকে সর্ব্বদা খাতা লইয়া থাকিতে দেখেন বলিয়া আমাকে মধ্যে মধ্যে ধমক দেন, কিন্তু আমি যে খাতা লইয়া থাকি কেন, তাহার ভিতরকার মানে কেহ বুঝিতে পারেন না। আমার যে ইহা বড় ভাল লাগে। উপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাকরণ লেখাতে যে সুখ হয়, আমার খাতা লেখাতে তাহা অপেক্ষা বড় কম সুখ হয় না। চোদ্দ বৎসরের অধিক হইল আমি এই দাসত্ব কার্য্য লাভ করিয়া খাতা লিখিয়া আসিতেছি। বিধাতার কত লীলা খেলাই এই কার্য্যে দেখিলাম; কত মুক্তিপ্রদ অমূল্য আশ্চর্য্য সত্য সকল এই কার্য্যে পাইলাম, কত তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্তই দেখিলাম, তাহা বন্ধুদিগকে প্রতি বৎসরই যথাসাধ্য বলিয়া আসিয়াছি। এবারকার বৎসরের আবার ভয়ানক ব্যাপার, এমন বৎসর আমার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। আমি আমার হরির কার্য্য দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। আমি কখন কখন নির্জ্জনে গালে হাত দিয়া ভাবি, নববিধান ব্যাপারটা কি, এর যে সকলই অদ্ভুত কাণ্ড। খাতা লেখক চাকর ছোঁড়াকে লইয়া যখন এত রঙ্গ দেখান, তখন সাধু ভক্ত প্রেমিকের সঙ্গে তাঁহার রঙ্গের ত আর কথাই নাই। হরি হে, তোমার কার্য্য সকলই অতি অদ্ভুত! ভক্তগণ,

আমার বিধাতা হরির এবারকার বৎসরের কার্য্য যৎকিঞ্চিৎ বলি শ্রবণ করুন। জানি না ঠিক বলিতে পারিব কি না। তিনি যেমন করেন তাহাই হউক।

চোদ্দ বৎসরকাল আমি, আমার প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া একটী মহাজনের নামে খাতা খুলিয়াছি, সেই খাতায় একাল পর্য্যন্ত একটী একটী করিয়া চোদ্দটী মহারত্ন জমা করা হইয়াছে। কৃপাময়ী জননীর আশীর্ব্বাদে এই জমা দেখিয়া আমি বড় সুখে ভাসিতেছিলাম, একাল পর্য্যন্ত আমার জমা খরচে জমা বই কখন খরচ লিখিতে হয় নাই। আমি মনে করিতাম যে, যে মহাজনের নামে খাতা খোলা হইয়াছে ইনি অতিশয় ধনী। ইহাঁর ত কোন অভাব নাই, ইনি ক্রমাগত জমাই দিবেন, এত বড় ধনীর আর খরচের দরকার কি? চোদ্দটী রত্ন আমার খাতায় জমা দেখিতাম, আর আমি মনে মনে হাসিতাম, আর বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতাম। আমার মহাজন দীর্ঘজীবী হউন, তিনি মনোযোগী হইয়া আমার খাতার জমা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া দিন।

চোদ্দ বৎসরের খাতায় যাহা হয় নাই স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই কি সর্ব্বনাশ! তাহাই ঘটিল। আমি জমার দিকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখি কে আমাকে না বলিয়া, আমার মহাজনের হুকুম না লইয়া, চোদ্দটী রত্নের একটী রত্ন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি ত অবাক্, এ কি ব্যাপার! এ যে অস্বপ্নের স্বপ্ন, এমন করিয়া কে বুকে শেল বিদ্ধ করিল, আমার সাদা খাতায় কালির দাগ কে দিয়া দিল, আমার এত সাধের অঞ্চলের নিধি কে কাড়িয়া লইল? আমি কত কাঁদিলাম, কত পায়ে ধরিলাম, কত কি বলিলাম, আমার সে হারাধনের সংবাদ

তখন আর কেহ দেয় না। খাতার মুহুরীর এইবারে সাধ আহ্লাদ ঘুচিয়া গেল। হায়, এত দুঃখের মাণিক আমি অনায়াসে হারাইলাম। সে ত যেমন তেমন মাণিক নয়, সে যে মাথার মাণিক। হায় দেখে দেখে সেই মাণিকটীই লইয়া গেল। আমি করি কি, যাহা কখন করি নাই, দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে আমার খরচের ঘরে কালি দিয়া একটী রত্ন খরচ লিখিতে হইয়াছে। এটী কি আর পাব না, এটী কি একেবারে গেল, এই বলিয়া মহাজনের নিকট যাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মহাজন আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার কান্নায় যোগ দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি আবার হাসিলেন। আমি বলিলাম, ব্যাপারটা কি মহাশয়, হাসিলেন কেন, ধন হারাইলে কি হাসি আসে? মহাজন আমাকে স্থির হইতে বলিয়া, আমার খাতার অপর একটী পৃষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমি ত আর নাই। আমার খাতায় অপর হস্তের সুন্দর লেখা কেমন করিয়া আসিল, নূতন পাতা খুলিয়াই বা কে দিল? এমন সুন্দর লেখা ত কখন দেখি নাই। লেখার দিকে বারবার দেখিতেছি, এমন সময় চক্ষের জল পুঁছিয়া দেখি আমার খাতার সেই পৃষ্ঠায় স্বয়ং হরির নামে এক খাতা খোলা হইয়াছে। সেই খাতার বাম দিকে কেবল জমা এই কথাটি লেখা আছে, আর খরচ এ কথাই তাহাতে নাই। খানিকক্ষণ পরে দেখি আমি যে রত্নটী আমার খাতায় খরচ লিখিয়াছি, সেই রত্নটী এই হরিনামের খাতায় জমা রহিয়াছে। আমি আমার মহাজনকে জিজ্ঞাসা করি এ সব ব্যাপার কি? তিনি হাসিতে হাসিতে এই রহস্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, আমাকে জন্মের মত কৃতার্থ করিলেন। আমার কান্নার চক্ষে হাসি আসিল, হারান ধনটীকে

সেখানে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার শোক তাপ সব চলিয়া গেল। মনে মনে খাতা লেখার কত প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হইল। এবারকার বৎসরে সর্ব্বাগ্রে এই হিসাবটী আপনারা সকলে আমার খাতায় দেখিয়া সুখী হন এই এ দাসের বিনীত নিবেদন।

তৎপরে এ বৎসরের অন্যান্য ঘটনা সকলই সুখপ্রদ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আয় ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে; আয় ব্যয় বিবরণ বাৎসরিক হিসাব যথাস্থানে দেওয়া হইল তাহা পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় রহস্য। শীতকালের আরম্ভে একদিন সন্ধ্যার সময় বিদেশের কোন বন্ধুর বিধবা স্ত্রীর নিকট হইতে একখানি শক্ত রকমের গালাগালিপূর্ণ পত্র পাইয়া ভাবিতেছিলাম। তিনি আমাদের নিকট কতকগুলি টাকা পাইবেন, টাকা না পাইয়া বিরক্ত হইয়া যেমন করা উচিত, সেইরূপ বেশ দশ কথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার টাকার কি হইবে তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় দুইটী কাগজের মহাজনের দুই জন লোক সমনের পেয়াদা সঙ্গে লইয়া দুইখানি সমন আমার হাতে দিল। আমার ত চক্ষু স্থির। দুইখানি শমনে প্রায় আট শত টাকার দাবি দিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম এ আবার কি? ইহাতে কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? দেনার জ্বালা আসিয়া হৃদয়কে অস্থির করিল, কি করি কোথায় যাই, কেমন করিয়া ঋণ পরিশোধ দিব, এই ভাবনা প্রবল হইল। জাগ্রতে নিদ্রা আসিল, পথে সকল অবস্থাতেই ভাবনা আসিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। চীৎকার করিয়া মা মা বলিয়া ডাকি, মনে যাহা আসে তাই বলে মার কাছে জানাই। এইরূপে মোকর্দ্দমার দিন উপস্থিত। প্রাতঃকাল হইল, কোন স্থানেই

টাকার সুবিধা হয় নাই। একটী নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু আমাদের দুঃখে যিনি সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকেন, তিনি কোথা হইতে গোপনভাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া, হাওলাত দিবেন মনে করিয়া, আপনার ইচ্ছায় পূজনীয় আচার্য্য মহাশয়কে মনের কথা জানাইলেন, আচার্য্য মহাশয় দেনা করার অত্যন্ত বিরোধী। তিনি দেখিলেন অন্য মোকর্দ্দমা টাকা ত দিতেই হইবে, আশ্রিত সেবকের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বন্ধুর প্রস্তাব শুনিবা মাত্র বন্ধুকে তাঁহার পরিবার চলিবার একটী মাত্র উপায়স্বরূপ যে ছাপাখানা তাহাই বিক্রয় করিতে চাহিলেন। বলিলেন যদি প্রেসটী কিনিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে টাকা নিতে পারি। বন্ধু অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে কি করেন, সেই দিন টাকা না দিলে অনেকগুলি টাকা অনর্থক বেশী লাগে এইজন্য সম্মত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার যেরূপ সঙ্কল্প অন্য ব্যক্তিকে না দিয়া নিজে রাখাই ভাল। আচার্য্য মহাশয় বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিয়া, বন্ধুর নিকট হইতে টাকা লইয়া আমাকে ত উদ্ধার করিয়া আনিলেন। আমার এই ঘটনাতে ভাবনা কমিল না বরং বৃদ্ধি হইল। কি হইবে, কেমন করিয়া সব চলিবে, ইহাঁর সংসারের অন্য আয় নাই, অন্য কোথা হইতেও লইবেন না। একটী ভাবনা ছিল দশটী ভাবনা আসিয়া পড়িল। প্রেমময়ীর খেলা বুঝিতে পারে কে? দুই দিন এই অবস্থায় গেল। কি করিব কি উপায়ে টাকা আসিবে? এইজন্য বারবার জিজ্ঞাসা আসিতে লাগিল। উপাসনার সময় কোথা হইতে অল্প অল্প আলোক আসিতে লাগিল। একদিন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা হইল, যদি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ শত টাকার সুবিধা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আচার্য্য মহাশয়ের ছাপাখানাটী রক্ষা

হয়, নচেৎ উহা একেবারে বাহিরের লোককে দেওয়া হইবে। আমি আর কি করি? আমার বল বুদ্ধি ভরসা সবই তিনি। আমার কাঁদিবার স্থান, হাসিবার স্থান বলিবার স্থান সবই এক জায়গায়। জিজ্ঞাসা করিলাম এই ত হুকুম, এখন বল কি করিতে হইবে? তোমার অভিপ্রায় আমাকে স্পষ্ট বুঝিতে দাও। উপাসনার পর এই ভাবিতে ভাবিতে আফিসে আসিয়াই এই পত্রখানি ছাপাইলাম;—

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,

ব্রাহ্মসমাজ প্রচার-কার্য্যালয়ের ঋণ পরিষ্কার জন্য আমি অতি বিনীত ভাবে আপনার নিকট—টাকার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই মূল্যের পুস্তক আপনাকে আমি দিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া পুস্তকের তালিকা দেখিয়া বলিয়া দিন কি পুস্তক কতখানি দিব। আপনার আবশ্যক না থাকিলে সেই সকল পুস্তক বন্ধুদিগের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন।

সেবকশ্রী—

এইখানি সঙ্গে করিয়া বন্ধুদিগের নিকট গেলাম। যেথানে যাহা আশা করিয়া গেলাম প্রায় সকল স্থান হইতেই সাহায্য পাইলাম। যে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে টাকা দিবার কথা ছিল, মা দয়াময়ী কৃপা করিয়া সেইদিন সবই জুটাইয়া দিয়া, এ দাসকে একেবারে দৃঢ়তর প্রেমরজ্জুর দ্বারায় বাঁধিলেন। আমি বলিব কি, আমি যাহা চাই নাই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাইলাম। একটী বন্ধুকে আটাশ টাকার বই লইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বন্ধু এককালে এক শত টাকা ঋণ শোধ জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এ সব ব্যাপারে আমি কি

বলিব? আমি দেখিলাম কি, জানিলাম কি? মা আমার দয়াময়ী আমার ভাবনা তিনি যেমন ভাবেন, এমন আর কেহ ভাবিতে জানেও না, ভাবেও না। ধন্য মা তুমিই ধন্য! টাকাগুলির সুবিধা করিয়া দিয়া ভক্ত পরিবারের উপজীবিকার উপায় ও আমার রক্ষা করিয়া দিলেন। বাঁচিলাম আর প্রাণ জুড়াইল।

তৃতীয় রহস্য। একজন পণ্ডিত, বাহিরের লোক, আমার সাধু অঘোর নাথের স্বর্গারোহণ সংবাদ শুনিয়া আমাকে কিরূপ জব্দ করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকার্য্যালয়,

কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বরাবরেষু।

প্রেমৈকনিলয়েষু

যথোচিত সাদর সম্ভাষণ

মহাত্মন্!

আমি ১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে স্বর্গগত সাধু অঘোর নাথের দুঃখিনী বিধবা ও সন্তানগণের, চাঁদা দ্বারা এক্ষণে আপনারা সাহায্য করিতে ব্রতী হইয়াছেন, পাঠ করিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম। পক্ষে দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণ আমি তাঁহাদের উপযুক্ত মত সাহায্যদানে অসমর্থ। যাহা হউক, সম্প্রতি অনেক আলোচনার পর নিজ চিত্তের শান্তির জন্য একটী সহজ উপায় স্থির করিয়াছি।

আমার কতকগুলি অবশিষ্ট পণ্ডিতমূর্খ নাটক আছে। আপনারা উহার মধ্যে এক শত টাকা মূল্যের পরিমাণে (য খানা হয় হিসাব করিয়া) পুস্তক গ্রহণ করুন। এবং ঐ পুস্তক সকলের কভারের

ভিতরে একখানি চিরকুট ছাপাইয়া, সংলগ্ন করিয়া দিউন, যাহাতে উহা পাঠ করিয়া সর্ব্বসাধারণে শীঘ্র গ্রহণ করে। তদ্ভিন্ন সুলভ আদিতেও সাহায্যার্থে ঐ পুস্তকগুলি (যত সংখ্যা আপনারা লইয়া যাইবেন) গ্রহণার্থ সাধারণকে বিদিত করুন। এইরূপ করিলে যে এক শত টাকার পুস্তক লইয়া যাইবেন, তাহা অচিরাৎ বিক্রীত হইয়া টাকা সকল হস্তগত হইবে।

মহাশয়! এইরূপ করিয়া যদি সাধু অঘোর নাথের দুঃখিনী বিধবা ও সন্তানার্থ আমার নিকট হইতে ঐ যৎসামান্য এক শত টাকা সাহায্য লন, তবে আমি কতদূর যে আনন্দ লাভ করিব তাহা অবক্তব্য। আমি দরিদ্র ও আপনাদের ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত নহি বলিয়া যদি আমার এই দানকে অগ্রাহ্য বা অপবিত্র বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আপনারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন। পক্ষে আমি ঈশ্বরের নিকট আর দায়ী নহি। যেহেতু অন্তর্যামী তিনি দেখিতেছেন আমার এ দান যথাসাধ্য কি না, এবং "শ্রদ্ধয়া দেয়ং" এই বেদের অনুগামী কি না।

মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে অনুমান (ঠিক স্মরণ হইতেছে না) ছয় সাত দিন হইল আপনার নামে একখানি পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে মহাত্মা সাধু অঘোর নাথের বিধবা পত্নী ও অনাথ বালকগণের সাহায্যার্থ এক শত টাকার পণ্ডিতমূর্খ পুস্তক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়।

পণ্ডিতমূর্খ নাটকের মূল্য ছয় আনা নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনারা বোধ হয় সেই হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি ঐ পুস্তকের মূল্য যদি চারি আনা করা যায় এবং বিক্রেতার কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়, তবে

শীঘ্রই আমার অভীপ্সিত এক শত টাকা আপনারা হস্তগত করিতে পারিবেন। অন্যথা দুই আনা হিসাবে এক শত টাকার পুস্তক গ্রহণে সে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া অনেকটা সন্দেহ। পক্ষে আমার হৃদয়ের বেগ এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, এই মহোৎসবের মধ্যেই এক শত টাকা বিধবা সাধ্বীর হস্তে দিতেই হইবে এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃই আমাকে তাড়না করিতেছে। অতএব চারি আনা করিয়া বিক্রয় ও বিক্রেতা সরকারদিগকে পঁচিশ টাকা কমিশন দেওয়াই স্থির করিয়া, আপনাকে হৃদয়ের সহিত অনুরোধ করি, আপনি পণ্ডিতমূর্খ নাটক পাঁচ শত সংখ্যক আমার জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের নিকট হইতে আনাইয়া লইবেন। চারি শতখানি চারি আনা হিসাবে বিক্রয় করিলে এক শত টাকা হইবে। আর এক শত পুস্তক কমিশনের জন্য। ঐ এক শত পুস্তকে চারি আনা হিসাবে পঁচিশ টাকা হইবে।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, তাঁহার পেটের অন্ন কেমন করিয়া চলে, তাহারই ঠিক নাই। তিনি কি না আমাদের দুঃখে এত কাতর হইয়া অনায়াসে এক শত টাকার পুস্তক অকাতরে দান করিলেন। ইহাতেও অনেক লজ্জা পাইয়াছি।

আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাই না বলিয়া আমার বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে আমাকে ধমক দেন। আমি ভিক্ষুক বটি, কিন্তু ভিক্ষা করিতে জানি না। কি অবস্থায় কাহার নিকট কি বলিয়া ভিক্ষা করিব, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না! ভিক্ষা চাওয়া বড় শক্ত কার্য্য। বিশেষতঃ নববিধানে পুরাতন রকম ভিক্ষা চাওয়াটা ঠিক মনের সঙ্গে মিলে না। নানা রকম বাব করিয়া ভিক্ষা করিলে অনেক টাকা যে পাওয়া যায় তাহা জানি। দুইটী মাতৃহীন বালক, একটী

অনাথা বিধবা ও তাহার তিনটী শিশু সন্তানের নামে ভিক্ষা চাহিলে আমি যে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে না পারি এমন নয়, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা ভিন্ন কোন কার্য্যই করিতে পারি না।

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার অধিবেশন।

সোমবার, ১০ই মাঘ, ১৮০৪ শক; ২২শে জানুয়ারি, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা হয়। ভাই জয়গোপাল সেন সভাপতির কার্য্য করেন, ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচার বিভাগের আয় ব্যয়াদির বিষয়ে হিসাব দিয়া তাঁহার মন্তব্য ব্যক্ত করেন। এদিন সভার কার্য্য সমগ্র হইতে পারে নাই বলিয়া অপর এক দিবস অবশেষ কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত হয়।

নির্দ্ধারিত দিবসে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের পঠিত প্রস্তাব।

পিতৃসত্য পালন জন্য রামচন্দ্র বনবাসী হইয়া অশেষ কষ্টের উপর আবার প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নী সীতাকে হারাইয়া শোকে অস্থির হইলেন, কোথায় কোথায় বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, রাজ্য-হীন বন্ধুহীন অবশেষে ভার্য্যাহীন হইয়া, তাঁহার মুখকান্তি মলিন হইল, কিছুকাল তাঁহার আহার নিদ্রা সকলই রহিত হইয়া গেল। এই মহাবিপদকালে কে তাঁহাকে সহায়তা করিবে, কে তাঁহার

সীতার অনুসন্ধান করিয়া দিবে, কিরূপে তিনি সীতাকে পাইবেন এই ভাবনাতেই সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য বিধাতার লীলা, সেই বনমধ্যে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য তিনি কোন মনুষ্যকে পাইলেন না, অবশেষে বনবাসী ফল মূল আহারী একটী জানোয়ার আসিয়া তাঁহার দাসত্ব পাশে বদ্ধ হইয়া আপন জীবন তাঁহাকে উৎসর্গ করিল। সেই জানোয়ারটী কে তাহা সকলেই জানেন, তিনি কি কি মহান্ কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রভুর কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাহাও সকলে জানেন, এত অদ্ভুত কার্য্য বনের পশু কেমন করিয়া করিল? রামের সকল কার্য্যই নিষ্ফল হইত, জীবন অকর্ম্মণ্য হইত, যদি তিনি সেই বনের পশুকে না পাইতেন। যখন ভাবিয়া দেখি, দেখিতে পাই একটী সামান্য বানর কেমন করিয়া লম্ফ দিয়া, প্রকাণ্ড সমুদ্র পার হইয়া জানকীর তত্ত্ব লইয়া আসিল; অত বড় লঙ্কাপুরী আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিল, এত রাক্ষস রাক্ষসী তাহার বলে পরাস্ত হইল। কোথায় হিমাচল, কোথায় লঙ্কাদ্বীপ, অল্প কালের মধ্যে তথায় গিয়া জীবন-প্রদায়িনী ঔষধ আনিয়া রামের প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে জীবন দান করিল; প্রকাণ্ড সূর্য্যকে আপনার বগলে রাখিয়া দিয়া, কালনেমি নামে ভয়ানক মায়াবী রাক্ষসের মায়াকে পদ দ্বারা দ[illegible] করিয়া, রাবণের অন্তঃপুরে অগণ্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে, কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে রাবণের প্রাণ বিয়োগ-কারিণী মহাতেজ বাহির করিয়া আনিয়া দিল। পাতালে মহীরাবণ বধ করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রাণ রক্ষা করিল, সেই হনুমানের সাহায্যেই রাম সীতাকে পুনরায় পাইলেন, রাজ্যলাভ করিলেন, পরজীবনে অশেষ সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন, এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে, হনুমান না

থাকিলে রামের কার্য্য সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। রামায়ণের মধ্যে রাম যেমন, সীতা যেমন, লক্ষ্মণ যেমন, হনুমানও ঠিক তেমনই প্রধান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমি ত হনুমানের গুণে মোহিত হইয়াছি, আমি তাহার যে বিষয় ভাবি, সেই বিষয়েই অনেক শিক্ষা লাভ করি। এমন স্বার্থত্যাগী আর কে আছে? আপনার জন্য সে কিছু চাহিত না, জীবনকে সম্পূর্ণরূপে প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, আহার জানিত না, নিদ্রা ছিল না, বিলাসকে ত পোড়াইয়া ছাই করিয়াছিল, তাহার বাহিরের শ্রী পর্য্যন্ত সে বিনাশ করিয়াছিল, কেবল প্রভুর কার্য্য উদ্ধারের জন্য এত বিশ্বাস, এত নির্ভর, এত বৈরাগ্য, এত পরিশ্রমপ্রিয়তা, এত সাহস, এত বল পরাক্রম, এত বুদ্ধিকৌশল, আমি ত আর কাহারও দেখিতে পাই না। এত গুণ অথচ নির্ব্বাক্, কথা কহিতে জানিত না, বনের পশু তর্ক করিতে শিখে নাই, প্রভু যখন যে কার্য্য করিতে বলিতেন ইঙ্গিতে তাহা বুঝিতে পারিয়া তদ্দণ্ডে তাহা সম্পন্ন করিত, আপনার প্রাণের উপরেও তাহার মায়া মমতা ছিল না। আহা কি তাহার দয়া, কি তাহার ভালবাসা, কি তাহার প্রেম! সে অন্যের দুঃখ দেখিতে পারিত না, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া সে অন্যের উপকার করিত, নিজের জন্য কিছু চাহিত না, আবার এদিকে ভক্তেরও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছে। অমন করিয়া বুক চিরিয়া নিজ প্রভুর মূর্ত্তি কে দেখাইতে পারিয়াছে? যাহাতে প্রভুর নাম নাই, রূপ নাই, সে বস্তুকে সে তুচ্ছ করিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিত। প্রভু তাহার প্রাণ, প্রভুই তাহার আহার পান, প্রভুই তাহার আনন্দ আহ্লাদ। রাম রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিলেন, সকলে স্ব স্ব স্থান মনোনীত করিয়া লইলেন, সে আর কিছুই চাহিল

না, সে কেবল ভূমিষ্ঠ হইয়া পদতলে পড়িয়া রহিল, এবং আনন্দে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আহা, এ দৃশ্য কি মনোহর! দাসের কামনার বস্তু যে প্রভুর চরণ তাহা সে বিলক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছে। হায়, আমি মূঢ়মতি, বনের বানরের পদধূলি কবে লাভ করিব, বানরের পদরেণু না পাইলে, যে আর প্রাণ কিছুতেই সুস্থির হয় না। হা মহাবীর হনুমান! তুমি যেই কেন হও না, যেখানেই কেন থাক না, রামায়ণে তোমার যে গুণ বর্ণনা আছে, আমি তাহাতেই বিমোহিত হইয়া তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। দাসদিগের মধ্যে তুমিই ধন্য, ভক্তদিগের মধ্যে তুমিই ধন্য, বিশ্বাসীদিগের মধ্যে তুমিই ধন্য! বৈরাগীদিগের মধ্যে তুমি প্রধান। তোমার থাকিবার ঘর ছিল না, পরিবার ছিল না, তথাচ তুমি সর্ব্বদাই পরিশ্রম করিয়া অন্যের জন্য ব্যস্ত থাকিতে, তুমি তোমার প্রভুকে হৃদয়ে এমনই করিয়া রাখিয়াছিলে যে, বুক চিরিয়া দেখাইতে পারিলে। ধন্য তোমার বিশ্বাসের বল ও সাহস! আমি উৎসবের দিনে তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আমি তোমার গুণ স্মরণ করিয়া তোমার উদ্দেশে তোমাকে প্রণাম করি।

ভক্তগণ, সাধকগণ, বন্ধুগণ, বর্ত্তমান বিধানের নেতার মুখপানে বহুদিন তাকাইয়া আমি দেখিতেছি, এবং তাঁহার নিকটে অনেক দিন হইতে বাস করিয়া অনেক কথা শুনিয়া এই বুঝিতেছি, রামচন্দ্র হনুমানকে যতদিন না পাইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার মনে যেরূপ অশান্তি, মুখে ভাবনার লক্ষণ ছিল ও তিনি সর্ব্বদা হা হতোস্মি করিতেন, ইহাঁর মনে সেইরূপ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দুঃখ চিহ্ন সকল লক্ষিত ও শ্রুত হওয়া যায়। দুই জনেরই পরিমাণে ভাবের

সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তবে রামের অপেক্ষা ইহাঁর ভাবনা ও শোকের কারণ অনেক পরিমাণে বেশী ও গুরুতর। রামের ভার্য্যা হারা, ইহাঁর মাতৃ হারা; রামের একটী রাবণ, ইহাঁর অনেকগুলি রাবণ; রামের একটী লঙ্কা, ইহাঁর সমস্ত পৃথিবীই লঙ্কা বিশেষ; রামের একটী সাগর বাঁধা, ইহাঁর সমস্ত মহাসাগর সাগর। রামের একটী রাক্ষসবংশ ধ্বংস, ইহার পৃথিবীতে যত রাক্ষসবংশ আছে সেই সমস্ত রাক্ষসবংশ বধ। ভাবিয়া দেখুন কাহার ভাবনা বেশী হইল। রামচন্দ্র সীতা হারা হইয়া যদি কাঁদিয়া থাকেন, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বিধানের নেতা কতগুণ কাঁদিতেছেন, কত ভাবনা ভাবিতেছেন, আপনারাই তাহার বিচার করুন। রাম রাবণ বধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া যদি আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের নিতান্ত ভুল। রাবণ এ যুগে শত মূর্ত্তি সহস্র মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছে, পিতৃসত্য পালনে প্রাণ উৎসর্গকারী ভক্তের সঙ্গে ভয়ানক শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে, ভক্তের প্রাণের ধন পরম আরাধ্যা মা জননীকে তাঁহার মাতৃভূমি ভারতভূমি হইতে নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া আসিয়া, দিবানিশি হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, উচ্চতম দেশের উচ্চ লোক সকল উচ্চ বিদ্যার নামে পুস্তকরূপী মায়া-রাক্ষস সাজাইয়া ভারতে পাঠাইয়াছে, তাহারা বিবিধ প্রকার ছলে বলে কল কৌশলে দুর্ব্বল ভারত সন্তানের হৃদয়-কানন হইতে মাতৃধনকে লইয়া যাইতেছে। ঐ মায়া রাক্ষসীর নাম নাস্তিকতা। সভ্যতা নামে আর একটী রাক্ষসী আসিয়া, ভারতের কি না সর্ব্বনাশ করিতেছে! বিলাস স্বার্থপরতা অবিশ্বাসরূপ মহাপাপ সকল হইতে ভারত অনেকদিন নিস্তার পাইয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ রাক্ষসের হস্তে

পড়িয়া আবার ভারত-সন্তানগণ মরিতেছেন। সুরা রাক্ষসের কথা আর বলিব কি, বোতল-রূপী পিপা-রূপী রাক্ষস দিবানিশি আমাদের সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। এত রাক্ষসের হস্ত হইতে ভারত সন্তানগণকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন, এই কার্য্যে কে তাঁহার সহায়তা করিবে, এই ভাবনাতে তাঁহার আহার নিদ্রা বন্দ, শরীর শীর্ণ, কেবল এক আশাপ্রদীপ হস্তে করিয়া অরণ্য মধ্যে সাহায্যকারী বন্ধু খুজিয়া বেড়াইতেছেন। যখন তখন বলেন বুঝি পিতার রাজ্য পৃথিবীতে আসিল না, বুঝি আমার মাকে সকলে নিল না, কোথায় কোন দেশে লইয়া অসহায় প্রাণের মাকে কে লুকাইয়া রাখিয়াছে। হায়, এতদিন গেল কেহ তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিল না। উপস্থিত বন্ধুগণ ভক্তের সহায়তা করিবার জন্য মহা মহাবীর হনুমানের আবশ্যক। কোথায় তিনি আছেন, শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত না হইলে ভক্তের মনের দুঃখ আর কিছুতেই যাইতেছে না, তাঁহার শরীর মনকে যদি সুস্থির করিবার আপনাদের যথার্থ ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র সেই বর্ত্তমান বিধানের মহাবীরকে আনিয়া ইঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া দিন। বিধানের অনেক কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু অনেক বড় বড় কার্য্য বাকি রহিয়াছে, সে সব কার্য্য না হইলেই যে নয়। এবারকার হনুমানের পূর্ব্বকার অপেক্ষা অনেক বড় হইতে হইবে; এখনকার বীর যিনি তিনি এক লম্ফে পৃথিবীর সমস্ত সাগর মহাসাগর পার হইবেন। মা জননীকে কে কোথায় কি ভাবে রাখিয়াছে সে সংবাদ তাঁহাকে শীঘ্র আনিতে হইবে। একটী লঙ্কা পোড়াইলে হইবে না, অধর্ম্মের যত লঙ্কাদ্বীপ পৃথিবীতে আছে তাহা দগ্ধ করিতে হইবে। একটী লক্ষ্মণের প্রাণ

দিলে হইবে না, লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মণ, পাপ-বাণে বিদ্ধ হইয়া মরিয়া রহিয়াছে, যাহার যেরূপ ঔষধের দরকার তাহার জন্য সেই ঔষধ আনিয়া দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। সেবার হনুমান সূর্য্যকে বগলে রাখিয়াছিলেন, এবার সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে গিলিয়া ফেলিতে হইবে। সেবার একটী সেতু বাঁধা হইয়াছিল, এবার আকাশে সহস্র সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে; সেবার একটী কালনেমির মায়া ছিল এবার শত সহস্র মায়া-রাক্ষস চারিদিকে ঘেরিয়া আছে, সকলকে পদ দ্বারা দলিত করিয়া বধ করিতে হইবে। এবং তাহাদের মৃতদেহ সকল টান মারিয়া যে যে দেশ হইতে আসিয়াছিল, সেই সেই দেশে ফেলিতে হইবে। সেবার একটী রাবণের মৃত্যুবাণ স্ত্রীলোকদিগকে ভুলাইয়া আনিতে হইয়াছিল, এবার অনেক রাবণের মৃত্যুবাণ অনেক দেশের অনেক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে আনিতে হইবে। হনুমান সেবার যেরূপ দুইটী ভাইকে দুই কাঁধে করিয়া মহীরাবণের গৃহ হইতে আসিয়াছিলেন, এবারকার বীরের সমস্ত নরজাতিকে কাঁধে করিয়া ভয়ানক পাতালের ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। সেবারে হনুমান গাছে থাকিতেন, এবার গাছ তলায় থাকিতে হইবে। সেবারে হনুমানের কেবল মুখ পোড়াইয়াছিল, এবারে মস্তক মুণ্ডন, গেরুয়াধারী হইয়া বিলাস প্রকাশক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পোড়াইয়া কিম্ভূত কিমাকার ধরিতে হইবে; রূপ দেখিলেই যেন পাপপ্রিয় নারীজাতি দূরে পলায়ন করে, এবারকার বৈরাগ্য বড় তীব্র। সেবারে ফল মূল খাইতেন এবার অনাহার; সেবার মিষ্ট কথা ছিল, এবার গালাগালি খাইয়া মুখ প্রসন্ন; সেবার মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত, বৃক্ষ উৎপাটন করিয়াছিল, এবার কেবল শান্তি খড়্গ মাত্র সম্বল; যে

মারিবে তাহাকে প্রেম দিয়া জয় করিতে হইবে। এবার গালাগালির পরিবর্ত্তে গালাগালি, মারের পরিবর্ত্তে মার উঠিয়া গিয়াছে। মহাত্মা ঈশার বাক্য স্মরণ করিয়া শত্রুকে আজীবন পরাস্ত করিতে হইবে।

এই সকল গুণবিশিষ্ট মহা মহাবীর যদি কেহ থাকেন আসিয়া বাহির হউন, ভক্তের দুঃখ দূর করুন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন হউক। আমি দাস হইয়া মনে করিয়াছিলাম, ভক্তের সেবা করিয়া তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে সুখী করিব, আমার সাধ্য কি যে আমি তাঁহাকে সুখী করিতে পারি। তাঁহার মনের সঙ্গে কে দৌড়িতে পারে? তাঁহার কথায় কে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে? জিজ্ঞাসা করিলাম প্রভু, আমার কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত, কি করিব বল? টাকা কোথায়? কি করিয়া কি হইবে, ভক্ত হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, নহবৎ বসাও সব ঠিক হইয়া যাইবে। সে কি, পাত্র নাই, টাকা নাই, নহবৎ বসাইব বলেন কি? অমনি ভক্তের মুখ ম্লান হইল। আর হাসি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম একটী পয়সা নাই, এত লোককে কেমন করিয়া খাওয়াইব? পাতা পাতিয়া দাও, অভাব কি? উত্তর পাইলাম। একটা বাড়ী চাই, লোক জন থাকে কোথায়? আকাশকে দেখাইয়া দিলেন, সুন্দর অট্টালিকা ওখানে শীঘ্র প্রস্তুত কর, দেখ যেন বিলম্ব না হয়। বলিলাম এত [illegible] প্রচারক পরিবারের ভার কেমন করিয়া বহন করিব? বলিলেন, কেবল প্রচারক কি, সাধক ভক্ত সকলের ভার যদি লইতে না পার চলিয়া যাও। প্রভু, একটা লোক কত দিকে চিন্তা করিবে, অমুকের প্রচুর বেদনা উপস্থিত, অমুক মর মর হইয়াছে, আর অমুকের বিবাহ আজ হইবে। বলিলেন এক সময় জন্ম মৃত্যু বিবাহ যদি না দিতে

পার, তবে তোমরা নববিধানের শিষ্য হইতে পারিলে না। বলিলাম এই কয়েকটী ভাইকে প্রেম দিয়া খুব হৃদয়ে রাখিতে পারিতেছি না। বিধানে জাহির হইল এসিয়া ইউরোপ আমেরিকা ও আফ্রিকাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে, যে না পারিবে চলিয়া যাউক। এরূপ প্রভু সেবা করিয়া ইহাঁকে সন্তুষ্ট রাখা কি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কীটের সাধ্য? হলো না, পারিলাম না, ইহাঁকে সুখী করিতে পারিলাম না। তবে হনুমানকে আমি না কি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, ইনি সকল কার্য্যেই জয় রাম, জয় রাম বলিয়া বাহির হইতেন, আর কার্য্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিতেন, আমিও সেই মত রাম নাম জপ করিতেছি, ভরসা আমারও ঐ এক মাত্র নাম মন্ত্র, দেখি ঐ মহামন্ত্র বলে ক্ষুদ্র কীট কত দূর তাহার প্রভুর সঙ্গে যাইতে পারে, আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, সকলে পদধূলি আমার সহস্র অপরাধযুক্ত মস্তকে প্রদান করুন, আমার যেন নামে মতি হয়, আমার জীবন যেন প্রভুর কার্য্যে নিঃশেষ হয়, আমি যেন আমার প্রভুর পদতলে চিরকাল থাকিবার উপযুক্ত হই। দয়াময়, রক্ষা কর, দয়াময়, দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।